শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো।

বিজয়তাং।

ভক্তিলহরী

(বঙ্গানুবাদসমন্বিতা)।

পুরাণ কথকেন

শ্রীমোহন লাল গোস্বামি কাব্যতীর্থেন

বিরচিতা।

প্রকাশিতাচ।

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌—কলিকাতা

১৩১৮

মূল্য ৺০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো

বিজয়তাং।

ভক্তিলহরী

(বঙ্গানুবাদসমন্বিতা)।

পুরাণ কথকেন

শ্রীমোহন লাল গোস্বামি কাব্যতীর্থেন

বিরচিতা।

প্রকাশিতাচ।

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্—কলিকাতা

১৩১৮

মূল্য ৫০ আনা মাত্র।

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

প্রবলপ্রতাপান্বিত

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্

মহাতাপ্ বাহাদুর-শ্রীকরকমলেষু—

বঙ্গেস্বপ্রতিমাধিরাজপদভাক্ শ্রীবর্দ্ধমানাধিপঃ
সার্দ্ধং হস্তচতুষ্টয়ং দধদসৌ দেহং নৃপশ্রীযুতম্।
যো বৈ রাজ্যমকণ্টকং বিহিতবান্ বালোঽপ্রমত্তঃ সদা
সোঽয়ং পুত্রসুতাকলত্রসহিতো জীব্যাৎ সমাঃ শাশ্বতীঃ ॥১

যঃ শত্রোরপি গূঢ়মঙ্গলকৃতে নিত্যং প্রসক্তো ভুবি
সংপ্রাপ্তঃ কৃতহস্ততাঞ্চ নৃপতেঃ কর্ম্মণ্যতুল্যঃ সদা।
যস্য দ্বারি কৃতেক্ষণাঃ প্রতিদিনং তিষ্ঠন্তি বিত্তার্থিনঃ
সোঽয়ং জীবতু নো হিতায় সুচিরং পুত্রাদিরাজ্যশ্রিয়া ॥ ২

ধৈর্য্যৈঃ পৃথ্বিসমোগুণৈর্নিরুপমো বিদ্যাবিনোদঃ প্রভুঃ
কান্ত্যা নির্জ্জিতকোটিশারদবিধুঃ প্রজ্ঞাবতামগ্রণীঃ।
নীত্যা নির্জ্জিতভার্গবো গুণিজনান্ যোঽসৌ বিভর্ত্তি স্বয়ং
সোঽয়ং বো বিদধাতু সৌখ্যমমলং জীবন্ সমাঃ শাশ্বতীঃ ॥৩

যস্যোন্মীলদপূর্ব্বকুন্দধবলং লোকাতিগং নির্ম্মলং
প্রাজ্ঞোদ্গীতমনর্গলং দশদিশোব্যাপ্তং যশোভূপতেঃ।
দানে কর্ম্মণি যন্মতির্নিয়মিতা রাধেয়তুল্যানিশং
দীনানাং প্রতিপালকঃ স ইহ বো ভদ্রং বিধত্তাং নৃপঃ॥

যথোর্দ্ধরেখা বিধিনাহিতা করে
তথোচ্চদৃষ্ট্যা ক্রিয়তে ক্রিয়ানিশম্।
সুকর্ম্মভাজাং মহনীয়কর্ম্মণা
গুণৈঃ সতাং পূজ্যতমেন ভূয়তে॥ ৫

অহো জনুঃ সার্থকমত্র তেঽনিশং
নৃপত্বমাসাদিতমাত্মজৈঃ সহ।
তদেব লোকৈর্বহুপুণ্যসাধনৈ
র্ন লভ্যতে যত্ভবতোপভুজ্যতে॥ ৬

প্রতিষ্ঠিতং সত্যমনর্গলে বচ-
স্যনিন্দিতে কর্ম্মণি নির্ম্মলং যশঃ।
সমঃ প্রতাপস্ত্রিদিবেশ্বরেণ তে
বলং নৃপস্য ক্ষময়ান্বিতং ভুবি॥ ৭

নয়েন লোকান্ বিনয়েন বান্ধবান্
রিপূন্ প্রতাপেন চ বিদ্যয়া বুধান্।
প্রজাশ্চ ধর্ম্মাত্মককর্ম্মণা সদা
বশীচকারাশু ভবান্ প্রতাপবান্॥ ৮

বিমলকনককান্তির্লোকশোকাপহারী
প্রথিতবিমলকীর্ত্তিপ্রোল্লসচ্ছুদ্ধভাবঃ।
সততবিমলভক্ত্যা দেবসেবানুরক্তো
জয়তি বিজয়চন্দ্রো বর্দ্ধমানাধিরাজঃ॥ ৯

বিমলতাকরতাশ্রিতমূর্ত্তিনা
বিজয়নামনৃপেণ মহৌজসা।
স্বজনচিত্তচকোরসুধাংশুনা
প্রকৃতিপুত্রসুখং হি বিধীয়তাম্॥ ১০

ভৈষজ্যমন্দিরমপূর্ব্বমুদীর্ণরাগং
যচ্চারুকারুনিপুণত্বনিদর্শনঞ্চ।
রাজ্ঞা রুজার্ত্তজনদুঃখনিবারণার্থং
তন্নির্ম্মমে কিল নিতান্তমহোদয়েন॥ ১১

নির্গন্ধশব্দকুসুমৈরপি গুম্ফিতেয়ং
লিপ্তা হরেস্তদপিকেলিপটীরসেকৈঃ।
যোগ্যে হি ভক্তিলহরী ভবদীয়কণ্ঠে
ধত্তাং শ্রিয়ং নৃপ ময়া স্রগিব প্রদত্তা॥ ১২

ভক্তিমঞ্জরী

যস্যাস্ত এব কৃপয়া ব্যাসাদয়োঽত্র সমর্চ্চিতা লোকে।
কল্পলতা সুকবীনাং সদা বিজয়তাং গিরাং দেবী ॥ ১

এই জগতে ব্যাস কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ যাহার কৃপায় কবি বলিয়া পূজিত হইয়াছেন, এবং তদাদি কবিবৃন্দের কল্পলতাস্বরূপা সেই বাগ্‌দেবী নিরন্তর জয়যুক্তা হউন। ১

যন্মাধুর্য্যকলা কলানিধিকলামুন্মূলয়ত্যন্বহং
যদ্‌গাম্ভীর্য্যমহো মহোদধিমহঃ স্বল্পীকরোত্যদ্ভুতং।
যৎপ্রেমোজ্জ্বলমাধুরী নিরবধি প্রহ্লাদয়েৎ ক্ষ্মাতলং
সোঽস্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ স্বয়ং ॥২

যাঁহার মাধুর্য্যের অংশমাত্র চন্দ্রসম্বন্ধিনী পূর্ণকলাকে অনুদিন উন্মূলিত করিতেছে, যাঁহার গাম্ভীর্য্য-প্রভাব জলনিধির তেজঃসমূহ খর্ব্ব করিতেছে, যাঁহার প্রেমের উজ্জ্বল মাধুরী নিরন্তর পৃথিবীকে আহ্লাদিত করিতেছে, সেই শ্রীল গৌরচন্দ্র আমাদিগের হৃদয়াকাশে দীপ্তিপ্রাপ্ত হউন। ২

ঘনরুচিরেন্দ্রনীলমণিমঞ্জুলকান্তিধর
ধরণিধরেন্দ্রধারণধুরন্ধরমাত্মবপুঃ।

অনুভবগম্যতাং সমুপপাদয়দাত্মজনে
জয় জয় নূয়তে বিপুলবোধবিশেষ তব ॥৩॥

নিবিড় সুন্দর ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় মনোহর কান্তিধারী পর্ব্বতের গুরুভার বহনক্ষম তোমার নিজদেহ, হে বিপুল বোধবিশেষ! আত্মজনে অনুভবের বিষয়তা পাওয়াইয়া স্তবের বিষয়ীভূত হইতেছে। ৩

বপুরিদমদ্ভুতং মুরলিবেত্রবিষাণভৃতো
বিমলতমালনীলমতিমঞ্জুলকান্তিমতঃ।
রুচিরশিখণ্ডিচন্দ্রকসুশোভিতচারুশিখং
জয় জয় নূয়তে ব্রজপুরন্দরনন্দন হে ॥ ৪

হে ব্রজরাজনন্দন! মুরলিবেত্র ও শৃঙ্গধারী ও অতিমনোহর কান্তি-বিশিষ্ট যে তুমি—তোমার এই প্রত্যক্ষীভূত অতি বিচিত্র বিমলতমালবৎ নীল ও মনোহর ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা সুশোভিত মনোরম চূড়াবিশিষ্ট দেহ সাধুজন কর্তৃক স্তুত হইতেছে ॥ ৪

অমিতগুণাত্মনস্তব গুণানিহ মাতুমহো
জগতি ন হীশিরে পরিচরন্তি তপাংসি ততঃ।
স্তবনপরায়ণা মুনিজনাশ্চ সমাধিভৃতো
নিয়তনিরন্তরায় বিজনে কতি শান্তিযুজঃ ॥ ৫

অপরিমিত গুণশালী যে তুমি, কেহ সেই তোমার গুণরাজির পরিমাণ করিতে বেদাদি দ্বারায় স্তুতিশালী হইয়াও সমর্থ নহেন, সেই জন্য মুনিগণ সমাধিবিশিষ্ট হইয়া ও অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহবিশিষ্ট হইয়া নিয়ত বিঘ্ন ও জনশূন্য বনে তোমার উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতেছেন। ৫

জগদতিমত্তদৈত্যকুলকেলিকলাপহতং
ভবতি যদা তদাস্য হিতকল্পনয়া বিচলন্।
দধদতিসত্বরং ত্বমপি লোকহিতার্থকরং
বপুরিদমুজ্জহর্থনিজভক্তিযুজাং শরণম্॥ ৬

যখন অতি প্রমত্ত দানবসমূহ কর্ত্তৃক এই জগৎ অহঙ্কারের তাণ্ডবনৃত্যে ভারযক্ত হইয়া রসাতলে যাইতে থাকে, তখনই তুমিও এই জগতের হিতেচ্ছু হইয়া নিজভক্তজনের শরণোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্ধার করিয়া থাক। ৬

হঠকৃদতিপ্রমত্তশতকোটিসুরারিগণ
প্রমথিতভূভুজাং করুণচেষ্টিতরোদনকৈঃ।
স্বয়মতিচঞ্চলঃ করুণয়াহবতরন্ননঘ
বহুবিধলীলয়া তদঘজাতমথোদ্ধরসি॥ ৭

হে অনঘ! হঠকারি অনবহিতচিত্ত অগণিত দেবারিসমূহ কর্ত্তৃক প্রমথিত ধার্ম্মিক রাজগণের সকরুণ চেষ্টা ও রোদনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, নিজ নৈসর্গিক ভক্তবাৎসল্যগুণে অতি সত্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা প্রকাশ করতঃ তাহাদের দুঃখসকল হরণ করিতেছ। ৭

অমিতগুণার্ণবস্য মহিমানমলং গদিতুম্
কবিকুলবারণস্য ধিষণাস্তমগাত্ত্বরিতং।

খচরজলাগ্নিভূপ্রভৃতিকুক্ষিশয়স্য তব
কিমহমনাত্মধীঃ স্তুতিকথঃ কথয়ামি হরে ॥ ৮

হে হরে! অসীম গুণসাগর যে তুমি, তোমার মহিমা প্রকাশ করিতে গিয়া কবিকুলশ্রেষ্ঠ চতুরাননেরও বুদ্ধি লোপ পায়। অতএব ক্ষিত্যপ্-তেজোমরুদ্ব্যোম প্রভৃতি কুক্ষিস্থ জগদাধারের স্তুতিকথা আমি দেহাত্মবাদী হইয়া কেমন করিয়া বলিব? বড়ই অসম্ভব। ৮

অমিতনিজাজয়া ক্বচিদজঃ স্মরহা চ ভবন্
প্রভবলয়াত্মকং জগদিদং করুণাকর হে।
সৃজসি বিনাশয়স্যতিগুণাত্মতনৌ ধরসি ॥
যদিদমনুগ্রহস্য ফলমেব তদপ্যঘট ॥৯

হে করুণাধার! তুমি নিজ মায়া দ্বারা কখন ব্রহ্মা, কখন বিষ্ণু, কখন মহেশ্বর হইয়া এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মক দৃশ্যমান জগৎকে (প্রভবলয়াত্মক) বলিলেই "সংদংশক ন্যায়ের দ্বারায় স্থিতি আপনই পাওয়া যায়" নিজেচ্ছাদ্বারা প্রেরিত হইয়া গুণের সাম্যাবস্থা হইবামাত্র গুণাতীত নিজ দেহে ধারণ করিতেছ। ৯

অপূর্ব্বপ্রেমর্দ্ধিপ্রথিতনিজভক্তিপ্রকটনাৎ
স্বয়ং ত্যক্ত্বা যাতঃ সকলসুখহেতুদবসিতং
স্বমাধুর্য্যাস্বাদং রসয়িতুমনা ভক্তহৃদয়ে-
ষ্বলং নৃত্যন্ গায়ন্ প্রবিলসতি গৌরো হরিরয়ম্ ॥১০

বিচিত্র প্রেমসম্পত্তি দ্বারা প্রকটিত নিজ ভক্তি প্রচার জন্য স্বয়ং

বিবিধ ভোগ বিলাসের আকর স্বরূপ গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়া নানাস্থানীয় ভক্তবৃন্দের মনে নিজ মাধুর্য্যের আস্বাদ করাইবার জন্য অত্যন্ত নৃত্য ও গান করতঃ শ্রীগৌরহরি প্রত্যক্ষ বিলাস করিতেছেন। ১০

প্রকর্ষৈরশ্রূণামুপহসতি বর্ষাম্বুদচয়ং
সুধাংশোর্মাধুর্য্যং কবলয়তি হাস্যামৃতকণৈঃ।
দশাং হীনাং হৈমাচলমুপনয়ত্যাঙ্গিকরুচা
যুবা কোঽয়ং ব্রূতে হরিরিতি মুহুঃ প্রেমবিকলঃ ॥১১

প্রেমে বিহ্বল হইয়া অশ্রুর আতিশয্যের দ্বারায় বর্ষাকালীন জলদরাজীকে তুচ্ছ করিতেছেন, এবং হাস্য সুধার কণমাত্র দ্বারায় সুধাংশুর মাধুর্য্যকে কবলিত করিতেছেন, শরীরের ঔজ্জ্বল্যের ও মাধুর্য্যের দ্বারায় সুবর্ণ পর্ব্বতকে হীনদশা পাওয়াইতেছেন এই যুবা বারংবার হরি এই মধুরা-ক্ষরদ্বয় বলিতেছেন ইনি কে? । ১১

চমৎকুর্ব্বংশ্চিত্তং ভুবি দিবি রসাধঃস্থিতিমতাং
সুধাস্রাবিপ্রেমোন্মদরসবিতানৈঃ সুকৃতিনাং।
মহাভাবাবিষ্টঃ সততপরিহৃষ্টো নটগতিঃ
প্রভুঃ শ্রীগৌরাঙ্গো বসতু হৃদি যুষ্মাকমনঘে ॥ ১২

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালবাসি পুণ্যবান্ জনবৃন্দের চিত্ত সুধাবর্ষি প্রেমানন্দ রসের বিস্তার দ্বারা চমৎকৃত করতঃ, মহাভাবে আবিষ্ট ও অনবচ্ছিন্ন হর্ষযুক্ত এবং "আপনি আচরি ধর্ম্ম লোকেরে শিখায়" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদনেচ্ছু স্বয়ং নটবৎ আচরণশীল প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র তোমাদের নিষ্পাপ হৃদয়ে বাস করুন ॥ ১২

ন যোগৈর্ন ধ্যানৈঃ শমদমতপস্যাদিভিরপি
প্রবাহৈর্জ্ঞানানাং ন চ বিহিতকর্ম্মাদিচরণৈঃ।
যদি স্যাচ্চৈতন্যস্য চরণরতির্ভক্তিশবলা
পুমান্ শীঘ্রং যাতি প্রকৃতপুরুষার্থস্য পদবীম্॥ ১৩

যোগ, ধ্যান, শমদমাদি ষট্ সম্পদ্ কিংবা তপস্যাদির দ্বারায় অথবা জ্ঞানের প্রবাহ দ্বারা বা বিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা পুরুষের ত্রিবিধ দুঃখের তাপ কিছুতেই দূরীভূত হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণে যদি একবার ভক্তিব্যামিশ্রা রতি জন্মে, তাহা হইলে পুরুষ অতি সত্বর ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির পথ প্রাপ্ত হয়েন। ১৩

অলোকমাধুর্য্যবিভূতিভূষিতং
মনোহরং বাঙ্মনসোরগোচরং।
নিশম্য ভক্ত্যেকরসেন সংপ্লুতং
ত্বদীয়কর্ম্মাত্র ন কং বিমোহয়েৎ॥ ১৪

অলোকসামান্য মাধুর্য্য ও বিভূতির দ্বারা ভূষিত, এবং মনোহর; ও কায়মনোবাক্যের অগোচর, এবং একমাত্র ভক্তি রসদ্বারা ব্যাপ্ত যে তোমার কর্ম্ম বা লীলা এই জগতীতলে কাহার মনকে না মোহিত করিতেছে। ১৪

কিঙ্করেষ্টপরিপূর্ত্তিহেতুকং
নির্গুণোঽপি গুণবদ্ধধদ্বপুঃ।
ভক্তকল্পলতিকাখ্যলীলয়া
কস্য বা মনসি ন ত্বমাবসেঃ॥ ১৫

ভক্তবাঞ্ছা পরিপূরণের হেতু, নির্গুণ হইয়াও তুমি গুণবিশিষ্ট দেহ ধারণ করতঃ ভক্তকল্পলতিকা নামে লীলা দ্বারায় কাহার বা মনে না বাস করিতেছ। ১৫

কনকদ্রবসন্নিভোজ্জ্বলং বপুরত্যন্তসুলক্ষমভাগ্ দধৎ।
কলিজাততমাংসি নোদয়ন্ হৃদয়ে গৌরবিধুর্বিভাতু বঃ॥ ১৬

উত্তপ্ত স্বর্ণের তরলতার ন্যায় উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট, এবং ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-শ্রীবৎসাদি লক্ষণান্বিত দেহ ধারণ করতঃ কলিপ্রভব পাপান্ধকার দূর করতঃ তোমাদিগের হৃদয়াকাশে শ্রীগৌরচন্দ্র দীপ্ত হউন। ১৬

হসতি ক্বচিদুন্মনাভবন্ লুঠতি ভ্রাম্যতি বা ক্বচিদ্ভুবি।
হরিরিত্যমৃতাক্ষরং গৃণন্ বদ কোঽয়ং বিলসত্যপূর্ব্ববৎ॥ ১৭

উন্মনা হইয়া কথন হাসিতেছেন এবং ভূমিতে কথন লুণ্ঠিত কথন ভ্রান্ত হইতেছেন। হরি—এই অমৃতাক্ষর উচ্চারণ করতঃ বল দেখি ইনি কে বিলাস করিতেছেন। ১৭

ভবসম্ভবভীতিভেদনং কলিবারাংনিধিকুম্ভসম্ভবং।
সফলীকর্ত্তুমনা জনুর্যদি ভজরে গৌরপদাব্জমব্যয়ং॥ ১৮

হে দুর্ব্বোধ মানুষ! এমন সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনকে যদি সার্থক করিতে চাহ, তাহা হইলে ভবাব্ধি-সঞ্জাত ভয়হারী এবং কলিরূপ সমুদ্রের পান বিষয়ে সাক্ষাৎ অগস্ত্য স্বরূপ শ্রীগৌর হরির পাদপদ্ম অব্যয় ভাবে ভজনা কর। ১৮

বিষয়ে সত্যধিয়াতিসঙ্গতং সুতদারাদিমমত্বসঙ্কুলে।
মন উদ্ধৃত্য ততো নিবেশয় কলিহৃদ্গৌরপদাম্বুজদ্বয়ে॥১৯

পুত্রকলত্রাদির মমতাদ্বারায় ব্যাপ্ত মিথ্যা বিষয়ে সত্য জ্ঞান দ্বারা অত্যন্তাসক্ত মনকে সত্বর তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাপহারী গৌরপাদ-পদ্মে নিবিষ্ট কর। ১৯

শতকীটপতঙ্গসম্ভবাজ্জননং লব্ধমতীব দুর্ল্লভং।
যদি মানুষমিত্থমঞ্জসা ভজরে গৌরপদাব্জমব্যয়ং ॥ ২০

কতশত কীট পতঙ্গজন্ম হইতে যদি অতি দুর্ল্লভ এই প্রকারের যথার্থ নরজন্ম লাভ করিয়াছ, হে মনুজ! অক্ষয় শ্রীগৌরহরির পাদপদ্ম ভজ ॥ ২০

ভবপদ্ধতিসম্ভবশ্রমক্ষয়কৃন্মোহদুরন্তমুদ্গরং।
যমুনাগ্রজভীতিহারকং দ্বিজরাজং ভজ গৌরমব্যয়ং ॥ ২১

সংসার-পথে ভ্রমণ জন্য যে শ্রমোৎপন্ন হয়, তাহার ক্ষয়কারী এবং অজ্ঞানতার দুরন্ত মুদ্গরের স্বরূপ, আর ভীষণ যমভয়হারী সেই অব্যয় দ্বিজরাজ গৌরকে ভজ। ২১

কলিভীতিতমোঘ্নমুত্তমং দ্বিজরাজং দ্বিজবংশসম্ভবং।
হরিনামসুধাভিবর্ষিণং ভজরে গৌরহরিং স্বভক্তিদং ॥ ২২

কলিভয় স্বরূপ তমোরাশিহন্তা ব্রাহ্মণ বংশজাত চন্দ্রস্বরূপ হরিনাম সুধা বর্ষণকারী এবং নিজ ভক্তিদাতা শ্রীগৌরহরিকে ভজ। ২২

অনন্তনৈপুণ্যকলাকলাপকৈ-
রনন্তবিশ্বং রচিতং সমন্ততঃ।

ব্যনক্ত্যদোষস্য নিরন্তরং মহি-
মনন্যসামান্যগুণৈর্বিভূষিতাং ॥ ২৩

এই বিশ্ব যাঁহার অশেষ নৈপুণ্যাংশের সমূহের দ্বারায় রচিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিস্ফুরিত হওয়তঃ নিরন্তর অনন্যনিষ্ঠ গুণরাজি দ্বারা বিশোভিত মহিমাকে ব্যক্ত করিতেছে। ২৩

যদেব যত্রাস্য নিয়োজনীয়ং
তদঞ্জসা যেন ততঃ প্রযুক্তং।
বিশ্বস্য বিশ্বার্ত্তিহরস্য তস্য
শচীসুতস্যাস্তু পদে মনো মে ॥ ২৪

এই বিশ্বের যেখানে যে বস্তু সাজে, যাঁহা কর্ত্তৃক যথার্থরূপে সেই স্থানে সেইটী প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশ্বের আধিব্যাধিহারী সেই শচীনন্দনের চরণে আমার মন থাকুক। ২৪

অনবরতরতিপ্রবাহরম্যাং
মধুররসাত্মকসারকৃষ্ণভক্তিং।
অনুদিনমনুশীলয়াত্মনীনাং
ত্বমিহ যদীচ্ছসি তস্য পাদপদ্মং ॥ ২৫

অবিশ্রান্ত অনুরাগের প্রবাহ দ্বারা রমণীয়া এবং মধুর রসময়ী সারস্বরূপা যে কৃষ্ণভক্তি, জগতের মধ্যে আপনার হিতপ্রসবিনী জানিয়া দিবারাত্র তাহার অনুশীলন কর, যদি তুমি অন্তিমের সম্বল তাঁহার দেবদুর্ল্লভ পাদপদ্ম প্রার্থনা কর॥ ২৫

স্মরহতকরণপ্রসঙ্গতস্তে
ক্ষয়মভিযাতি শরীরধাতুজাতং।
ক্ষণমহহ ভজাত্মতত্ত্বরূপং
হরিমিহকালগতের্ন হি ব্যবস্থা ॥২৬

বৃদ্ধ হইয়া ভজিব ভাবিও না; কেন না, মদন পরাহত ইন্দ্রিয়-প্রসঙ্গদ্বারা অনুক্ষণ তোমার শরীরস্থ রস ও ধাতু মজ্জা প্রভৃতি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। হায় হায়! ক্ষণকালের জন্য একবার নিজতত্ত্বস্বরূপ হরিকে ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া ভজনা কর, যেহেতু মৃত্যুর কোন বালক যুবা বৃদ্ধ ভেদে স্থির ব্যবস্থা বা অপেক্ষা নাই। ২৬

অলমতিঘৃণিতং কুকর্ম্মজাতং ত্যজ নতুবা তব মানুষং হি জন্ম।
অনভিমতগতিং প্রয়াস্যতীতি ভজ ভজ কৃষ্ণনিধিং
ব্রজেন্দ্রসূনুং ॥২৭

জগজ্জনের ঘৃণাকর কুকর্ম্ম সমূহ শীঘ্র ত্যাগ কর, তাহা না করিলে তোমার দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম ইহলোকে দুর্যশঃ এবং পরলোকে কুৎসিত গতি প্রাপ্ত হইয়া অধঃপতিত হইবে? এই হেতু শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণনিধিকে ভজনা কর ॥ ২৭

ফলতি ফলমদভ্রমাত্মনীনং
ভজনপরস্য হরের্জনস্য সঙ্গাৎ।
ত্যজ কপটমনঃপ্রসঙ্গদুষ্টং
যুবতিকুসঙ্গমভীষ্টলাভবাধং ॥ ২৮

ইহলোকে যশঃ এবং প্রশংসার সহিত মৃত্যু অর্থাৎ "আহা বড় ধার্ম্মিক" এই সুবাদ সহ মৃত্যুলাভ হইতে মনুষ্যের আর কিছু শ্রেষ্ঠতর স্বার্থ নাই। অতএব কুৎসিত ও ঘৃণিত পাশব স্বার্থ ত্যাগ করতঃ, হরি ভক্তের স্বার্থ-সাধক অর্থাৎ নিজহিতপ্রদ সঙ্গের দ্বারা নিজহিতফল সবিশেষ ফলিত হয়। কপট ও মিথ্যা প্রবঞ্চনাপূর্ণ এবং নিজাভীষ্টবিঘাতক সেই যুবতীজনের সঙ্গ ত্যাগ কর॥ ২৮

ভজনপরজনানুসঙ্গমাত্রং
ত্বরিতমুদেতি মনস্যখণ্ডবোধা।
অনবরতরতিপ্রবাহরম্যা
মধুররসাত্মকভাবশুদ্ধভক্তিঃ॥ ২৯

ভজনানন্দিজনের সঙ্গ মাত্রই মনুষ্যের মনে এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ডানুরাগের পারম্পর্য্য দ্বারা রমণীয়া এবং অবিশ্রান্ত বোধস্বরূপা উজ্জ্বলরসময়ী সার কৃষ্ণ ভক্তি সমুদিতা হইয়া থাকে। ২৯

নিয়তদুরিতদূষিতে শ্রীগৌরো
বিতথদৃশা মলিনীকৃতস্বভাবে।
কলিদবদহনস্ত্বদীয়চিত্তে
ন খলু নিবৎস্যতি হেতুরিষ্টসিদ্ধেঃ॥ ৩০

নিয়ত পাপ কর্ত্তৃক দূষিত এবং নাস্তিকতাদ্বারা কিংবা মিথ্যা তর্কদ্বারা মলিনীকৃত "নিজভাব" অর্থাৎ "স্থিরতাশূন্যে" তোমার চিত্তে সেই প্রসিদ্ধ শচীনন্দন, যিনি কলিবন দাহের বহ্নিতুল্য, এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট পূর্ত্তির বীজস্বরূপ, তিনি কখনই বাস করিবেন না। ৩০

বিপ্রাণাং পদসেবয়া নিজজনুর্যে সার্থকং মেনিরে
হৃদ্বৈকল্যবিনাশিনীর্হরিকথাঃ শৃণ্বন্ত ইষ্টাঃ পুরা।
সদ্ভক্তা গতজীবিতাঃ শুভগতিং শূদ্রাস্ত আপেদিরে
তেষাং বংশভবা ভবার্ণবগতা মজ্জন্তি হা সাম্প্রতং ॥৩১

পূর্ব্বে মহাত্ম শূদ্রগণ, যাঁহারা ষট্‌কর্ম্মান্বিত এবং হরিভক্ত সেই বিপ্র-গণের পদসেবা দ্বারা হৃদয়ের বিকলতা-বিনাশিনী হরি কথা শুনিতে শুনিতে জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিতেন, এবং শুশ্রূষাদ্বারা ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া অন্তিমকালে শুভগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হায় হায়! সেই মহাত্মগণের বংশধরেরা বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের পথাবলম্বী না হইয়া ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন॥ ৩১

বিপ্রা বেদৈর্বিহীনাঃ সততধনধিয়ো লুব্ধচিত্তা ভ্রমন্তি
ক্ষত্রা রাজ্যাদিহীনা সপ্রকৃতিরহিতা দ্বেষমাৎসর্য্যযুক্তাঃ।
বৈশ্যা বাণিজ্যকর্ম্মস্বতিশয়কপটা ব্রাহ্মণে ভক্তিহীনাঃ
পূজ্যম্মন্যাশ্চ শূদ্রা বিগলিতরতয়ঃ প্রায়শো ধর্ম্ম্যকার্য্যে ॥৩২

কেবল যে শূদ্রেরই বংশগত দোষ ঘটিয়াছে তাহা নহে "বীজমল্লায় দোষ ঘটায়" অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিতে বর্ণাশ্রমগত দোষ হওয়াতেই শাখাস্বরূপ ক্ষত্রিয়াদিতে দোষ দেখা যায়। যথা—যে ব্রাহ্মণের চিত্তে প্রথমতঃ ত্যাগ, তদন্তর শম দম তপঃ ক্ষমা সরলতা ব্রহ্মজ্ঞান ও আস্তিক্যাদি থাকায় তাঁহারা সকলের পূজ্য ও নমস্য হইতেন, এখন সেই চিত্তে কেবল ধন-লোভ ও সদাচার হীনতা জন্য নিত্য কর্ম্মাদিতে অরতি প্রভৃতি দোষই দেখা যায়। ক্ষত্রিয় সকল—শূরত্ব তেজঃ ধৈর্য্য দক্ষতা অভীরুতা দান ও

ঐশ প্রভৃতি জাতিগত দেবত্ব-প্রতিপাদক মহনীয় গুণ ত্যাগ করতঃ পরস্পর ঐক্যচ্ছেদিদ্বেষ-হিংসার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। বৈশ্যজাতি – কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতিতে কাপট্যাশ্রয় করতঃ ধর্ম্মভয় রহিত হইয়া ধনগর্ব্বে আর ব্রাহ্মণাদির আদর করেন না। শূদ্র জাতিও তেমনি ব্রাহ্মণাদির পরিচর্য্যা দ্বারায় যে সত্ত্বগুণ উপার্জ্জন করিতেন, এখন কালমাহাত্ম্যে নিজেরাই পূজাস্পদ হইয়া কেহ কেহ উপবীত প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছেন। ইহাও আমাদের ধন-লোভে হইতেছে—ধন্য কলি!। ৩২

কলহকলিতবাদং যত্র বিপ্রাঃ প্রসহ্য
ধনিজনগৃহকর্ম্মণ্যেত্য বিত্তপ্রলোভাৎ।
অপগমিতধনেভ্যো বর্ত্মনি প্রার্থয়ন্তে
রচিতবিতথজালং নীচবদ্বাঢ়মূর্দ্ধং॥ ৩৩

এই গ্রন্থখানি ভক্তি-প্রতিপাদক। কাহারও নিন্দার জন্য নহে। ব্রাহ্মণ আমরা আমাদের অধঃপতনের কথা পাঠ করিয়া রাগ না করিয়া আত্মসংশোধন করাই উচিত। যে আমরা পূর্ব্বে অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ছিলাম, সেই আমরা এখন প্রায়ই জাতি নির্ব্বিশেষে ধনিদিগের গৃহে নিমন্ত্রিত ও রবাহূত হইয়া উপস্থিত হই। এবং পতিত ও অপতিত নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের গৃহে ধনলোভে যাইয়া বিবাদ করতঃ বিদায় পক্ষে দেয় দক্ষিণাতে এবং পাথেয় বিষয়ে ব্যয়িত ধনের অনেক অধিক মিথ্যা দ্বারা নীচবৎ প্রার্থনা করি ইহা কি কম দুঃখের বিষয়! ॥ ৩৩

হীনকর্ম্মভিরুপাত্তবৃত্তয়ঃ
প্রেষ্যবৎ কিল চরন্তি নিস্ত্রপাঃ।

স্বার্থসাধনকৃতে কুকর্ম্মকৃ-
লুব্ধকা ইব ধরামরাঃ কলৌ ॥ ৩৪

নীচকর্ম্মের দ্বারায়, অর্থাৎ শ্ববৃত্তি ধারণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন বলিয়া নির্ল্লজ্জ হইয়া আত্মাবহবৎ বিচরণ করেন। এবং স্বার্থসাধন জন্য কদাচার ব্যাধের ন্যায় কলির ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহার অধিকাংশই যুগানুগামী, ভালর সংখ্যা কম ॥ ৩৪

আভিজাত্যসদৃশস্বকর্ম্মণা
বর্জ্জিতা অপি ন লজ্জিতা মনাক্।
প্রোজ্ঝিতে হি সুচিরং স্বকর্ম্মণি
মানসাৎ স্বয়মপৈতি তত্ত্রপা ॥ ৩৫

কুলীনদিগের কুলপরম্পরাগত কর্ম্মকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাহারা লজ্জিত হয় না। যেহেতু নিজ সহজ কর্ম্মকে ত্যাগ করিলে, দেহ হইতে লজ্জা সম্পদ্‌কে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাড়াইতে হয় না, সেই লজ্জাদেবী আপনিই চলিয়া যান ॥ ৩৫

ধরামরত্বৈঃ ফলমস্তি কিং বা
সন্ধ্যাদিভির্ব্বা কিমু নিত্যকার্য্যৈঃ।
ক্ব তদ্দ্বিজানাং কুলগৌরবং বা
যেষাং মনো গৌরপদে ন সক্তং ॥ ৩৬

কলিতে বিপ্রত্বের দ্বারায় অথবা সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? আর বিপ্র হইলেও তাঁহার কুলগৌরবই বা কোথায়? যাঁহাদিগের মন শ্রীগৌরাঙ্গ পদে সক্ত নহে। কলির দুরন্ত যবন-

বিপ্লবের সময় একমাত্র হরিনাম-সুধা বর্ষণ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র জগতে তাপিত জনের তাপ নিবারণ ক'রে ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরত্ব পুরস্কারে যদি না মান, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণানুসারে তাঁহার ন্যায় আর দাতা কল্পতরু কে আছে? ভাগবতে বলিয়াছেন "ত এব ভূরিদাতার ইতি" হরিনাম, যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া জগতকে দান করেন, তাঁহার পাদপদ্মে যিনি ভক্তি না করেন, তাঁহার বাহ্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ দ্বিজত্বের গৌরব কোথায়? ॥ ৩৬

কিংপূরুষো ভবতি বংশগুণেন পূজ্যো
বিদ্যাবলাৎ কিমথবা ধনধান্যবত্ত্বাৎ
কিংবা তথানিজগুণাদ্বিধিকর্ম্মভির্বা
গৌরে বিধৌ প্রণয়বান্ স যথৈব লোকে ॥ ৩৭

এই জগতে পুরুষ কি সেইরূপ বংশগুণে অর্থাৎ উচ্চ দ্বিজকুলে জন্ম গ্রহণ দ্বারাই পূজ্য হইতে পারেন? না কি ন্যায় মীমাংসাদি শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা, অথবা বিপুল ধন ধান্যাদি হেতু কিংবা নানা গুণবত্তা হেতু অথবা বিধিপূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পূজ্য হইতে পারেন? কলিতে শ্রীগৌরচন্দ্রে প্রণয়বান্ সেই প্রসিদ্ধ ভক্ত যেমন পূজ্য হইতে পারেন! অর্থাৎ যথার্থ গৌরভক্তের মত কলিতে অন্য কেহ পূজ্য নহেন ॥ ৩৭

ঋজূভবতি ন কচিৎ প্রকৃতজিহ্মমেবাত্র যৎ
সযত্নবিহিতার্জ্জবং ভবতি কিং শ্বপুচ্ছং তথা।
বিনীতিমপি কিং বহেদ্ধরিবহির্ম্মুখঃ কুত্রচিদ্
যদত্র বিধিনাহহিতং তদপি কিং ভবেদন্যথা ॥ ৩৮

স্বভাবতঃ যে বস্তু বক্র, তাহা কি কখনও সরল হয়? যত্ন পূর্ব্বক সরলতা বিধান করিলেও কুক্কুরের পুচ্ছ কি কখন সরল হয়? যাহারা প্রকৃত হরিবহির্ম্মুখ, তাহারা কি কভু বিনয় লাভ করিতে পারে? কখনই নহে। যেহেতু বিধাতা যাহাকে যেরূপ করিয়াছেন, তাহার কি কখন পরিবর্ত্তন ঘটে? ॥ ৩৮

মূঢ়াত্মানো গৃহসুতধনা যাপয়ন্ত্যেব কালং
অন্যেষাং দোষকথনপরা গোপয়িত্বা স্বদোষান্।
গোষ্ঠীকৃত্য প্রতিদিনমমী দূষয়ন্তি প্রকামং
নির্ম্মুক্তাংস্তান্ বিষয়নিরয়াদ্ গৌরভক্তান্ দুরন্তাঃ ॥৩৯

নিজের সহস্র দোষ গোপনে রাখিয়া মূঢ়গণ, গৃহ পুত্র কন্যা প্রভৃতি ধনস্বরূপ যাহাদের, তাহারা অন্যের দোষ কথন তৎপর হইয়া কালহরণ করিয়া থাকে। এই দুরন্ত বিমূঢ়াত্মগণ প্রতিদিন গ্রামের কোন স্থানে দলবদ্ধ হইয়া নিয়তভাবে অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মের মত বিষয়-নরক হইতে এককালে নির্ম্মুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত সেই নিরীহগণের নিন্দা করিয়া থাকে ॥ ৩৯

নিন্দন্তি যে শুদ্ধচরিত্রমেষাং গৌরাঙ্গপাদাব্জজুষাং বিমূঢ়াঃ।
নো যান্তি ভদ্রং কিল লোকমধ্যে চান্তে প্রয়ান্ত্যন্ধতমস্তু
এব ॥ ৪০

যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গ চরণারবিন্দসেবি-ভক্তবৃন্দের বিশুদ্ধ চরিত্রে দোষারোপ করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত দুরন্ত মৎসরিদিগের ইহলোকে মঙ্গল ত হয়ই না, পরন্তু মৃত্যুর পরেও তাহারা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধতামিস্র-নামক নরকে প্রবেশ করে ॥ ৪০

অলং তৈর্বেদাদ্যৈর্দুরধিগমতত্ত্বাত্তিপরুষৈঃ
স্বরত্রৈবিধ্যোচ্চারণবিষমকান্তারসবিধৈঃ।
ভজ প্রেম্না হেম্নাং দ্রবরসনিভোদ্দীপ্তবপুষং
প্রভুং গৌরং রাধাপ্রণয়রসদাতারমনঘং ॥ ৪১

দুর্বোধ তত্ত্বের দ্বারায় অতি কঠোর এবং স্বরের ত্রৈবিধ্য অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই ত্রিবিধ উচ্চারণের দ্বারা বিশেষ দুষ্প্রবেশ তুল্য বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি চেষ্টা করিলে, প্রায়ই পণ্ড-শ্রম মাত্রে পর্য্যবসান দেখা যায়। অতএব এই দুরন্ত কলিতে উত্তপ্ত কনককান্তি মহাপ্রভু, যিনি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কৃষ্ণবিরহ-বিস্ফূর্জ্জিত প্রণয়-রসদাতা এবং স্বয়ং নির্দ্দোষ, তাঁহাকে নিষ্কাম ভাবে ভজিয়া দেখ কত শীঘ্র অভীষ্টপূর্ত্তি ঘটে ॥ ৪১

ন জানাষে মূঢ় স্বরচিতমধঃপাতমপি কিং
তবাত্যন্তধ্বান্ত-প্রতিকলিত-কূপোপমভবে।
প্রদাতুং শ্রীরাধাপ্রণয়-রস-মাধুর্য্যমনঘং
ভজ শ্রীগৌরাঙ্গং বিধৃতনটরঙ্গং কলিযুগে ॥ ৪২

ঘোর অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন সংসাররূপ অন্ধকূপে আপনাকে আপনি পাতিত করিতেছ; কিন্তু এই অধঃপতন একবারও ভাবিয়া দেখিতেছ না ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। অতি পবিত্র শ্রীরাধিকার প্রণয়রসের মাধুর্য্যদান করিতে কলিতে দুর্ব্বল জীবের জন্য অবতীর্ণ হইয়া প্রেমভক্তি কিরূপে যাজন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই স্বয়ং নটক্রীড়াধারী যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর তাঁহাকে ভজনা কর ॥ ৪২

ইয়ং ভার্য্যা দীনাশুপরিণয়যোগ্যা চ তনুজা
তথায়ং মে বালঃ সততমিহ পাল্যো ময়ি মৃতে।
ক্ক যাতা কস্ত্রাতেতিবিষয়কৃশান্বাকুলমনা-
স্ত্রিতাপৈস্তপ্তাঙ্গোঽপি ন ভজসি গৌরাঙ্গচরণং ॥ ৪৩

দিবা রাত্র মিথ্যা ভাবনা করিয়া কালক্ষেপ করিতেছ। এই আমার প্রৌঢ়যুবতী ভার্য্যা আর এই অরক্ষণীয়া কন্যা এবং শিশু সন্তানগুলি আমাকে ব্যতীত আর কিছুই জানে না; ইহাদের আর কেহ নাই, হায় হায়! আমি মরিলে এই ভার্য্যাই বা কাহার দ্বারে যাইবে, এবং এই সুকুমারী কন্যারই বা কে বিবাহ দিবে, এবং এই সুকুমার শিশুগুলিরই বা কে প্রতিপালনের ভার লইবে, ইত্যাদি অনর্থ মমতাকুলচিন্তা দ্বারা এবং বিষয়াগ্নির ভয়ে আকুলমনা ও ত্রিতাপে দগ্ধাঙ্গ হইয়াও তুমি ক্ষণকালের জন্য সেই সর্ব্বতাপহরণকারী শ্রীগৌরাঙ্গচরণ ভজিতেছ না! ॥ ৪৩

কিয়ন্তীং বা তৃপ্তিং ভজসি বদ দৃপ্তিং পরিবহন্
ধিয়া সম্মান্যোঽপি ত্বমিহ রতি-শূন্যো হরিপদে।
ভজন্ পশ্যানম্রো নিখিলজনরাগেণ সহিতং
লভেথাঃ শ্রীগৌরপ্রণয়পথবর্ত্তী কতি সুখং ॥ ৪৪

তুমি এই জগতে ধন বিদ্যা ও সম্মান প্রভৃতি লৌকিক অনিত্য বিষয়ের জন্য মনে গর্ব্ব বহন করিয়া, এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক মান্য হইয়াও হরিচরণে ভক্তিশূন্য থাকিয়া কত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছ, সত্য বল দেখি? আর বিনীত হইয়া অনন্তজনের অমলানুরাগের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে প্রণয়ী হইয়াই বা কত সুখ, একবার ভজিয়া দেখ দেখি! অখণ্ডরূপে আত্মপ্রসাদ লাভ কর কি না ॥ ৪৪

দৃশা দর্শং দর্শং দরদলিতশোণাম্বুজরুচা
প্রভো নেদীয়াংসং স্নপয়সি জনং স্বীয়মিতি বা।
দবীয়াংসং ধন্যং কুরু করুণয়াঽভক্তমপি মাং
বিপক্ষে বা পক্ষে ন সমকরপাতঃ কিমু বিধুঃ॥ ৪৫

হে প্রভো! ঈষদ্বিকসিত কোকনদ কান্তি যে তোমার নয়ন, তদ্দ্বারা নিকটস্থ "অর্থাৎ ভক্ত"দিগকে স্নপিত করিতেছ। কিংবা স্বীয়জন বলিয়াই বা স্নেহার্দ্র দৃষ্টিপাত দ্বারা আপ্যায়িত করিতেছ। কিন্তু আমি দূরে আছি বলিয়া কি কৃপা করিবে না? "আমি অভক্ত" সুতরাং দূরস্থ। তোমার নিকট ভক্তাভক্ত সকলেই সমান। যদি বল কেন! প্রভো! সুধাংশু যখন কিরণ বর্ষণ করেন, তখন কি তিনি পক্ষাপক্ষ ভেদে সে কার্য্য করেন? কখনই নয়!॥ ৪৫

নিমেষোন্মেষাভ্যাং তব খলু দৃশোরদ্ভুততরং
লয়ং নিত্যং যাতি প্রভবতি চ বিশ্বং মুহুরিদং।
ত্বদীয়ং তত্ত্বং ধারয়িতুমনসস্তদ্বিবিষদো
বিতন্বানা ধ্যানং প্রণিহিতধিয়ঃ সন্তি বহুশঃ॥ ৪৬

হে দয়াম্বুধে! এই অনন্ত ত্রিলোকী মধ্যে তোমার সুদুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব-ধারণ করিতে দেব নর ভূজঙ্গ প্রভৃতি কেহই সমর্থ নহেন। যে তোমার নয়নের নিমেষই প্রলয় ও উন্মেষই সৃষ্টি বা বিশ্ব প্রকাশ বলিয়া তত্ত্ববেত্তৃগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়। হে কুক্ষিস্থ জগদাধার! তোমার এবম্প্রকার গুণ ভেদ দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করণের নিদান ও কৌশল বুঝিতে না পারিয়া কত শত দেবগণ চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক প্রণিধানের সহিত সেই তত্ত্ব নিয়ত ধ্যান করিতেছেন॥ ৪৬

অতীন্দ্রিয়ং তত্ত্বমতন্দ্রিতৈস্তব
ত্রিলোচনাদ্যৈ র্বিধিবদ্বিভাব্যতে।
গতং তদস্মাভিরবেদ্যতাং পুন-
র্নিরূপ্যতামজ্ঞতরৈঃ কথং বিভো॥ ৪৭

হে বিভো! তোমার যে তত্ত্ব ত্রিলোচন প্রভৃতি ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিধি-পূর্ব্বক সাবধানে অজ্ঞানতার অতীত হইয়া নিরন্তর চিন্তিত হইতেছে, সেই অবেদ্যতত্ত্ব, মোহগ্রস্ত-অজ্ঞচূড়ামণি যে আমরা, আমাদিগকর্ত্তৃক কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে? ॥ ৪৬

শরীরমেতদ্বত তুভ্যমর্পিতং
করোতি লোকঃ কিমিদং ব্যবস্থিতং।
সমর্পিতেঽপ্যত্র ন তেঽর্পিতং ভবেৎ
সতি ত্বদঙ্গপ্রভবস্য মোঘতা॥ ৪৮

হে বিভো! বলি প্রভৃতি সর্ব্বস্বদানে এই দেহ পর্য্যন্ত তোমার উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন, কিন্তু এ কিরূপ ব্যবস্থা! নিজ সত্ত্ব ত্যাগ করাই যদি দান হয়, এবং এই শরীর যদি আমরই না হয় তবে তোমার উদ্দেশ্যে কিরূপে দত্ত হইতে পারে? আর যদি শরীর আমারই বস্তু হয়, তবে তোমা হইতে এ দেহের উৎপত্তির অসিদ্ধতা-নিবন্ধন সর্ব্বথা সে প্রসিদ্ধির বৈয়র্থাপত্তি হউক॥ ৪৭

নিগূঢ়ং চেত্তত্ত্বং শিববিধিভিরিত্থং ন বিদিতং
কথঙ্কারং বচ্মি প্রভুবর তবাহং মলিনধীঃ।

বুধঃ কো বা শক্তো বিষয়মদমত্তঃ কথয়িতুং
স জানীতে ভক্তঃ কথমপি বিরক্তঃ পরমিতঃ ॥ ৪৯

হে বিভো! অনির্ব্বচনীয় তোমার সেই প্রসিদ্ধ তত্ত্ব যদি শুদ্ধচিত্ত শিবব্রহ্মাদি কর্তৃকও অবিদিত হয়, তবে মলিনচিত্ত হইয়া আমি কিরূপে তাহা বলিব? কেবল আমি কেন! জ্ঞানি পণ্ডিতই বা এমন কে আছেন, যিনি বিষয়-মদে মত্ত হইয়া তোমার তত্ত্ব বলিতে সমর্থ? কেহই শক্ত নহেন। তবে এক মাত্র বিষয় বিনির্মুক্তচিত্ত অর্থাৎ এই বিষয় হ'তে একান্ত বিরক্ত. তোমার ভক্তই কেবল কষ্ট কল্পনায় কোন রূপে কিছু জানিতে পারেন মাত্র ॥ ৪৮

দৃশা নেদীয়াংসং নিখিলনিজভক্তং স্নপয়সি
দ্রুতং দূরস্থং মাং করুণ-রসবত্যা স্নপয় চ।
দিশং পূর্ব্বামুদ্ভাসয়তি বিধুরুদ্যন্ প্রথমত-
স্ততঃ কিং দূরস্থাং নহি কুমুদিনীং স্নেহয়তি সঃ ॥ ৫০

হে প্রভো! করুণ-রসার্দ্র তোমার যে নয়ন, তুমি তদ্দ্বারা সমস্ত সবিধস্থ নিজ ভক্তকে স্নান করাইতেছ। তদ্দর্শনে আমার ত্রিতাপ-দগ্ধ চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে; অতএব শীঘ্র দূরস্থ হইলেও আমাকে স্নেহ-লিপ্ত করুণার্দ্র দৃষ্টিপাত দ্বারা স্নান করাও। যদি বল যে, তুমি দূরে আছ কিরূপে তাহা সম্ভবে? হে প্রভো! কুমুদবান্ধব প্রথমোদয় মাত্র পূর্ব্বদিগ্বধূর মুখ নিজ স্নিগ্ধকর দ্বারা প্রোদ্ভাসিত করেন ইহা সত্য, কিন্তু অব্যবহিত পরেই কি তিনি দুই লক্ষ যোজন দূরস্থা কুমুদিনীকে স্নেহিত করেন না? ॥৪৯

যত্রাপি নন্দনবনং নরকায়তে সা
ভাতি স্বয়ং ব্রজবিধো র্মধুরোজ্জ্বলাঢ্যা।
লীলাখ্যকল্পলতিকা-ভজন-প্রসূনে
হৃন্মে কদা ভ্রমরবিভ্রমতামুপৈতি ॥ ৫১

যে স্থানে সুরপতির নন্দন কাননও নরকবৎ প্রতিভাত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের মধুর উজ্জ্বল রস সম্পত্তি দ্বারা স্বয়ং দেদীপ্যমানা এবং কল্পলতিকা-স্বরূপ যে ব্রজলীলা সেই লীলালতিকার যে ভক্তি কুসুম, তাহাতে আমার হৃদয় কবে ভ্রামরী বৃত্তি লাভ করিবে ? ॥ ৫০

তিষ্ঠতু নন্দনবসতি স্থূৎকৃত্যাঽসৌ নিরাকৃতা দূরে।
শ্যামামৃতরসপানং তদ্গোপীষ্টং মদিষ্টং স্যাৎ ॥ ৫২

সৎকর্ম্ম-লভ্য যে স্বর্গবাস তাহা দূরে থাকুক, আমি থুৎকারসহ অর্থাৎ সমতিশয় ঘৃণাপূর্ব্বক তাহার নিরাকরণ করিয়াছি। আমার জন্ম জন্ম সেই ব্রজগোপীগণের চিরাভীষ্ট শ্যামসুন্দরের লাবণ্যামৃত রস পান, তাহাই আমি করিতে চাই—গোপীরা যে শ্যামামৃত পান করেন, এবং সেই কালে তাঁহাদের হস্ত ও মুখ হইতে পতিত যে গণ্ডূষ, তাহাই আমার ইষ্ট পান হউক ॥ ৫১

সুকর্ম্মলভ্যং পদমৈন্দ্রমুচ্চকৈ-
র্ন দুর্ল্লভং বান্যপদং কলৌ তথা।
অকৈতবপ্রেমরসানুশীলনাৎ
শচীসুতস্যেহ পদং সুলভ্যতাং ॥ ৫৩

যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা উচ্চ ইন্দ্র পদাদি দুর্ল্লভ নহে। অথবা কর্ম্ম যোগ

দ্বারা সাম্রাজ্যাদি লাভও দুর্ল্লভ নহে। এ সকল পদে বিমলানন্দ নাই। অতএব এই দুরন্ত কলিতে অকপট প্রেমভক্তির অনুশীলন দ্বারা শচী-নন্দনের পদ সুন্দররূপে লাভ কর ॥ ৫৩

নিসর্গশৈত্যোল্লসিতো গুণস্তে
তথাচ গাম্ভীর্য্যমনন্যনিষ্ঠং।
ত্বয়ি স্থিতং গূঢ়মগাধতেজঃ
পয়োনিধেঃ পিত্তমিবাভিবচ্মি ॥ ৫৪

হে প্রভো! স্বাভাবিক শীতলতার মাধুরী দ্বারা পরিস্ফুরিত তোমার গুণরাজি, আবার গাম্ভীর্য্যও এতাদৃশ অন্য কাহাতেই দেখা যায় না। কেবল যে ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতির মাধুর্য্যই দেখি তাহা নহে। আমি বলি হে গুণনিধে! তোমাতে এমন একটি দুষ্টদমনকারী গূঢ় তেজ আছে, যাহা জলনিধিতে অগ্নিত্ত অর্থাৎ বড়বাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৫৪

রতিপ্রভাভাস্বরভক্তিরূর্জ্জিতা
হরেঃ সুভক্তৈরনুসেবিতা সকৃৎ।
পরার্দ্ধ্যসন্তোষপরম্পরোত্থিত-
মখণ্ডমানন্দমলং তনোতি সা ॥ ৫৫

বিমল অনুরাগের দীপ্তি দ্বারা সন্দীপিত এবং নিজেও আপন প্রভায় আপনই দেদীপ্যমানা সেই হরি সম্বন্ধিনী ভক্তি, তাহা একবার নিজ ভক্ত কর্ত্তৃক পরিসেবিতা হ'লে অনন্ত সন্তুষ্টি পরম্পরা সঞ্জাত অনবচ্ছিন্ন আনন্দ অত্যর্থ বিস্তৃত করে ॥ ৫৫

সদাম্ভোজদ্বেষ্টা বিধুরিতি কথা লোকবিদিতা
ময়া তদ্বৈরিত্বং বত চরিতমিত্থং কথমহো।
ইদানীং তদ্‌বুদ্ধা ননু বিদিতভব্যেন মনসা
হরেঃ পাদাব্জে কিং স্ফুরতি স সুধাংশুর্নখরুচা॥ ৫৬

"আমি পদ্মের শত্রু" একথাটি জগৎ-প্রসিদ্ধ। হায়! আমি এমন শত্রুতা পদ্মের সহিত কেন করিলাম! অধুনা ভবিষ্যতের অনিষ্ট বুঝিয়াই "অর্থাৎ কৃষ্ণ নিজ চরণকে পদ্ম করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন", পদ্মের সহিত যদি বিবাদ রাখি, তাহা হইলে হরির পাদপদ্মে আমি বঞ্চিত হই—তাই বুঝি, বিদিত মঙ্গল মনোদ্বারা আত্মহিত চিন্তা করিয়াই চন্দ্র হরিপাদপদ্মে নখকান্তিরূপে স্ফুরিত হইতেছেন। অর্থাৎ সেই দোষ মোচনের জন্যই বা হরির চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। ৫৬

রতিসরসমনোনিবেশনেন
ভজ ভজ গৌরহরিং পুমর্থকোটিং।
ভৃশবিষমভয়ান্বিতং সখেদং
সপদি জহীহি বিশেষতঃ কুসঙ্গং॥ ৫৭

পরম পুরুষার্থের অগ্রসীমা সেই শ্রীশচীনন্দনকে তুমি সানুরাগ হৃদয়ের অভিনিবেশ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভজ, এবং সহসা পরিণাম ভয়াবহ অভক্ত-দিগের সঙ্গ খেদের সহিত ত্যাগ কর॥ ৫৭

অবিরতগলদশ্রুনির্ভরোন্নং
হিমমথিতাব্জমিব শ্রিয়া বিহীনং।

অরুণনয়নয়োর্দ্বয়ং দধানং
ভজ ভজ গৌরহরিং বিতীর্ণভক্তিং ॥ ৫৮

অবিরত অশ্রু দ্বারা আর্দ্রীভূত সুতরাং হিম-পীড়িত অম্বুজবৎ মলিনতা প্রাপ্ত, এমন অরুণ বর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ধারী এবং নিজ ভক্তিরত্ন বিতরণকারী প্রভুবর গৌরসুন্দরকে পুনঃ পুনঃ ভজ ॥ ৫৮

পূতনয়া বকবৎসশলানাং দন্তবিমর্দ্দাভ্যস্তশরীরং।
ধৃত্বা কৃপয়সি সজ্জনসঙ্ঘং কিন্তে স্তোত্রং বদ রচয়েয়ং ॥৫৯

হে প্রভো! মাতৃ ক্রোড়াশ্রিত শৈশব হইতে আরম্ভ ক'রে পূতনাদি 'ভূমিকণ্টক উদ্ধরণোচিত দেহ ধারণ করিয়া সাধুদিগকে কৃপান্বিত কর, অতএব অণিমাদি যাঁহার চরণের দাসীর দাসী সেই তোমার আমি বাক্য দ্বারা কি স্তুতিগান করিব বল! ॥ ৫৯

প্রভিন্নানাং কামং প্রতিজনহৃদাকাশতমসাং
নিরাকর্ত্তূ রাধাপ্রণয়কুমুদেন্দোর্দ্যুতিমতঃ।
কদা তা গৌরস্য স্বমধুরিমপীযূষদমনীঃ
কথাঃ শ্রাবং শ্রাবং জনুরিহ কৃতার্থং ভবতি নঃ ॥ ৬০

কলি-প্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়াকাশে প্রকাশিত ঘোর পাপান্ধকার, তাহার নিরাকরণ-কর্ত্তা, স্বপ্রকাশ যে, শ্রীরাধিকাপ্রণয়রূপ কুমুদের চন্দ্র স্বরূপ, শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের সেই ত্রিভুবন পাবনী, যে কথা যাহা নিজ মাধুর্য্যের দ্বারায় অমৃতের উন্মাদিনী শক্তিকেও দমিত করে, তাহা পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধমানানুরাগ হইয়া শুনে শুনে আমাদের দুর্ল্লভ নৃজন্ম কবে কৃতার্থ হইবে! ॥ ৬০

হরেঃ সল্লীলাবল্ললিতললিতোদারমধুরং
রসং সান্দ্রানন্দপ্রভবমবিগাহ্যং কুহনয়া।
কদা পায়ং পায়ং শ্রবণচুলুকাভ্যামনুদিনং
তদা স্বাদোন্মত্তঃ কিমিব সুখমাপ্স্যামি বিমলং ॥ ৬১

হায়! কবে আমি কল্পনাতীত ও নিবিড় আনন্দপ্রস্রবণ, লালিত্যগুণ সহিত বিদ্যমান অত্যুদার এমন যে হরিলীলা বিশিষ্ট উজ্জ্বল রস, তাহা শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা পুনঃ পুনঃ পান ক'রে তাহার আস্বাদন দ্বারা পাগলের মত হইয়া কোন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় বিমল আনন্দ পাইব? এমন ভাগ্য আমার কবে হ'বে? ॥ ৬১

অলং মান্যত্বেন শ্রুতিপথসমুদ্দিষ্টবচসাং
বষট্স্বাহাকারপ্রকটিতমহিম্নাং বিধিবতাং।
সুধাস্বাদূৎকর্ষং তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরসং
কদা পায়ং পায়ং স্যামলপুলকাঞ্চিততনুঃ ॥ ৬২

শ্রুতিকথিত বিধি বাক্য "অশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি স্বর্গপ্রতিপাদক বিধিবাক্যের সম্মান করিতে চাহি না। সুধার আস্বাদ মহিমাকে নিত্যই খর্ব্ব করিতেছে যে তুমুল হরি-সংকীর্ত্তন-জাত মধুর রস,—আহা! কবে সেই রস শ্রবণাঞ্জলিপুটদ্বারা মুহুর্মুহুঃ পান ক'রে স্তম্ভস্বেদাদি দ্বারা ব্যাপ্তাঙ্গ হইব। অর্থাৎ প্রেমানন্দ দ্বারা বিমল সুখানুভব করিয়া কবে আমি কৃতার্থ হইব. স্বাহা স্বধা মন্ত্রাদি প্রতিপাদ্য স্বার্থপর কামিদিগের অভীষ্ট স্বর্গাদি আমি চাহি না ॥ ৬২

ধ্বানৈর্যদা ব্যাপ্তমিদং বতাসীদ্
গৃহং নরাণাং হরিকীর্ত্তনোত্থৈঃ।
তদাহমাসং ক্ব পুনর্ন জানে
গৌরো যদাসৌ ভুবি সংস্থিতোঽভূৎ॥ ৬৩

হায়! যখন ভক্তবৃন্দসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরি-সঙ্কীর্ত্তনের পবিত্র ধ্বনি দ্বারা প্রত্যেক গৃহ ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং শ্রীগৌরচন্দ্র যখন পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন জানি না আমি এই পৃথিবীতে কি কোথায় ছিলাম॥ ৬৩

রজঃকণানামথ জঙ্গমানাং
বভূব কিং কশ্চিদহং তদানীং
অসৌ যদা দীনদয়ার্দ্রচিত্ত
আবির্ব্বভূব প্রভুগৌরচন্দ্রঃ॥ ৬৪

যে সময়ে আমার দীননাথ প্রভু গৌরচন্দ্র অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আহা! তখন আমি কুক্কুর বা শৃগাল বা যে কোন প্রাণীর মধ্যে অথবা নবদ্বীপ কিংবা প্রভুর স্বচরণ-চারণ পবিত্র কোন ক্ষেত্রে ধূলিকণ হইয়াছিলাম কি?॥ ৬৪

চেজ্জঙ্গমেষু প্রভবস্তদানীং
বভূব মে সম্প্রতি তর্কয়ামি।
সাফল্যমক্ষোরথ কিং ময়াপ্তং
মহাপ্রভোর্বিগ্রহদর্শনেন॥ ৬৫

হায়! যদি তৎকালে কোন জঙ্গমাদির মধ্যেই আমার জন্ম হইয়াছিল এমন হয়, সম্প্রতি এই প্রকার মনে তর্ক করিতেছি যে, আহা, প্রভুর সেই পুরট সুন্দর বিগ্রহ দর্শন ক'রে আমি কি নয়নের সাফল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম! ৬৫

বিম্বোজ্জ্বলশ্রীভিদুরাধরৌষ্ঠ-
প্রোদ্ভিন্নহাস্যামৃতলেশভাজঃ।
গৌরস্য নাসন্ ভুবি যে বসন্ত-
স্তেষাং বৃথা জন্ম নরাধমানাং ॥৬৬

এই পৃথিবীতে থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা সেই গৌরের পক্কবিম্ব ফলের কান্তিকে প্রকাশ করিতেছে, এতাদৃশ অধরোষ্ঠ হইতে উদ্ভিন্ন যে হাস্যামৃত, তাহার লেশভাগী হইতে পারেন নাই, তাঁহারা নরাধম ও তাঁহাদের নর-জন্ম ধারণই বৃথা॥ ৬৬

জাতোঽপি যোঽত্র প্রভুগৌরচন্দ্রং
দদর্শ নান্ধত্বমগাদ্ ধ্রুবং সঃ।
ধিগ্জন্ম তস্য প্রথমং নরেষু
নরাধমোঽসৌ পশুবদ্ধরণ্যাং ॥ ৬৭

তৎকালে এই পৃথিবীতে জন্মাইয়াও যিনি প্রভু গৌরচন্দ্রকে চক্ষে দেখেন নাই, প্রথমতঃ মনুষ্য মধ্যে তাঁহার জন্মগ্রহণই বৃথা; যেহেতু তিনি অন্ধপ্রায় এবং এই ধরণীতে দ্বিপদ পশুপ্রায় বলিয়াই তাহাকে জানিতে হইবে। ৬৭

লাভো যতঃ স্যাৎ পুরুষার্থকোটে-
স্তদেব চেন্নাপিথ পাদপদ্মং।
গৌরস্য মে মানসভৃঙ্গরাজ
ব্যর্থং তদাভূজ্জননং কলৌ তে॥ ৬৮

হে আমার মানস ভৃঙ্গরাজ! কলিতে যদ্দ্বারা পুরুষার্থ কোটির লাভ হয়, যদি তুমি শ্রীগৌরচন্দ্রের সেই পাদপদ্ম না পাইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার জন্ম বৃথা হইয়াছে॥ ৬৮

যদ্দর্শনাদ্ যৎ স্মরণান্নরাণাং
যৎ স্পর্শনাদশ্মময়ং শরীরং।
গুণপ্রবাহপ্রতিঘাতমাপ্তং
সদ্যো ভবেৎ প্রেমময়ং পবিত্রং॥ ৬৯

সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত দ্বারা কাঠিন্যপ্রাপ্ত সুতরাং পাষাণ স্বরূপ মনুষ্যগণের শরীর, যাঁহার দর্শন স্মরণ ও স্পর্শাদি দ্বারা তৎক্ষণাৎ পবিত্র প্রেমময় হয়, তাঁহাকে ভজ॥ ৬৯

ধন্যং নবদ্বীপভবাখিলানাং
বর্ব্বর্ত্তিসর্ব্বোপরি জন্ম তেষাং
স্পষ্টং হি যেষাং প্রভুরক্ষিসাক্ষী
শ্রীগৌর আসীদ্বদ তৎসমঃ কঃ॥ ৭০

শ্রীনবদ্বীপজাত পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ তৃণাদি নর পর্য্যন্ত সকলের জন্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং তাঁহার পদরজঃ

যাহারা পাইয়াছে, তাহাদের জন্ম সকলের উপর সগৌরবে বিদ্যমান এবং তাহাদের মত ভাগ্যবান্ আর এ জগতে কেই বা আছে? কে বলিবে বল ॥ ৭০

ক্বাসি প্রভো হা মম গৌরচন্দ্র
স্বান্তং বতাহশান্তমিদং ত্বদর্থং।
ত্বদঙ্ঘ্রি সম্পর্কমৃতে ধরণ্যাং
স্থাতুন্ন বাঞ্ছা ক্ষণমাত্রমেব ॥ ৭১

হা প্রভো গৌরাঙ্গচন্দ্র! তুমি কোথায় রহিয়াছ? এই দিদৃক্ষাময় চিত্ত আমার তোমার নিমিত্ত বড়ই অস্থির হইয়াছে। হে প্রভো! তোমার শ্রীচরণপদ্মের সম্পর্কহীন ধরণীতলে আর মুহূর্তকালও বাস করিতে বাঞ্ছা হয় না॥ ৭১

হা জীবনং মে প্রভুগৌরচন্দ্র
ত্বয়া বিনা শূন্যমিদং সমস্তং।
জগন্নিতান্তং প্রতিভাতি নিত্যং
দেহং যথাবর্জ্জিতমাত্মনাদঃ ॥ ৭২

হা আমার প্রাণবল্লভ গৌরচন্দ্র! তোমার বিরহে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ যেন শূন্য হইয়া নিতান্তই জড়বৎ প্রতিভাত হইতেছে। অর্থাৎ আত্মার অভাবে এই দেহ যেরূপ হয়, তদ্রূপই প্রতীতি হইতেছে। তোমা ব্যতীত সমস্ত বিশ্ব বহু ভোগ বিলাসের আকর হইয়াও নিতান্ত অসার ॥ ৭২

অহং তদা চেত্তৃণগুল্মমধ্যে
জাতোঽপি তৎ পাদসরোজরেণুং
সমাসদাদ প্রসভং তদাভূ-
ল্লাভো মদীয়ঃ পুরুষার্থকোটেঃ ॥ ৭৩

হায়! যদি আমি তৎকালে তৃণগুল্ম মধ্যেও জন্মিয়া শ্রীশচীনন্দনের পাদপদ্মের ধূলিপ্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাগা হইলে আমার পরম পুরুষার্থ লাভের চরম সীমা ঘটিয়াছে ॥ ৭৩

স্থাণুর্লতা বাথ তরুর্নরো বা
সচেতনো বাথ জড়োঽস্তু কশ্চিৎ।
আসন্ নবদ্বীপভবা য অন্যে
তেষাং জনুঃ প্রাপ পুমর্থকোটিং ॥ ৭৪

শাখাদিশূন্য শুষ্কতরু অথবা বৃক্ষলতা প্রভৃতি চেতন অচেতন যে কেহ থাকুক, তৎকালে শ্রীনবদ্বীপজাত যে কেহ হউক, তাহাদের উৎপত্তি পুরুষার্থ কোটি প্রাপ্ত হইয়াছে ইহাতে কিছুই সংশয় নাই ॥ ৭৪

গৃহং গৃহং কীর্ত্তনরঙ্গনাদৈঃ
প্রত্যেকমঙ্গং প্রলয়ান্তভাবৈঃ।
ব্যাপ্তং যদাভূৎ ক্ব তদাহমাসং
বক্তুং হি শক্তো ভুবি কোঽস্তি যোঽসৌ ॥ ৭৪

হরি-সঙ্কীর্ত্তন জনিত আনন্দময় কোলাহল দ্বারা যখন প্রতি গৃহে প্রত্যেক দেহ স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চাদি প্রলয়ান্ত সাত্ত্বিক বিকার যুক্ত হইয়াছিল,

তখন আমি কোথায় ছিলাম, একথা যিনি বলিতে পারেন, এমন কেহ পৃথিবীতে আছেন কি ? ॥ ৭৫

শরীরমেতচ্ছতবিঘ্নসঙ্কুলং
অবশ্যচিন্ত্যং ধ্রুবমাশু গত্বরং
বিবিচ্য সদ্ভিঃ কুরু সঙ্গমং ততো
নিরাময়ং গৌরপদাম্বুজং ভজ ॥ ৭৫

এই দেহ কত শত বিঘ্নসঙ্কুল, ইহা নিতান্ত অস্থির ও ভঙ্গুর, একথা অবশ্য চিন্তনীয়। অতএব বিবেচনা সহকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া তদনন্তর সাধুসঙ্গ কর এবং সর্ব্বরোগহর গৌরপদাম্বুজ ভজ ॥ ৭৬

অহোজনু দুর্ল্লভমেব লব্ধং
তদস্য কিং কার্য্যমতঃপরং স্যাৎ।
বিলাসপূর্ত্ত্যা কিমু ভক্তিযোগৈ-
র্যদস্য যোগ্যং কুরু শীঘ্রমেব ॥ ৭৬

এই দুর্ল্লভ নরজন্ম তুমি লাভ করিয়াছ ; কিন্তু বিলাস পূরণ দ্বারা কিংবা ভক্তিযোগ দ্বারা কোনটীর দ্বারায় এ দেহের অবশ্য-করণীয় ব্যাপার পরিসাধিত হইতে পারে, তাহা নিজে বিবেচনা পূর্ব্বক সত্বর অনুষ্ঠান কর। তুমি না করিলে তোমার কার্য্য আর কে করিবে ? তুমি নিজের বন্ধু নিজেই, আবার নিজের শত্রুও সেইরূপ নিজেই জানিও ॥ ৭৭

জনুর্যদাপ্তং ভুবি মানুষং ত্বয়া
সমাহিতং তস্য কিমু প্রয়োজনং

ন ভোগতঃ সিদ্ধমিদং ভবেৎ পুন-
র্বিনা হরেঃ প্রেমরসানুশীলনাৎ ॥ ৭৭

পৃথিবীতে তুমি যে নরদেহ গ্রহণ করিয়াছ, তাহা গ্রহণের প্রয়োজন সাধন কি করিলে ? কেবল ভোগ দ্বারা এ দেহের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণপ্রেমানুষ্ঠান ব্যতীত কোন সাধনের দ্বারাই ইহার সম্যক্ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না ॥ ৭৭

অতীন্দ্রিয়-প্রেমনিধেঃ প্রসেদুষঃ
প্রসাদলেশৈরনুকম্পিতা ন যে।
নরোঽপি তে হন্ত পশুত্বমাগতা-
শ্চরন্তি কামং ভুবি কামকিঙ্করাঃ ॥ ৭৮

ইন্দ্রিয়বোধের অতীত যে অকৈতব ও নিরভিসন্ধি-বিশিষ্ট শ্রীরাধা-প্রেম, তাহার বসতিস্বরূপ, এবং নিরন্তর বাহ্যাভ্যন্তর প্রসাদবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রের একটু ভাল বাসার অংশী, যাঁহারা হইতে পারেন নাই, তাঁহারাই এই পৃথিবীতে কামকিঙ্কর অর্থাৎ নররূপধারী পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭৮

যত্রাত্মকায়ে ধরতি স্বশক্ত্যা
জগৎপ্রভুর্গৌরহরির্যুগান্তে।
মমুর্ন তত্রাস্য বিচিত্রমেতৎ
প্রেমাণি রাধাপ্রণয়োদ্ভবানি ॥ ৭৯

মহাপ্রলয়ে প্রভু শ্রীগৌরহরি নিজের যে শরীরে আপন শক্তি দ্বারা জগৎ সমস্ত ধারণ করেন, প্রভুর সেই দেহে শ্রীরাধিকার প্রণয়-সম্ভব নিরভিসন্ধি প্রেম পরিমিত হয় নাই অর্থাৎ উচ্ছলিত হইয়া বাহির হ'য়ে জগৎকে সংপ্লাবিত করিয়াছিল ইহাই বড় আশ্চর্য্য ॥ ৭৯

সত্ত্বোদ্রেকাৎ পুলকনিবহৈরুদ্ধসম্পূর্ণকায়ো
বাষ্পক্ষোভাদ্বিগলিতপদব্যাপ্তসংকুণ্ঠকণ্ঠঃ।
স্তম্ভস্বেদব্যতিকরমহাভাবসম্ভিন্নচিত্তঃ
কোয়ং মত্তো লুঠতি ধরণীং কীর্ত্তনানন্দরঙ্গঃ ॥ ৮০

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হওয়ায়, সমস্ত দেহে কদম্ব-কুসুমাকার লোমাবলী রুদ্ধ হইয়াছে, বাষ্পক্ষোভ হেতু বাক্য, স্খলিত পদ পর্য্যায় দ্বারা, অর্থাৎ "রাধা" এই শব্দ উচ্চারণের সময় রা রা ইত্যাদি-গ্রস্ত পদ দ্বারা ব্যাপ্ত কুণ্ঠাযুক্ত কণ্ঠ, এবং স্তম্ভ স্বেদাদি সত্ত্বগুণ চিহ্ন সম্পর্কযুক্ত মহাভাব দ্বারা প্রকাশমান হৃদয় এই যুবা কীর্ত্তনাহ্লাদে আসক্ত হ'য়ে অবনীতে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন, ইনি কে? ॥ ৮০

ক্বচিৎ স্তব্ধীভূতা তনুরতনুভক্তিপ্রমুদিতা
ক্বচিৎ কম্পস্তত্র ক্বচিদপি চ রোমাঞ্চনিবহঃ।
ক্বচিদ্ভাবোল্লাসব্যভিচরিতনানারসভরো
যুবা কোয়ং মত্তো ধৃতনিখিলসত্ত্বো বিলসতি ॥ ৮১

বিপুল ভক্তিদ্বারা প্রমুদিত দেহ কখন স্তম্ভবিশিষ্ট, কখন কম্প, কখন ঝম্প, কখন রোমাঞ্চসমূহ, কখন বা ভাবের উল্লাসদ্বারা হাস্য রোদন

প্রভৃতি যুগপৎ রসসমূহের ব্যভিচারিভাবদ্বারা আক্রান্ত—অতএব প্রেমোন্মত্ত সমস্ত সত্ত্বচিহ্নধারী এই যুবা কে, বিলাস করিতেছেন ॥ ৮১

অহো যদি সুদুর্ল্লভাঃ করতলেঽষ্টধাঽভ্যাগতা
ভবন্তি খলু সিদ্ধয়স্ত্বরিতমদ্ভুতাস্তাঃ স্বয়ং।
তথেন্দ্রপদলাভতঃ সপদি সম্ভবেদুচ্চকৈঃ
পদং ন মম মানসং চলতু গৌরচন্দ্রাৎ ক্ষণং ॥ ৮২

যাহা অত্যদ্ভুত ও অত্যন্ত দুর্ল্লভ যদি সেই প্রসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি সকল স্বয়ং আমার হস্তগত হয়, এবং সেইরূপ ইন্দ্রপদপ্রাপ্তি হইতেও যদি কোন উচ্চতর পদ আমার ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলেও আমার মন যেন শ্রীশচীদুলালের পাদপদ্ম হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত না হয় ॥ ৮২

শতং ভবতু কল্মষং নিরয়নায়কং দুঃসহং
বদন্তু শপথাকুলং শতসুদুর্ব্বচঃ সূচকাঃ।
চরন্তু বিকৃতাত্মনা মম সুতাদয়ঃ পৈশুনং
মনাক্ তদপি মন্মনঃ প্রভুপদাৎ পদং নো চলেৎ ॥ ৮৩

দুঃসহ নরকপ্রাপক পাপ হয় হউক না, খলগণ সহস্র কটূক্তির সহিত নিন্দাসহ দুর্ব্বাক্য বলে বলুক না; ক্রোধভরে আমার পুত্রাদি ও জ্ঞাতিগণ খলতা করে, করুক না, কিন্তু তাহা হইলেও প্রভুপদ হইতে আমার চিত্ত যেন একপদও বিচলিত না হয় ॥ ৮৩

ভবন্ প্রসন্নো যদি দৈবমূর্জ্জিতং
পদং প্রদাতুং স্বয়মেত্য শঙ্করঃ।

বদেদ্ গৃহাণাশু তথাপি মন্মনঃ
প্রভোঃ পদান্নৈব পদান্তরং চলেৎ ॥ ৮৪

যদি শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া আমাকে কোন উর্জ্জিত দৈবপদ দিবার স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলেন যে, 'এই ইন্দ্রপদ বা ব্রহ্মপদ লও,' তাহা হইলেও আমার মন কখন যেন প্রভুপদ হইতে পদান্তরেচ্ছু না হয় ॥ ৮৪

ন কাময়েঽহং দিবিষন্নগর্য্যাং
বাসং কদাচিৎ কিমুতাত্র হর্ম্ম্যে।
যথা তথা মে স্থিতিরস্তু কামং
অস্তু স্থিরং মানসমত্র গৌরে ॥ ৮৫

আমি যখন পুরন্দরনগরীপ্রভৃতিতে বাস করিতে চাহি না, তখন এই পৃথিবীতে উচ্চ প্রাসাদে ত নয়ই—যাহা হউক, যেখানে সেখানেই থাকি, শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যেন আমার চিত্ত স্থিরতা লাভ করতঃ বাস করে,—এই প্রার্থনা ॥ ৮৫

সুতাদিভিঃ কিং মম কার্য্যমস্তি তৈ-
র্ভবন্তি যে গৌরবহির্মুখাঃ সদা।
পরন্তু তে গৌরপদাব্জসেবিনো
ভবন্তু মে ভ্রাতৃসুতাদয়শ্চিরং ॥ ৮৬

এই পৃথিবীতে যদি ভ্রাতা ভগিনী পুত্রকন্যা কিংবা পিতা মাতা ইঁহারা গৌরাঙ্গদ্বেষী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের লইয়া আমার কায কি? এবং

তাঁহারা আমার আত্মীয়ও নহেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম-সেবি সাধু-চরিত্র ভক্তবৃন্দই ইহলোকে চিরদিনের জন্য আমার ভ্রাতৃসুতাদি হউন॥ ৮৬

রসজ্ঞা নিন্দায়াং সপদি নিপুণানাং কলিভুবাং
কলে র্দোষজ্ঞানাং প্রসরতু তদা কা ক্ষতিরিহ।
শতং তদ্দোষাঃ সন্ত্বপগতসুসৌভাগ্যনিচয়ে
মদীয়ং সদ্‌গৌরে তদপি চ কলাবস্তু জননং॥ ৮৭

কলিজাত, অতএব নিন্দাতে নিপুণ দোষজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞগণের রসনা সহসা কলির বহুতর দোষকথনে প্রসৃতা হউক। তাহাতে কি ক্ষতি! ইহজগতে কলির সহস্রকোটি দোষ থাকুক, তদ্দ্বারাই বা ক্ষতি কি? অথবা নিখিল সৌভাগ্যের ব্যপগমন হয় যদি, তাহা হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের বিদ্যমানতাবিশিষ্ট কলিতে আমার জন্ম হউক। "অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌররায়, কোন কোন ভাগ্যবান্ এ দেখিবারে পায়" এইহেতু সদ্‌গৌরে কলির বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে॥ ৮৭

প্রার্থয়েঽহং কলৌ জন্ম প্রভু গৌরহরির্যদি।
স্বয়মাবির্ভবেত্তত্র জীবানাং ভক্তিবৃদ্ধয়ে॥ ৮৮

জীবের কঠিন হৃদয়ে ভক্তিবীজ বর্দ্ধনের জন্য যদি প্রভু গৌরহরি স্বয়ং তথায় জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি সেই কলিতে জন্মাইতে ইচ্ছা করি॥ ৮৮

গৃহে বসন্তং সুচিরং শৃগালা
মেষং যথাকৃষ্য বনে নয়ন্তি।

তথাঽন্ধতামিস্রমলং সুতাদ্যা
নয়ন্তি কর্ত্তারমিতো গৃহাদ্দ্রাক্ ॥ ৮৯

গৃহস্থিত মেষকে আকর্ষণ করিয়া যেমন চিরদিনের জন্য বনে লইয়া গিয়া শৃগালগণ তাহার ভীষণ পরিণাম প্রদর্শন করে, তেমনি গৃহাসক্ত গৃহপতিকে পুত্রাদি সকলে অন্ধতামিস্র নামক ঘোর নরকে লইয়া গিয়া পাতিত করে। ৮৯

কলৌ শতসহস্রধা ভবতু কিল্বিষং তেন কিং
যুগানুগতদুর্গতির্যদিভবেত্তদা কিং ভয়ং।
নয়েন পরিবর্জ্জিতং কুপথগামি চ ক্বাপি বা
তথাপি মম মানসং চলতু ন প্রভোঃ পাদয়োঃ ॥ ৯০

কলিতে শতসহস্র প্রকার পাপ থাকুক, তদ্দ্বারা আমার কি? যুগানুগত দুর্গতি যদি হয়, তাহাতেই বা কি যায় আসে? নীতিবর্জ্জিত হইয়া মন যদি কুপথের দিকেই যায়, তাহাতেই বা কি? যতই হউক, মন যেন আমার তথাপি শ্রীগৌরচরণ হইতে এক নিমেষ কালও বিচলিত না হয় ॥ ৯০

বিলাস-মদমত্ততাব্যপগতাত্মলজ্জাশ্রিয়ো
ভৃশং সবিধমেত্য মামুপহসন্তু তা যোষিতঃ।
মুহুস্তিলকমালিকাঃ প্রতি কটাক্ষভাজোপি চেৎ
তথাস্তু মম তিষ্ঠতু প্রভুপদে মতির্নিশ্চলা ॥ ৯১

যৌবনের স্বাভাবিক-বিলাস-সম্ভব গর্ব্বের মত্ততা নিবন্ধন স্বকীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর লজ্জাসম্পদ্ হারাইয়া সেই যুবতীগণ যদি আমাকে

নিতান্ত সম্মুখে আসিয়া অবজ্ঞার সহিত উপহাস করে, করুক! পুনশ্চ মুণ্ডিতমস্তক দেখিয়া মালা ও তিলকের প্রতি যত্তপি কটাক্ষভাক্ হয়েন, তথাপি এই আমার মতি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদে অচলা হইয়া থাকুক ॥ ৯১

কৃষ্ণান্তরদ্ভুতবিধুঃ প্রতিভাতি গৌরো
বাহ্যে বপুর্দ্যুতিবিড়ম্বিতচন্দ্রিকোঽসৌ।
বাহ্যং তমঃ স হি কলানিধিরেব হন্তি
ত্বন্তর্বহিঃ পুনরয়ং মম গৌরচন্দ্রঃ ॥ ৯২

কৃষ্ণান্তঃ আশ্চর্য্য এক নূতন গৌরচন্দ্র প্রতিভাত হইতেছেন। অদ্ভুতত্বের কারণ বলিতেছেন। আকাশের চন্দ্রে কৃষ্ণবর্ণ মধ্যে আছে, আর গৌরচন্দ্রেও কৃষ্ণান্তঃ অর্থাৎ অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর ইতি দ্ব্যর্থঃ। আর শারীরিক কান্তিদ্বারা জ্যোৎস্নার অনুকরণ করিতেছেন। এই গৌরচন্দ্রের অন্য অদ্ভুতত্ব কি? ইহার উত্তর এই যে গগনচারী কলানিধি মাত্র বাহ্য তমোনাশে সমর্থ, আর আমার কলানিধি শ্রীগৌরচন্দ্র বাহ্যাভ্যন্তরীণ তমোনাশ করিতেছেন। এই ভাবার্থঃ ॥ ৯২

চরন্তু বৈরিত্বমনর্গলং জনে
সুতাদয়ো যে মম সন্তি বান্ধবাঃ।
ন বন্ধবস্তে কিল বৈরিণশ্চিরং
য আসতে গৌর-বহির্মুখাঃ সদা ॥ ৯৩

জগতে পুত্রাদি বান্ধব যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গৌরবহির্মুখ হইয়া নিরন্তর আমার শত্রুতা করুন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার বান্ধব নহেন, পরন্তু তদ্বহির্মুখত্বহেতুচিরশত্রু ॥ ৯৩

ন তৈর্মমাস্তি প্রতিযোগিভিস্তথা
মহান্ধতামিস্রৱতৈঃ প্রয়োজনং।
ন যে কচিত্তং পুরুষার্থসিদ্ধিদং
ভজন্তি ভক্ত্যা প্রভুগৌরসুন্দরং॥ ৯৪

মহান্ধতামিস্ররত এবং সেই সকল প্রতিযোগিজনের আমার প্রয়োজন নাই, যাঁহারা দুঃখত্রৈবিধ্যের নিবর্ত্তক সেই প্রভু গৌরসুন্দরকে ভক্তিপূর্ব্বক না ভজনা করেন, তিনি যত আত্মীয়ই হউন, পরম প্রতিযোগী॥ ৯৪

রাত্রিন্দিবং কিল মম স্মরণীয়গৌরাঃ
সন্তশ্চিরং মধুরগৌরকথানুরক্তাঃ।
গৌরো ধনং সুতসুতাদ্যখিলং স গৌরো
যেষাং তএব সুহৃদো মমবৈরিণোঽন্যে॥ ৯৫

যে সাধুদিগের গৌর চিরস্মরণীয় বস্তু, এবং যাঁহারা দিবারাত্র গৌরকথা-শ্রবণলম্পট, এবং ধনধান্য পুত্রকলত্র গৃহ ঐশ্বর্য্য এই সমস্তই যাঁহাদের গৌরসুন্দর, তাঁহারাই আমার সুহৃৎ, আর তদিতরমাত্রই বৈরী॥ ৯৫

বিশ্বাসহি প্রথমং গুরুবাক্যে
তদনন্তরমুত্তোলয় শন্তে।
মজ্জ চ গৌরগুণার্ণবমধ্যে
প্রেমমহানিধিরত্র যদাস্তে॥ ৯৬

প্রথমেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর, তদনন্তর তোমার মঙ্গলরূপ চিন্তা-কাঙ্ক্ষ্যরত্ন গৌরাঙ্গগুণসাগর মধ্য হইতে ডুব দিয়া উত্তোলন কর। যেহেতু সকল প্রকার মঙ্গলের জনক প্রেমরূপ মহানিধি, এই সাগরমধ্যেই আছে ॥ ৯৬

অতীন্দ্রিয়সুখপ্রদং সুলভমপ্যলং চেদ্ভবেৎ
প্রসিদ্ধপদমেষ তৎ সুরপতেস্তথা বৈধবং।
মহোদধিপতের্যদি প্রসভমস্তু বা বায়বং
তথাপি মম মানসং চলতু নৈব গৌরাদ্বহিঃ ॥ ৯৭

ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ইঁহাদিগের বহুপুণ্যলভ্য অতীন্দ্রিয় সুখপ্রদ প্রসিদ্ধ পদ, যদি আমার অনায়াসলভ্য হয়, বাস্তবিকই তথাপি আমার চিত্ত নিমেষকালের জন্যও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হইতে যেন বহিশ্চর না হয় ॥ ৯৭

অগাধকরুণাম্বুধিপ্রমথনোত্থিতো যঃ স্বয়ং
স্মিতচ্ছুরিত-কৌমুদীদ্রবতমোহপহা ভূস্থিতঃ।
প্রদাতুমমৃতচ্ছলাদ্রতিরসোজ্জ্বলং প্রেম তৎ
স মানসবিহায়সি জ্বলতু গৌরনামা বিধুঃ ॥ ৯৮

আজ গৌরনামা চন্দ্র ভূস্থিত হইয়াও গগনচন্দ্রকে যেন পরাজিত করিতেছেন। করুণাসাগরের মন্থন হইলে তাহা হইতে যিনি স্বয়ং উদিত হইয়া অল্প হাস্যচ্ছলে জ্যোৎস্না বিস্তার করিয়া তমোরাশির অপহন্তা এবং জীবগণের চিত্তচকোরকে সুধাপান করাইবার ছলে স্বকীয় রতিদ্বারা সমুজ্জ্বল প্রেম প্রদানার্থ তাহাদের হৃদয়াকাশে উদ্দীপ্ত হউন ॥ ৯৮

বারংবারং পরিজনকথাব্যঞ্জনাং কর্ত্তুমেতে
লজ্জন্তে নো সকৃদপি পরৈর্হাস্যতাং নীয়মানাঃ।
সন্নিন্দায়াং নিপুণরতিভির্জায়তে যৈঃ শতাস্যৈঃ
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রকটমহিমা নোচ্যতে তৈঃ কদাচিৎ ॥৯৯

বারংবার পরিজনদিগের কথার ব্যঞ্জনা করিতে, ইহারা অন্যকর্ত্তৃক উপহাস্যতা প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষণকালের জন্য লজ্জিত হয় না। যাহারা সাধুদিগের নিন্দাবিষয়ে নিপুণরতি এবং শতবদন হয়, তাহাদিগকর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের সদনুমোদিত অলোকসামান্য মহিমা কদাচিৎ কথিত হয় না ॥ ৯৯

মধুররসবিলাসোল্লাসকৌতূহলানাং
প্রণয়সরসি রম্যে মুগ্ধগোপাঙ্গনানাং।
ললিতরতিসরোজপ্রেমমাধ্বীকলুব্ধো
বিহরতি নিয়তং শ্রীনন্দগোপালভৃঙ্গঃ ॥ ১০০

উজ্জ্বলরসবিলাসের স্ফূর্ত্তিবিষয়ে কৌতূহলবিশিষ্ট মুগ্ধ গোপস্ত্রীদিগের রমণীয় প্রণয়সরোবরে সুললিত রতিপদ্মের প্রেমমকরন্দে প্রলুব্ধ শ্রীনন্দ-নন্দনরূপ ভৃঙ্গ নিয়ত বিহার করিতেছেন ॥ ১০০

অরে সাধোঃ সঙ্গঃ সপদি ভববন্ধক্ষয়করো
যদি স্যাত্তদ্ভক্তো বদ কিমপি জানন্ ন ভবসি।
পরং বিত্তং নিত্যং প্রতিনিয়তচিত্তঃ স্মরসি নে-
ত্যয়ং প্রায়োঽভ্যাসং তব কিমুপযাতো রবিসুতঃ ॥১০১

সকল জীবের মধ্যে তুমি মনুষ্যরূপে শ্রেষ্ঠতম জীব। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক সর্ব্বতোভাবে সাধারণ জীব হইতে সবিশেষ। সজ্জনের সঙ্গ বাস্তবিক ভববন্ধননাশী এইটুকু তুমি বিশেষভাবে জানিয়াও, কেন তাহা আশ্রয় কর না? যেস্থলে পরনিন্দা, পরালোচনা হয়, সেই স্থানেই তোমার জিগমিষা দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ নয় কি? আর ধন ধান্যাদিতে নিয়তচিত্ত হইয়া ভুলিয়া রহিয়াছ। মৃত্যু যে প্রতিক্ষণই তোমার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হইতেছে—ইহা কি তোমার স্মরণ হয় না? ॥ ১০১

বিধেহি সুজনস্য সঙ্গত ইবাগ্নিসম্পর্কতো
নিরাবিলমলংমনো মলবিদূষিতং হাটকং।
অহো বৃজিনবারিধৌ নিরবধৌ নিমগ্নো ভবন্
হরেঃ পদতরিং সকৃৎ স্মর ভবাব্ধিনিস্তারিণীং ॥ ১০২

বহ্নিসম্পর্ক দ্বারা মলবিদূষিত স্বর্ণের ন্যায়, সাধুসঙ্গদ্বারা তোমার মনকে অত্যন্ত নির্ম্মল কর। হায়! এই তাপত্রয়সঙ্কুল অনন্ত দুঃখসাগরে নিমগ্ন হ'য়ে, চতুর্বিধভজনেচ্ছু জনের মধ্যে আর্ত্তবৎ হইয়া একবার ভবসাগরপারকর্ত্রী শ্রীহরির পদতরি মনে স্মরণ কর, সকল দুঃখের শান্তি হইবে। ১০২

গন্ধহীনমপি শোভতাং সুমং
পদ্মহীনমপি শোভতাং সরঃ।
জ্ঞানহীনমপি জীবিতং বরং
প্রেমহীনমলমস্তু তন্মম ॥ ১০৩

গন্ধহীন পুষ্পও জগতে শোভা পাউক। পদ্মহীন সরোবরও শোভা পাউক। জ্ঞানহীন জীবনও শোভা পাউক,—কিন্তু আমার জীবন যেন কোনরূপে প্রেমশূন্য হয় না॥ ১০৩

কীর্ত্তিহীনমপি জীবিতং বরং
বিত্তহীনমপি কামমস্তু তৎ।
বুদ্ধিহীনমপি শোভতেঽথবা॥
ভক্তিহীনমলমস্তু তন্মম॥ ১০৪

কীর্ত্তিহীন জীবনও শোভিত হয় হউক। ধনহীন জীবনও ভাল, হওয়া ও বরং ভাল, কিন্তু ভক্তিহীন জীবন যেন আমার কিছুতেই না হয়॥ ১০৪

ন বিদ্যা বা জ্ঞানং ভবতু মতিরস্তু প্রভুপদে
ন বা ভার্য্যাপুত্রপ্রভবসুখলেশো ভবতু মে।
নিজাঙ্গোপাঙ্গাদ্যৈরলমনুপযোগিন্যপি হৃদি
প্রভুর্গৌরাঙ্গো মে সকলসুখহেতুর্নিবসতু॥ ১০৫

আমার বিদ্যা বা জ্ঞান না হউক, প্রভুচরণে মতি থাকুক। স্ত্রীপুত্র-জনিত সুখলেশ না হউক, কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভৃতি এবং শ্রীবাসাদি অঙ্গ ও উপাঙ্গাদিসহিত-শ্রীমন্মহাপ্রভু, আমার নিতান্ত বাসের অনুপযোগী হইলেও নিখিল সুখের কারণ হইয়া এই বিশুষ্কহৃদয়ে বাস করুন॥ ১০৫

হা গৌরাঙ্গ কদা হৃদীশ্বর মম ত্বৎপার্শ্বদানাং পদং
ভাগ্যে কিন্নু ভবেন্ন বাথ ভবিতা যদ্দুর্ভগত্বান্মম।

আস্তাং রাজ্যবিলাসভোগবিলসৎপ্রাধান্যমঙ্গান্তরে
নো যাচে সুররাজবৈভবমহং তত্তে পদাব্জং বিনা ॥১০৬

হা হৃদয়েশ্বর প্রভো গৌরাঙ্গ হে ! তোমার পার্ষদদিগের চরণ আমার ভাগ্যে কবে মিলিবে? মিলিবে কি! না না বোধ হয় মিলিবে না, কেন না আমার দৌর্ভাগ্যের খুবই বলবত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে প্রবল রাজ্যজনিত বিলাস ও ভোগদ্বারা বিশোভিত প্রাধান্য এবং পরত্র ঐন্দ্রবিভবজাত সুখ দূরে থাকুক আমি কিছুই চাহিনা—তোমার প্রসিদ্ধ সেই দেবগন্ধর্ব্বাকাঙ্ক্ষ্য পাদপদ্মব্যতীত আর কোন সুখেরই লালসা নাই ॥ ১০৬

মৃগ্যং শম্ভুবিরিঞ্চিনারদমুখৈরব্যক্তমত্যদ্ভুতং
জ্ঞানধ্যানপথাদতীন্দ্রিয়তয়া মুক্তং যদাভাসতে।
কূটস্থং ধ্রুবমক্ষরাদপি বরং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
তত্তত্ত্বং প্রতিভাতি নোঽক্ষিসবিধে গৌরোঽধুনা শ্রীহরিঃ ॥
১০৭

শিব, সুরজ্যেষ্ঠ নারদ, ব্যাস, শুক, পরাশর প্রভৃতি মহর্ষিশ্রেণীকর্তৃক অন্বেষণীয় অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয়, এবং অতীন্দ্রিয়ত্ব-নিবন্ধন যাহা জ্ঞান ও ধ্যান পথের অতীত, সুতরাং বুদ্ধিস্থ চৈতন্যস্বরূপ—বুদ্ধি—বাহিকা তিনি বাহ্য—ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য ও সত্য স্বরূপ বলিয়া, ও অব্যয় হইতেও শ্রেষ্ঠরূপে যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল অন্তরীক্ষ গিরি নদী বন উপবনাদি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্যরূপে ও স্বয়ং ব্যাপক স্বরূপ হইয়া কুক্ষিস্থ জগদাধার

নাম ধরিয়া অগ্রে মধ্যে ও অনুবন্ধে যুগপদ্ ধারণ করিতেছেন, সেই মায়াতীত তত্ত্ব সম্প্রতি স্বয়ং শ্রীহরি, গৌররূপে আমাদিগের অক্ষিসাক্ষী হইয়া প্রতিভাত হইতেছেন। ১০৭

কর্ত্তুং গোপমৃগীদৃশামভিমতং রাসোৎসবং যেন বৈ
কৃষ্ণেনৈব পুরা বপুর্নটবরং সন্ধারিতং শ্যামলং।
মাধুর্য্যস্বদনায় সম্প্রতি স চ ক্রীড়ত্যহো রাধিকা-
কান্ত্যা সম্বলিতং বপুর্দধদসৌ গৌরং নবদ্বীপতঃ॥ ১০৮

যিনি পূর্ব্বে গোপাঙ্গনাদিগের সহিত রাসোৎসব করিবার জন্য দ্বাপরের অন্তভাগে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নটবররূপে তাঁহাদিগের বাঞ্ছিত পূরণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি কলির প্রথমাংশে তিনি পুরটসুন্দর ও শ্রীরাধার কান্তিদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর বপুর্ধারণ করিয়া নবদ্বীপে মাধুর্য্যাস্বাদন জন্য গৌরহরি ক্রীড়া করিতেছেন ১০৮

উচ্চৈঃ সঙ্কীর্ত্তয়ন্তং মধুরহরিহরাত্যুন্মদপ্রীতিনাদৈঃ
সান্দ্রোচ্ছ্বাসোৎকরাতিপ্রবলরতিমহাভাবভিন্নাশ্রুকম্পং।
রোমাঞ্চোদ্ভিন্নঘর্ম্মোজ্জ্বলতরতনুপ্রেমসন্দোহসারং
শ্রীরাধাভাবকান্তিপ্রতিমিলিতবপুর্গৌরচন্দ্রং

নমামি॥ ১০৯

মুহুর্মুহুঃ হরি হরি এই নামাক্ষর দ্বারা উন্মদের সহিত প্রীতিযুক্ত ধ্বনিদ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী, নিবিড় উচ্ছ্বাসসমূহযুক্ত অতি

প্রবল অনুরাগসহ বিদ্যমান যে মহাভাব,—তাহা হইতে প্রকাশমান অশ্রু ও কম্প এবং পুলকসহ প্রকটিত শ্রম জল দ্বারা উত্তরলিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ মদন মন্থর দেহেতে প্রেম-সমূহের সার ও শ্রীরাধার ভাবকান্তিদ্বারা মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি॥ ১০৯

কিংযাগেষ্বপি দুর্গমেষু বিধিবন্মন্ত্রাদিসাধ্যেষ্বহো
স্বর্গাদীষ্টপথপ্রদেষ্বপি মুহুর্ধৎসেহনুরাগং ভৃশং।
নিত্যানন্দবিধায়িনীং ভগবতীং ভক্তিং নিধেহি দ্রুতং
শ্রীগৌরাঙ্গপদারবিন্দযুগলে রাগানুগামন্বহং॥ ১১০

বাঞ্ছনীয়—স্থানপ্রদ হইলেও অতি দুর্গম অথচ বিধি বিশিষ্ট মন্ত্রের অতি দুর্ব্বোধ উদাত্তাদির উচ্চারণ প্রভৃতির দুষ্করতা জন্য বহু কষ্ট-সাধ্য ও সামান্য অনিত্য স্বর্গাদির প্রাপক যাগ যজ্ঞাদিতে কেন অনুরাগ-স্থাপন কর? যাহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, এবং যিনি ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ বোধ করাইয়া বিশুদ্ধ নিত্য ও অখণ্ড আত্মপ্রসাদময়-বিমলানন্দ বিধায়িনী, সেই বিধি নিষেধের অতীত যে রাগানুগাভক্তি তাহা কলিতে শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণপদ্মে অনুক্ষণ নিহিত কর ১১০

ন মুক্তিরপি দুর্ল্লভা ন চ তথেন্দ্রতা সিদ্ধিভিঃ
সহাত্মভুব এব সম্পদমলাপি নো দুর্ল্লভা।
অশেষ করুণাম্বুধেশ্চরণপঙ্কজে কশ্চন
প্রসাদ ইহ দুর্ল্লভঃ খলু শচীসুতস্যোজ্জ্বলঃ॥ ১১১

ইহ জগতে মুক্তি দুর্ল্লভা নহে; অষ্টসিদ্ধির সহিত ইন্দ্রত্ব, ও ব্রহ্মার সেই প্রসিদ্ধ এবং নিষ্পাপা সম্পত্তি তাহাও দুর্ল্লভা নহে; কিন্তু অগাধ

দয়াম্বুধি যে শ্রীশচীনন্দন তাঁহার পাদপদ্মে কোন অনির্ব্বচনীয় উজ্জ্বল রসময় প্রসাদ অর্থাৎ ভালবাসা বড়ই দুর্ল্লভ ॥ ১১১

অগাধস্য প্রেমোজ্জ্বলরসময়াব্ধেঃ প্রভবতঃ
কলৌ শ্রীগৌরস্যাখিল-সুখনিদানং কিল ভুবি।
মহামাধুর্য্যস্য স্থলমমলপাদাব্জবিভবং
পিবাসক্ত্যা নিত্যং হৃদয়মকরন্দং মধুপমে ॥ ১১২

অগাধ স্বরূপ এবং প্রেম দ্বারা উজ্জ্বল রসাত্মকসমুদ্রের উৎপত্তি স্থান যে শ্রীশচীনন্দন, তাঁহার সমস্ত সুখের আদি কারণ স্বরূপ ও মহামাধুর্য্যের স্থলস্বরূপ চরণারবিন্দবিভব যে মকরন্দ হে আমার হৃদয় মধুপ তাহা তুমি এই জগতে কলিতে একমাত্র সার জানিয়া অনবচ্ছিন্নভাবে অনুরাগের সহিত পান কর ॥ ১১২

প্রসক্তিরিহ যা গৃহে যদি ভবেৎ ক্ষণং তত্র সা
নিরর্গলসুখাস্পদে প্রভুবরস্য পাদাম্বুজে।
তদা কলিভয়ং রবেস্তম ইবাস্তমেতি ধ্রুবং
সুখায় গৃহমস্তি তদ্ যদি রতির্ভবেত্তন্ময়ী ॥ ১১৩

তোমার এই গৃহে যাদৃশী প্রসক্তি, যদি ক্ষণকালের জন্য আসক্তি অখণ্ড সুখালয়, সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পাদপদ্মে উদিত হয়, তাহা হইলে প্রচণ্ড রশ্মির উদয়ে তমোরাশির ন্যায় তৎক্ষণাৎ কলিভয় দূর হইয়া যায়। আরও বিশেষ কথা এই যে,—যদি দৈবাৎ কোন গৃহে তন্ময়ী অর্থাৎ শ্রীগৌরনিষ্ঠা রতির উদয় হয়, সেই গৃহ নানা সুখের

নিমিত্ত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত গৃহস্থের গৃহ নরকবৎ বা শ্মশান-তুল্য হয়॥ ১১৩

মনসি সরসি রম্যে মুগ্ধগোপাঙ্গনানাং
নবশুচিরসপূরে শুদ্ধভাবোর্ম্মিসঙ্গে।
প্রণয়-কমলসার প্রেমমাধ্বীকলুব্ধো
বিহরতি রতিমত্তঃ কৃষ্ণ ইন্দিন্দিরোঽয়ং॥ ১১৪

মুগ্ধ গোপ রমণীদের নিত্য নূতন উজ্জ্বল রস পূর্ণ, অথবা নবপবিত্র-জলপূর্ণ, বিশুদ্ধ ভাবতরঙ্গবিশিষ্ট যে, মানস-সরোবর, তাহাতে প্রণয়াম্বুজের সারস্বরূপ প্রেম-মকরন্দপিপাসু এই শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গ রতিমত্ত হইয়া সানন্দে বিহার করিতেছেন॥ ১১৪

(বিশুদ্ধ ভাবোর্ম্মি—অর্থাৎ ঊর্ম্মি কিনা প্রপঞ্চগত শুদ্ধসত্ত্ব গুণপরম্পরা আর ঊর্ম্মি অন্য পক্ষে জলতরঙ্গ)।

যদা ভাবোন্মত্তৈর্নিখিলনিজভক্তৈঃ প্রভুবরো
মিলিত্বা শ্রীগৌরো বিপুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরবৈঃ।
অকার্ষীদত্যুচ্চৈর্নিচিতমখিলং প্রেমবিপুলৈঃ
সুধাবর্ষী কালঃ কিমপি পরিবর্ত্তেত স পুনঃ॥ ১১৫

যে সময় শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তি-গদ্‌গদচিত্ত নিজ ভক্তবৃন্দসহ মিলিত হইয়া, তুমুল হরি সঙ্কীর্ত্তনের প্রেমবহুল অত্যুচ্চ ধ্বনিদ্বারা অখিল সংসারকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন, আহা! সেই সুধাবর্ষিকাল—আর কি ফিরিয়া আসিবে? ১১৫

মৃষাব্রহ্মজ্ঞানোপধি-বিহিত-কর্ম্মেন্দ্রিয়রতিঃ
সদাচারেঽশ্রদ্ধো নিরুপধিবিধৌ শাস্ত্র-কথিতে।
কুভোক্ষ্যাদৌ বাহ্যেঽবিকৃতহৃদয়স্ত্বং প্রথয়সি
প্রসহ্যান্তঃক্ষোভং নিবহসি নিতান্তং বিকৃতধীঃ॥ ১১৬

শারীরিক কষ্টের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের রাজসত্যাগ করিয়া কেবল মিথ্যাশ্রয় দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানচ্ছলধারী হইয়া চিত্ত শোধক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠালিপ্সু তুমি সদাচার ও ব্রাহ্মণ্য ভুলিয়া বাহ্যে কুভোক্ষ্যাদির আশ্রয় অবিকৃতভাবেই করিতেছ বটে, কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি—মনে মনে নিতান্ত ঘৃণার সহিত সেই সকল অভোক্ষ্যাদি গ্রহণ করিতেছ কিনা॥ ১১৬

বহির্ব্রহ্মজ্ঞানোপরি নিহিত-বুদ্ধির্জগতি যৎ
কৃশোহং স্থূলোস্মীতি বপুষি নিষক্তাত্মধিষণঃ।
মুধা ভ্রষ্টাচারো ভবসি সবিকার স্তব পুন-
রিতো নষ্টং ভ্রষ্টং তত ইতি ন লাভঃ ক্বচনচ॥ ১১৭

এই জগতে ব্রহ্মজ্ঞানের উপর বহিরঙ্গা-বুদ্ধিস্থাপন করিয়া আমি কৃশ বা স্থূল, ভ্রান্ত বা স্থির-বুদ্ধি, এই সকল বিপরীত ও নিতান্ত ভণ্ডের স্বাভাবিক বাক্য দ্বারা দেহেতে আত্মবুদ্ধি হইয়া—অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির মত কেবল আত্মবঞ্চনাদ্বারা ভ্রষ্টাচার ও বিকৃতচিত্ত হইয়া ''ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট'' হইতেছ—তোমার একূল ওকূল দু'কূলই গেল—কোথায়ও তোমার লাভ নাই॥ ১১৭

আস্বাদয়ন্তং নিজভক্তিযোগং
লোকাননাস্বাদিতপূর্ব্বমেব।
মাধুর্য্য-পাথোনিধিপূরমধ্যে
নিমজ্জয়ন্তং ভজ গৌরচন্দ্রং ॥ ১১৮

যাহা কখন জীবের ভাগ্যে ঘটে নাই, অধুনা জগজ্জনকে অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সেই ভক্তিযোগ আস্বাদন করাইতেছেন, এবং মাধুর্য্যসমুদ্রে নিমজ্জিত করিতেছেন যে গৌরচন্দ্র তাঁহাকে ভজ॥ ১১৮

বিনা প্রেমাণং কিং নর ইহ নরত্বং প্রলভতে
ন বা জ্ঞানৈ র্ধ্যানৈঃ সপদি হি সুসিদ্ধং ভবতি তৎ।
ততো লব্ধপ্রেমা বিমলতরসান্দ্রোজ্জ্বলরসাং
কলৌ গৌরে ভক্তিং কুরু রতিরসোল্লাস-লহরীং ॥ ১১৯

ইহলোকে মনুষ্য ভগবৎপ্রেম ব্যতীত নরত্বলাভ করিতে পারে কি? যেহেতু জ্ঞান অতি কঠিন পথ, কলিতে তদ্দ্বারা কিছুই হয় না—ধ্যান মার্গ দ্বারাও সুলভ নহে; কেননা মনঃস্থির হয় না। সুতরাং জ্ঞান-ধ্যান দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হয় না। সেই জন্য সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রেমলাভ করিয়া নির্ম্মল-উজ্জ্বল-রসময়ী এবং অনুরাগসহ উল্লাসের লহরীবিশিষ্ট ভক্তি শ্রীগৌরাঙ্গে স্থাপন কর কলিতে উপায়ান্তর নাই॥ ১১৯

উন্মীলচ্ছ্রমবারি-কম্পপুলক-ব্যাপ্তং মহাভাবুকো
বিভ্রদ্ধস্তচতুষ্টয়ং বপুরহো সার্দ্ধং সুবর্ণোজ্জ্বলং।

বারংবারমপূর্ব্বহুঙ্কৃতিপরঃ কৃষ্ণেতি নামোদ্‌গৃণন্
বেলায়াং লবণাম্বুধের্নটতি হা কোয়ং নবীনো যুবা ॥ ১২০

সাড়ে চারি হস্ত পরিমিত, ও সুবর্ণের মত সমুজ্জল, এবং কৃষ্ণ এই নামাক্ষর উচ্চারণ করতঃ বারংবার প্রেমোন্মাদের সহিত সিংহের ন্যায় হুঙ্কৃতিনিষ্ঠ হওয়ায়, সমুন্মীলিত সাত্ত্বিক বিকৃতি নিবন্ধন যে ঘর্ম্ম ও কম্প এবং পুলকাদি তদ্দ্বারা যুগপদ্ব্যাপ্ত দেহ, ধারণ করতঃ মহাভাব বিশিষ্ট এই নবীন যুবা লবণাম্বুধির তটে নৃত্যাভিনয় করিতেছেন, ইনি কে ? ॥ ১২০

যদাবির্ভাবোঽভূদমলকনকোদ্দীপ্ত-বপুষঃ
প্রভোঃ শ্রীগৌরস্য প্রকটিত-মহিম্নঃ কিল তদা।
রসাস্বাদং প্রেম্নো য ইহ ভুবি দুষ্প্রাপমকরোৎ
স ধন্যো যদ্দেবৈরনধিগতপূর্ব্বং ক্বচনচ ॥ ১২১

উদ্দীপ্তপুরট-সুন্দর-দেহধারণকারী ও প্রকটিত-বিবিধ মহিম শ্রীগৌর-হরির যখন এই পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়, সেই সময় তাঁহার দয়া-পূর্ব্বক বিতরিত প্রেমের অত্যন্ত দুর্ল্লভ রসাস্বাদ যিনি করিয়াছিলেন, যে আস্বাদন দেবতা-কর্ত্তৃকও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব অর্থাৎ কোন যুগে কখন কোথাও তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন নাই—সেই অতি দুর্ল্লভ-রস, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যাঁহাদের ভাগ্যে সুলভরূপে লব্ধ হইয়াছে, এই কলিযুগে তাঁহারাই ধন্য ॥ ১২১

অহো স্বাদু স্বাদু প্রতিপদ-সুধাস্বাদ-লহরী-
মধঃকৃত্য প্রেমাদ্ভুতমধুরিমোল্লাস-জননীং।

কলৌ জাতা যে নো বিদধতি চ ভক্তিং প্রভুপদে
মুধা বিদ্যা তেষামপি জগতি জন্মাপি বিফলং ॥ ১২২

স্বাদু হইতেও স্বাদু এবং প্রতিপদে সুধাস্বাদের প্রবাহকে খর্ব্ব ক'রে, প্রেমের আশ্চর্য্য মাধুরীসহ যে আনন্দ, তাহার প্রসবিনী, এমন যে নিরভিসন্ধি ভক্তি, সেই ভক্তি কলিতে জন্মাইয়াও যিনি শ্রীগৌরাঙ্গপদে অর্পণ না করেন, তাঁহার বিদ্যা ও জন্ম সকলই বিফল॥ ১২২

সুধাবর্ষী যোঽয়ং তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনময়
উদেতিস্মানেহা বিপুল-কলুষাণাং কদনকৃৎ।
শুভো নঃ কালঃ স প্রকটিত-সুসৌভাগ্যনিকরঃ
কিমু প্রত্যাবর্ত্তিষ্যত ইহ মুহুর্ভূমিবলয়ে ॥ ১২৩

সুধাবর্ষি-তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনময় যে কাল—আমাদের সকল মহাপাতক প্রভৃতির হন্তা হইয়া এবং সর্ব্বপ্রকার উত্তম ভাগ্যের প্রকাশক হইয়া এই ভূমণ্ডলে উদিত হইয়াছিল, এবম্বিধ সেই কাল আর কি পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইবে ? ॥ ১২৩

অহং বেদেঽধীতী ত্বমনুদিনমিত্থং মনসি যদ্
দধদ্দৃপ্তিং বিদ্যাস্বহহ গরিমাণং বিতনুষে।
পরঃ কস্তে লাভঃ কলিকলুষ-হন্তুর্ভবতি তৎ
প্রভোর্গৌরস্য শ্রীচরণ-রতিলাভাদ্বদ পুনঃ ॥ ১২৪

আমি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, আমার মত বিদ্বান্ কে আছে ? তুমি

প্রতিক্ষণ এবম্ভূত দর্প মনে পোষণ করতঃ বিদ্যা-বিষয়ক যে গরিমা বিস্তার করিতেছ, কিন্তু বল দেখি, তাহা তোমার কলিকলুষহন্তৃ-প্রভুবর শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীচরণে ভক্তিলাভ হইতে শ্রেষ্ঠতর কোন্ লাভ হইতেছে? বোধ হয় পরমার্থ বিষয়ক লাভ বেদাধ্যয়ন হইতে হয় না, সেই প্রভুচরণে রতিলাভ হইতেই হইতে পারে। ১২৪

জহুর্বুদ্ধিং দুষ্টাং বিষয়-পরিনিষ্ঠাং বিষয়িণো
মুধা বাদং শাস্ত্রেষ্বনিলভবকৃচ্ছ্রং তদপরে।
পরামাবিষ্কুর্ব্বত্যপি জগতি ভক্তিং প্রভুবরে
রসশ্চান্যো নাসীদুদিত ইহ গৌরে দ্বিজবরে॥ ১২৫

প্রভুবর গৌরচন্দ্র এই জগতে ভক্তিরসের আবিষ্কার করিলে পর, বিষয়িগণ বিষয়লিপ্ত দুষ্টা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে বাদবিতণ্ডা বৃথা তর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যোগিগণ শ্বাসপ্রশ্বাস-জনিত কষ্ট ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি অন্য কোন রস ইহলোকে উদিতই হয় নাই॥ ১২৫

অরে ভ্রান্তাঃ শান্তা ভবত বত ভব্যং কলিযুগে
ন জানীধ্বে কিন্তুন্নিখিল-শুভযোনি-প্রভুপদং।
বিচার্য্য স্বস্বান্তে দুরধিগমতত্ত্ব-শ্রুতিপথা-
দতীতং রাধায়াঃ প্রণয়-রসসারং শ্রয়থ রে॥ ১২৬

হে ভ্রান্ত জীবগণ! শান্ত হও, গর্ব্বোন্মত্ত হইও না। বড় দুঃখের বিষয়

এই যে, ঘোর দুরন্ত কলিযুগে সেই শ্রীগৌরাঙ্গচরণদ্বয় সকল মঙ্গলালয়—তাহা কি তোমরা জান না? যদি জানা না থাকে, তবে আপন মনে আপনি বিচার করিয়া সেই দুর্ব্বোধ শ্রুতিতত্ত্বের অতীত কোন অনির্ব্বচনীয় শ্রীরাধার প্রণয়রসের সার—অর্থাৎ "নিরভিসন্ধিপ্রেম" তাহাকে আশ্রয় কর॥ ১২৬

মুক্তিঃ পঞ্চবিধা করোতি যদি মে পাণৌ স্বয়ং সংস্থিতিং
বাসো বাসববাস্তুষু প্রসভমাপদ্যেত তন্নার্থয়ে।
রাধাপ্রেমমহারসাদ্যগরিমোদ্‌গারপ্রমোদাঞ্চিতং
সান্দ্রানন্দসুধাজনিং কমপি তং নেচ্ছামি গৌরং বিনা॥১২৭

পঞ্চধা মুক্তি যদি স্বয়ং আসিয়া আমার পাণিতলে সম্যক্ স্থিতিলাভ করে, কিংবা হঠাৎ যদি ইন্দ্রালয়ে আমার বসতিলাভ ঘটে, তাহা হইলেও শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ যে মহারস—তাহার যে শ্রেষ্ঠ গুরুতা তাহার উদ্গার দ্বারা বিশুদ্ধানন্দযুক্ত, এবং স্বয়ং সান্দ্র আনন্দ সুধার উৎপত্তি ক্ষেত্র—কোন সেই একমাত্র গৌর ব্যতীত, আমি তাহা ইচ্ছা করি না॥ ১২৭

অরে ভ্রামংভ্রামং কলুষময়-সংসার-সরণৌ
প্রকর্ষং সর্ব্বেভ্যো ধনজনসুতাদেঃ কলয়সি।
ন দৈবে বা পৈত্রে ন চ বিহিতকর্ম্মাদিষু রতিং
করোষি ভ্রান্ত ত্বং ন চ ভজন-নিষ্ঠোঽস্যপি হরেঃ॥১২৮

নিরন্তর সংসার-সরণিতে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্ব বিষয় হইতে নিজের ধন-

জনস্থত-কলত্রাদির প্রাধান্য প্রকাশ করিতেছ, কিন্তু অন্য সকল বস্তুই যেন তোমার কাছে খুবই ক্ষুদ্র। না কর দৈব, না কর পৈত্র এবং বিহিত কর্ম্মতেও তদ্রূপ বিরত—ভাল! সকল কর্ম্ম রসাতলে যাউক! হে ভ্রান্ত! হরিভজনে কি তোমার একটুও রতি হয় না? কেবল আহার নিদ্রা ও মৈথুন বুঝিয়াছ ॥ ১২৮

তৃষ্ণার্ত্তাঃ পিতর স্তব প্রতিদিনং শুষ্কেণ কণ্ঠেন হা
চীৎকুর্ব্বন্তি পিপাসয়াবতমুখং বীক্ষ্যাঞ্জলি-প্রাপ্তয়ে।
হন্ত ত্বং পরলোক-ভীতিরহিত স্বচ্ছন্দমানন্দতঃ
সম্পূর্য্যোদরমাত্মনো ভ্রমসি তচ্চাতুর্বিধেনান্বহং ॥ ১২৯

হে পরলোকভয়রহিত! তুমি দৈব বা আর্ষ কোন কর্ম্ম না কর, কিন্তু যাঁহাদের কৃপায় এই পৃথিবী দেখিতেছ বা দেখিয়াছ, সেই পিতৃগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া একটু পিণ্ড, ও একটু জলের জন্য, হায় হায় !!! শুষ্ক-কণ্ঠ-তালু হইয়া 'ক জলং ক জলং' বলিয়া প্রতিদিন তোমার মুখের দিকে চাহিয়া অঞ্জলির প্রাপ্ত্যাশায় চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য এবং পেয়—এই চতুর্ধা পেয়ভোজ্যদ্বারা স্বকীয় উদরপোষণ করিয়া সানন্দে ভ্রমণ করিতেছ ॥ ১২৯

অকৈতবপ্রেমপরম্পরাজনি
প্রসাদ কোটেশ্চ নিকেতনং কলৌ।

বিমৃগ্যতাং সাধুপথানুবর্ত্তিনা
ত্বয়ান্বহং গৌরপদাম্বুজদ্বয়ং ১৩০

নিরভিসন্ধি প্রেমের অনবচ্ছিন্নপ্রবাহের উৎপত্তিস্থান, এবং অনন্ত-প্রসন্নতার বাসস্থানস্বরূপ যে, শ্রীগৌরাঙ্গচরণারবিন্দ—তুমি দিবারাত্র সাধু-পথের অনুবর্ত্তন করতঃ বিশেষরূপে অন্বেষণ কর ॥ ১৩০

সৎসঙ্গবীজোদ্ভবগৌরভক্তি-
কল্পাখ্যবল্ল্যঙ্কুরিতা কিমু স্যাৎ।
আশা পরং তত্র মমাশ্রুসেক-
স্তাং সাঙ্কুরাং চেৎ কুরুতে হৃদি দ্রাক্ ॥ ১৩১

আমার কঠিন হৃদয়ে কি গৌরভক্তিকল্পলতা অঙ্কুরিতা হইবে! যে লতা সাধুসঙ্গরূপ বীজ হইতে উৎপন্না হয়। আমার হৃদয়ক্ষেত্রের বলবত্তা নাই, তবে অশ্রুসেকই আমার আশা-স্থলমাত্র—ঐ নয়নজল নিরন্তর পতিত হইয়া যদি তাহাকে কোমল করিতে পারে, তাহা হইলে হঠাৎ ঐ নয়নবারিধারা তাঁহাকে হৃদয়ে সাঙ্কুরা করিলেও করিতে পারে ॥ ১৩১

চিত্তভূমিরপি নোর্ব্বরা ততো
ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরোদ্‌গমঃ।
দুর্ভগস্য নহি সম্ভবেন্মম
কামমশ্রু-পরিসেকতোপি বা ॥ ১৩২

অত্যন্ত অশ্রুপাত দ্বারাই বা তাহার যোগ্যত্ব কোথায়? নিশ্চয় আমার চিত্তভূমি অনুর্ব্বরা যদি হয়, তবে ভক্তিকল্পবল্লীর উদ্গম সম্ভাবনাই

বা কোথায়? কেন না, একতঃ আমি হতভাগ্য, তদুপরি ক্ষেত্রেরও বলবত্তা নাই—উভয়থাই অসম্ভব, মরুভূমিতে বৃষ্টিপাতের ন্যায় হয় ত আমার সকলই বিফল হইবে ॥ ১৩২

আত্মনীনমপি জানতা মুহুঃ
কৃষ্ণনাম ন সকৃত্ত্বয়োদিতং।
সঙ্গদোষ-পরিদূষিতাত্মনা
বিস্মৃতং স্বকরণীয়মত্র রে ॥ ১৩৩

এই কৃষ্ণ নাম জগতের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলালয়; সুতরাং আপনারও সর্ব্বথা মঙ্গলকর জানিয়াও, তুমি কুসঙ্গদোষে দূষিতচিত্ত হইয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য সাধনের জন্য একবারও কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিলে না ॥ ১৩৩

ভাবয়স্যপি দুরন্ত মানুষ
যদ্ যদেব সুখমাত্মনোঽধুনা।
তত্তদেব পরিণামসঙ্কটাৎ
ত্বামথো কিমু সমুদ্ধরিষ্যতি ॥ ১৩৪

রে দুরন্ত মানুষ! এখন যে যে বস্তুকে স্বকীয় সুখনিদান বলিয়া জানিতেছ, সেই সেই অনিত্য ধনসুতাদি তোমাকে ভাবি-সঙ্কট হইতে উদ্ধৃত করিবে কি? ॥ ১৩৪

বাল্যে খেলন-কৌতুকার্জ্জবময়ান্ স্নিগ্ধান্ সখীন্ সাম্প্রতং
ধিগ্‌গর্ব্বং ধনধান্যজং য ইহ তান্ বিস্মারয়ত্যদ্ভুতং।

তুভ্যং কিং কথয়ামি মোহপটলি স্ফারস্ফুরচ্ছক্তয়ে
চিত্তং যদ্বিকৃতং করোষ্যপি মুহুঃ সাধোরপি দ্রাগ্ভুবি ॥ ১৩৫

বাল্যক্রীড়া মহোৎসব বিষয়ে যাহাদের সারল্যপূর্ণ হৃদয় প্রকাশ পাইত, সেই সমবয়স্ক সখিগণকেও ভুলাইয়া দেয় যে যৌবন সমুৎপন্ন গর্ব্ব, তাহাকে ধিক্। হে মোহপটলি! তোমাকে আর অধিক কি বলিব; যাহার প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত—কেন না, যে তুমি সহসা সাধুর চিত্তকেও বিকৃত করিতেছ, অর্থাৎ যাঁহারা অভ্যাস দ্বারা চিত্তসংযম করিয়া ধীরাগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অবিকৃত চিত্তকেও তুমি সহসা বিকৃত করিতে সমর্থ ॥ ১৩৫

কামং পূরয়তি প্রকামশুভদা সংসেব্যমানা ধ্রুবং
সানন্দং সুখমৈহিকং ঘটয়তে পারত্রিকঞ্চান্বহং।
আপন্নাংস্ত্বরিতং সমুদ্ধরতি যা মাতেব পুত্রান্ হি সা
ভক্তিঃ কল্পলতা দদাতি নিখিলং বাঞ্ছানুরূপং ফলং ॥ ১৩৬

জননী যেমন আপন্ন সন্তানের উদ্ধার করেন, তেমনি প্রভুর শুভদাত্রী ভক্তি দেবী, আমাদিগ-কর্ত্তৃক সেব্যমানা হইয়া, সকল অভিলাষ পূরণ করেন এবং ঐহিক পারত্রিক সকল সুখবিধান করেন। অতএব দিবারাত্র কল্পলতা-স্বরূপা ভক্তিদেবী, বাঞ্ছানুরূপ সকল সুখই আমাদের প্রদান করিতেছেন ॥ ১৩৬

ত্বদায়ুর্বিত্তং ত্বদ্গতমখিলসত্ত্বং হরতি যা
স্থিতা গেহে লক্ষ্মীমিব সপদি তাং ভাবয়সি কিং।

কথং তাং কল্যাণীং হরিচরণপদ্মাদ্বদসি বা
মুহুর্যৈষা তন্বী তনুমতনুশীর্ণাং রচয়তি ॥ ১৩৭

তোমার গৃহে থাকিয়া তোমার পরমায়ুর্ধন এবং তোমাতে বিদ্যমান যাবৎ তোমার বলবীর্য্য যে হরণ করিতেছে, তাহাকে তুমি লক্ষ্মীর মত ভাবিতেছ কেন? আর কেনই বা তাহাকে হরিপাদপদ্ম হইতেও মঙ্গলকারিণী বলিতেছ? যে তন্বঙ্গী তোমার তনুকে অতিশয় জীর্ণশীর্ণ করিতেছে ॥ ১৩৭

প্রত্যাখ্যায় মৃষা কুতর্কনিরতান্ ভ্রান্ত্যা মুহুঃ সীদতঃ
সংসারাখ্যমহার্ণবে নিপতিতানুদ্ধৃত্য কামং ততঃ।
ভিত্ত্বা মোহকলাকলাপমনিশং বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি
তৎ প্রেম ক্ব গতং ভুবি প্রকটিতং যদ্গৌরচন্দ্রেণ হা ॥১৩৮

মিথ্যা কুতর্কনিরত এবং ভ্রান্তিহেতুক পুনঃ পুনঃ অবসাদযুক্ত ও সংসারাখ্য ভীষণ সমুদ্রে নিপতিতগণকে সম্পূর্ণরূপে তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া, যাহা অজ্ঞানরাশি নষ্ট করতঃ নিরন্তর সর্ব্বোপরি বিদ্যমান ছিল, আহা! এই পৃথিবীতে শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সেই অকৈতব প্রেম অধুনা কোথায় গেল? ॥ ১৩৮

ধৈর্য্যং ধুনোত্যতিবিলোপয়তে মনীষাং
রোমাঞ্চয়ত্যপিচ বেপয়তে শরীরং।
যস্যেদৃশং সপদি নাম জগৎপবিত্রং
তদ্গৌর-পাদকমলে হৃদয়ং নিধেহি ॥ ১৩৯

যাঁহার বিশ্বপাবন নাম, সহসা ধৈর্য্যনাশ করে, বুদ্ধিলোপ ঘটায়, এবং

শরীরকে পুলকিত ও কম্পিত করে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে হৃদয়কে স্থাপিত কর॥ ১৩৯

ভবৌষধং ভব্যমুদারভাবাঃ
প্রকামরাগাদ্ভজনীয়মেব।
ন যে পদং গৌরগুণাম্বুরাশে-
র্ভজন্তি ভক্ত্যা ভুবি দুর্ভগাস্তে॥ ১৪০

এই পৃথিবীতে উদারভাব বিশিষ্ট হইয়া ভবরোগের ঔষধি সর্ব্বমঙ্গলালয় ও ভজনার্হ শ্রীগৌরগুণসাগরের পাদপদ্ম যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক না ভজিল, তাহারা দুর্ভাগ্য॥ ১৪০

সদ্ভিঃ সহ প্রথমবাসরুচিং বিধায়
সদ্বুদ্ধিযোনিমনুবন্ধসুখাং নিকামং।
রাগাত্মিকাং বিমলভক্তিমথাত্মনীনাং
শ্রীগৌরপাদকমলেঽর্পয় সানুরাগং॥ ১৪১

প্রথমতঃ সাধুদিগের সহিত বাসের ইচ্ছা রচনা ক'রে, উত্তম বুদ্ধির প্রসবিনী এবং পরিণামসুখা, আপনার হিতকারিণী সেই রাগানুগা বিমলভক্তিকে, শ্রীগৌরপাদপদ্মে অনুরাগের সহিত অর্পণ কর॥ ১৪১

দুস্তর্কোপহতামলীমসধিয়ো যে বৈষ্ণবদ্বেষিণঃ
সৎসিদ্ধান্ত-নভস্বতা সপদি তে সন্তাড়িতা ধূলিবৎ।

যেষাং চিত্তমনর্গলোদ্ধতি-মহাগর্ব্বান্ধতামাগতং
গৌরেণ প্রণয়াস্পদীকৃতমদস্তেষাঞ্চ তৎ প্রেমতঃ ॥ ১৪২

যে সকল বৈষ্ণব-দ্বেষি-মলিনচিত্ত:ব্যক্তি,কুতর্কদ্বারা উপহত হইয়াছিল, অসন্দিগ্ধ-সিদ্ধান্তবায়ুদ্বারা গৌরচন্দ্র কর্ত্তৃক ধূলির ন্যায় তাহারা হঠাৎ বিতাড়িত হইয়াছিল। যাহাদিগের চিত্ত বৃথা ঔদ্ধত্যদ্বারা গর্ব্বান্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের সেই চিত্ত—শ্রীগৌরচন্দ্র কর্ত্তৃক স্বকীয় প্রেমদ্বারা সহসা নিজ প্রণয়াস্পদীভূত করিয়াছিলেন ॥ ১৪২

বিদ্বাংসঃ প্রতিভান্বিতাঃ সপদি যে বাদানুবাদে রতা
গর্ব্বান্ধাঃ কুলগৌরবাঙ্কিতধিয়ো যে কৃষ্ণবিদ্বেষিণঃ।
যে জাতাঃ কলিরাজভৃত্যসনিভাস্তেষাং হৃদি স্থাপনাৎ
প্রেম্নঃ সারসিকস্য কস্যচিদনেনাপাদিতং তন্ময়ং ॥ ১৪৩

যে সকল বিদ্বান্ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ জন্য তদ্বিষয়ক প্রতিভান্বিত হইয়া সহসা বাদবিতণ্ডানুরক্ত এবং কুল গৌরব দ্বারা অঙ্কিত-বুদ্ধি সুতরাং বিদ্যানিবন্ধনও গর্ব্বান্ধ, অতএব কৃষ্ণদ্বেষী ও কলিরাজের প্রিয়-ভৃত্যস্বরূপ হইয়া "আমি ব্রাহ্মণ ও মহাপণ্ডিত" এইরূপ বাক্যের দ্বারা যাঁহারা স্বকীয় চিত্তকে গর্ব্বদূষিত করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের সেই চিত্তে কোন এক অনির্ব্বচনীয় সারসিক প্রেমের স্থাপনাহেতু ইঁহা কর্ত্তৃক সেই চিত্ত, প্রেমময় কৃত হইয়াছিল ॥ ১৪৩

কদম্বকুসুমাকৃতিস্ফুরদমন্দরোমোদ্গমং
প্রতপ্তকনকোজ্জ্বলদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতং।

বপুর্ললিতভানুজাবিরহমাধুরীধোরণং
দধন্নটতি পাবনঃ প্রভুবরঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৪৪

সুললিত-বৃষভানু-সুতার বিরহজাত-মধুরিমবাহি, অতএব সত্বোদ্ভব-হেতু কদম্ব কুসুমাকার তুল্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে সুন্দর উন্মুখ লোমাবলি যাহাতে, এবং উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি সমূহ দ্বারা সন্দীপিত যে দেহ, তাহা ধারণ করতঃ প্রভুবর শচীনন্দন জগৎ পবিত্রকারী হইয়া নৃত্য করিতেছেন ॥ ১৪৪

মাতা স্নিহ্যতি নো পিতাপি সহসা বৈগুণ্যমালম্বতে
পুত্রঃ কুপ্যতি নিন্দতি প্রতিপদং বৈমুখ্যমাশ্রিত্য রে।
ভীমভ্রূকুটিমৎকটাক্ষবলিতা কান্তাপি নালিঙ্গতে
যস্মৈ তদ্বিজহীহি বিত্তমচিরাচ্চিত্তং হরৌ স্থাপয় ॥ ১৪৫

যে ধনের জন্য জননী বীতস্নেহা হয়েন, পিতাও হঠাৎ বৈগুণ্য অবলম্বন করেন, পুত্র কোপ করেন এবং পদে পদে বৈমুখ্যাশ্রয় করিয়া নিন্দা করেন। ভীষণ অবজ্ঞার সহিত কটাক্ষযুক্তা হইয়া ভার্য্যাও আলিঙ্গন করেন না। যে অর্থে এতাদৃক্ অনর্থোৎপত্তি হয়, তাহাকে শীঘ্র ত্যাগ কর ও তোমার চিত্ত সেই গোপীর চিত্তচোর গৌরহরিতে স্থাপিত কর ॥ ১৪৫

যস্মৈ তে কলয়ন্তি বিপ্রিয়মহো পিত্রা স্বয়ং বান্ধবা
ভ্রাতা বৈরিতয়া বিচিত্রখলতা ধত্তে হি চিত্তে মুহুঃ।

কান্তাভৃত্যসুতাদয়োঽপি সহসা বৈরিত্বমাবিভ্রতি
স্বার্থায়াপ্রতিমাত্মনে বয়মলং তস্মৈ নমস্কুর্ম্মহে ॥ ১৪৬

যাহার জন্য জ্ঞাতিগণ পিতার সঙ্গে মিলিত হইয়া বিপ্রিয়াচরণ করিয়া থাকেন। এবং ভ্রাতা শক্রতার সহিত অদ্ভুতখলতা চিত্তে পোষণ করেন। ভার্য্যা পুত্র ভৃত্য প্রভৃতি হঠাৎ শক্রতা-ধারণ করেন, সেই অনুপম-স্বভাব স্বার্থের উদ্দেশে মুহুর্মুহুঃ আমরা নমস্কার করিতেছি ॥ ১৪৬

উদীর্ণরতিমাধুরীস্ফুরিতচারুভাবোন্মদঃ
কলিপ্রভবকল্মষদ্বিরদভীতিহন্তা হরিঃ।
নিজপ্রিয়তয়া মুদা কলিভুবাং হৃদুল্লাসয়ন্
নিসর্গকরুণার্দ্রহৃৎপুরটসুন্দরো নৃত্যতি ॥ ১৪৭

উদ্‌গত হইয়াছে রতি সম্বন্ধিনী যে মাধুরী তদ্দ্বারা স্ফুরিত হইয়াছে মনোহর যে ভাব, অর্থাৎ প্রেমাঙ্কুর, তদ্বিষয়ে প্রমোদবিশিষ্ট, এবং কলিজাত পাপ হস্তীর ভয়হন্তা স্বয়ং সিংহোপম, এবং কলিসঞ্জাত জীবের হৃদয়কে নিজপ্রেম দ্বারা সানন্দে উল্লসিত করতঃ, স্বাভাবিক দয়ার্দ্রমানস স্বর্ণকান্তি হরি নৃত্য করিতেছেন ॥ ১৪৭

প্রমাদকলিতাত্মধীপ্রথিত-মায়য়া সঙ্গতা
বিহায় যদি তৎপদং কলিমলাপহং ভ্রাম্যথ।

কথং বরভয়াত্তদা সরভসং ভবেন্নিষ্কৃতিঃ
সদা বিপথগামিনো ভবত সাবধানাস্ততঃ ॥ ১৪৮

অনবধানতা-দ্বারা প্রকটিত নিজ বুদ্ধি, এবং তদ্দ্বারা ব্যক্ত মায়া দ্বারা মিলিত হইয়া, নিজহিত স্বরূপ কলিমলাপহ তাঁহার, অর্থাৎ হরির চরণ ত্যাগ করিয়া ভ্রান্তবৎ সংসার পথে যদি ভ্রমণ কর, তাহা হইলে কি করিয়া সহসা সেই দুরন্ত কলিভয় হইতে মুক্ত হইবে? হে বিপথগামিগণ! এখনও সাবধান হও ॥ ১৪৮

আত্মজ্ঞানসদৃক্ বদন্তি কিল যং বৈদান্তিকা ব্রাহ্মণাঃ
সত্যং সত্ত্বময়ং প্রধানপুরুষং ব্রহ্মস্বরূপং মুহুঃ।
নব্যাঃ কিন্তু বয়ং তমেনমসকৃৎ প্রোত্তপ্তহেমদ্যুতিং
মাধুর্য্যৈকরসং নবীনবয়সং গৌরাঙ্গমেব স্তুমঃ ॥ ১৪৯

বেদান্তবিদ্ব্রাহ্মণগণ যে সত্ত্বগুণময় সত্যাত্মক প্রধান-পুরুষকে ব্রহ্ম-স্বরূপ—অর্থাৎ আকৃতি শূন্য আকাশের ন্যায় সর্ব্বঘটে বিদ্যমান বলিয়া থাকেন, সেই তাঁহাকে নব্য আমরা শত সহস্রবার মাধুর্য্য একমাত্র রস হইয়াছে যাহাতে, এবং নূতন বয়স যাঁ'র, সেই উত্তপ্তকনক-কান্তি গৌরাঙ্গকে স্তব করি ॥ ১৪৯

অরে মিথ্যাতর্কৈস্ত্বমিহ কতি কালং প্রভুবরং
পরং সান্দ্রাম্ভোদৈরবিমিব মুহুঃ সম্বরয়সি।
অসাধ্যে সাধ্যত্বং কলয়িতুমনাঃ সাধয়সি যদ্
জিঘৃক্ষা পাণিভ্যামিব তব বিধোস্তদ্দিবিষদঃ ॥ ১৫০

স্বীকার করিলাম তুমি একজন প্রতিভাসম্পন্ন তার্কিক! কিন্তু তুমি কত দিন আর নিবিড় জলদঘটা দ্বারা সূর্য্যের ন্যায়, মিথ্যা তর্কজাল-দ্বারা মহামহিম শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রকে সম্বরিত করিবে। এই অতীব অসাধ্য বিষয়ে সাধ্যত্ব সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া, যাহা করিতেছ,তাহা তোমার গগনচর বিধুকে হস্ত দ্বারা ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করার ন্যায়, কেবল বিড়ম্বনা মাত্র এবং অনর্থ শ্রমাবসায়ী ॥ ১৫০

মনোরমতনুদ্যুতিস্ফুরদমন্দসান্দ্রচ্ছটা-
সলীলসুবিড়ম্বিতামলসুধাংশুকোটিশ্রিয়া।
কলৌ প্রভুবরেণ সুপ্রবলপাপবিন্ধ্যাচলঃ
স্বয়ং ঘটভুবেব হানমিতমস্তকো দ্রাক্‌কৃতঃ ॥ ১৫১

মনোহরতনুর শোভা হইতে স্ফুরিত উত্তম যে নিবিড় ছটা, তদ্দ্বারা অনায়াসে বিড়ম্বিত হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক নির্ম্মলচন্দ্র-কোটির শ্রী, এতাদৃশ প্রভুবর কর্ত্তৃক অগস্ত্যবৎ প্রবল পাপরূপ বিন্ধ্যপর্ব্বত সহসা কলিতে নমিত-মস্তক কৃত হইয়াছিল ॥ ১৫১

যন্নাম রোগমখিলং কিল হন্তি কৃষ্ণে-
ত্যুচ্চারিতং সকৃদপি প্রচুরানুরাগৈঃ।
তস্যাত্র দুঃখমিতি মে প্রতিভাতি নিত্যং
নাস্মি প্রসহ্য বত তৎপ্রণয়ানুরক্তঃ ॥ ১৫২

প্রচুর অনুরাগের সহিত—যাঁহার কৃষ্ণ এই নামটী উচ্চারিত হইয়াই, নিশ্চয় অশেষ রোগহনন করে, ইহা জানিয়া শুনিয়াও এই ত্রিতাপ-বেষ্টিত

সংসারে যে আমি সহসাই তাঁহার প্রণয়ানুরাগী হইতেছি না, এইটীই সেই হতভাগ্য আমার নিত্য দুঃখরূপে জাজ্বল্যমান হইতেছে ॥ ১৫২

অভ্যস্তং বিধিবোধিতং বহুবিধং শাস্ত্রং যদর্থং ময়া
তত্তাবদ্বিপরীতমেব নিয়তেদোষাদ্বভূবাঞ্জসা।
যস্মাদুজ্ঝিতবাসনেন বিহিতো রাগো ন গৌরার্চ্চনে
শাস্ত্রাভ্যাসফলং মদীয়মগমদ্ভক্তিং বিনা ব্যর্থতাং ॥ ১৫৩

যে জন্য ঋষি-প্রণীত বহুবিধ শাস্ত্র আমি কণ্ঠস্থ করিলাম, ভাগ্যদোষে বাস্তবিকই সে সমুদয় আমার বৈপরীত্যলাভ করিল। যেহেতু এই ভীষণ কলিতে মৎকর্ত্তৃক বাসনাশূন্য হইয়া শ্রীগৌরার্চ্চনে অনুরাগ বিহিত হইল না, সেই জন্য নিশ্চয়ই শাস্ত্রাভ্যাসের ফল, ভক্তি-ব্যতীত আমার সকলই বিফল ॥ ১৫৩

সম্যঙ্‌ নাম হরে ত্বদীয়মমলং তুণ্ডোৎসবেনাস্য মে
ধামেন্দীবরমঞ্জুলং প্রথয়তি প্রোদ্দামনেত্রাঞ্জনং।
বংশীক্বাণকলাশ্রুতৌ বমতি তে পীযূষধারাশ্রিয়ং
স্বান্তে শান্তিধুরাং তনোতি মধুরাং লীলাপি কাং নির্বৃতিং ॥১৫৪

হে হরে! তোমার নির্ম্মল নাম, যেই বদনে উচ্চারণ করি, তখনই সম্যক্ প্রকারে বদনানন্দের সহিত তোমার ইন্দীবরসদৃশ মনোজ্ঞ-শ্যামলকান্তি আমার লোচনাঞ্জন অর্থাৎ নেত্রে এক প্রকার শৈত্য বিস্তার করে। তোমার বংশীধ্বনির সামান্য একটু অংশ, কিংবা গীতিলহরী, তাহাও আমার শ্রুতিকুহরে অমৃতধারা ঢালিয়া দেয়,

এবং তোমার বিশ্ববিমোহিনী লীলা চিত্তে কোন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শান্তিবাহিনী মধুরা প্রীতি বিস্তার করিতেছে ॥ ১৫৪

ময়ি স্বার্থান্ধাস্তে গলিতরতয়ঃ স্যুর্যদি পুন-
র্বত ভ্রাতা মাতা স চ জনয়িতা স্নেহরহিতাঃ।
ততঃ কিং কর্ত্তব্যং হরিপদমৃতে ক্বাপি ন গতি-
র্ময়া যত্নাদ্ধার্য্যং তদিদমতিমাত্রং জগতি যৎ ॥ ১৫৫

স্বার্থান্ধ তাঁহারা যদি আমাতে বিগলিতানুরাগ হইয়া ভ্রাতা মাতা এমন কি পিতাও বীতস্নেহ হয়েন, তাহা হইলে আমার কি করা উচিত? বোধ হয় হরিপদ ব্যতীত আর কোথাও আমার গত্যন্তর নাই। যে হেতু জগতে সাধুজন সকল সহায়হীন হইয়া, যাহা একান্ত আশ্রয় করেন, তাহাই সযত্নে আমার অতিমাত্র ধার্য্য হইয়াছে, তদ্ব্যতীত কিছুই নাই ॥ ১৫৫

ভ্রমন্তি স্বার্থাদ্ যে প্রতিনিয়তবিত্তান্বিতধিয়ঃ
সমন্তাত্তে সর্ব্বে মম বিপুলবিদ্বেষিণ ইহ।
অসম্ভাব্যং চিত্তে বিকৃতিভরমুৎপাদ্য সহসা
নয়ন্ত্যেতে যস্মান্নিকৃতিময়সংসার-নিরয়ে ॥ ১৫৬

প্রতিনিয়ত ধন জন্য অন্বিত বুদ্ধি হইয়া যাহারা স্বার্থ হেতু আমার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, তাহারা আমার ভীষণ শত্রু, যেহেতু আমার নিতান্ত স্বস্থ ও প্রসন্নচিত্তে ইহারা সহসা নিরতিশয় বিকার উৎপাদন করতঃ যাতনাপূর্ণ সংসার-নরকে পাতিত করে ॥ ১৫৬

প্রমোদশতসঙ্গমে পথি মহাপ্রভুখ্যাপিতে
মহোজ্জ্বলরসাত্মিকে শ্রবণকীর্ত্তনানন্দিতে।
নিমজ্জয় মনঃ পদে প্রবলতাপদুঃখচ্ছিদি
প্রকামসুখদে শচীতনুভবস্য ভব্যেপি চ ॥ ১৫৭

বিশুদ্ধ হর্ষাতিশয় মিলিত, এবং শ্রবণ কীর্ত্তন-জনিত আনন্দ দ্বারা ব্যাপ্ত, এমত যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুখ্যাপিত উজ্জ্বল রসময় পথ, যাহা প্রবল ত্রিবিধ তাপজড়িত দুঃখের ছেদক, তাহাতে সুখ পূর্ব্বক মনকে নিমজ্জিত কর। আরও সেই সমস্ত দুঃখের মহৌষধের স্বরূপ পথের আবিষ্কর্ত্তা যিনি, সেই শচীনন্দনের মঙ্গলময় পদেও ঐ সঙ্গে মনকে নিমজ্জিত কর ॥ ১৫৭

অনুক্রোশাদ্ যস্য প্রচলতি চ পদ্ভ্যামবিরতং
সদানন্দং দেহী যদনুকৃপয়া চ প্রলভতে।
ক্ষিণোতি প্রারব্ধং ননু যদভিধানং কথয়তাং
পরং ব্যর্থং তেষাং তমিহ খলু জন্মাহপ্যভজতাং ॥ ১৫৮

যাঁহার করুণাহেতু জীব পদদ্বয়ে ভর করিয়া চলিতেছে, এবং যাঁহার কৃপায় জীব সদা আনন্দ লাভ করিতেছে, যাঁহার পবিত্র নাম-কথকদিগের নিশ্চয়ই প্রারব্ধ ক্ষীণ হইতেছে। ইথম্ভূত গুণশালী সেই গৌরগুণমণিকে যাহারা না ভজে, তাহাদের জন্মই বৃথা ১৫৮

বিচিন্তয়সি যং মুহুঃ স্বজন ইত্যহো মায়য়া
স কিং ভবতি তে কচিন্নিজজনো বদেতি ধ্রুবং।

যদেব নয়তি দ্রুতং কিল ভবাব্ধিপারান্তরং
স্বকীয়মিতি তদ্ধরেশ্চরণপঙ্কজং ভাবয় ॥ ১৫৯

মায়ামুগ্ধ হইয়া যাহাকে তুমি নিজজন বলিয়া পুনঃ পুনঃ ভাবিতেছ তুমি নিশ্চয় করিয়া ইহা বল দেখি যে সে তোমার কখন আপনার কি না! যখন অন্তিমকালে তোমার সঙ্গী কেহ নয়, তখন সে আপনার কি সে? যে বস্তু আদিতে মধ্যে ও অন্তে তোমার সহচর, অর্থাৎ অন্তিমকালে যাহা তোমাকে সুদুস্তর ভবাম্বুধির পরপারে অতি শীঘ্র লইয়া যায়, সেই হরি-চরণপদ্মই নিজের সর্ব্বস্ব ইহাই চিন্তা কর ॥ ১৫৯

অসংশয়ং ভব্যভবার্ণবাতরং প্লবং ত্রিতাপাত্মককৃচ্ছ্রবারকং।
কলৌ হি গৌরস্য মহাকৃপানিধের্গৃহাণ রে নামভবঘ্নমুত্তমং॥১৬০

সন্দেহ-রহিত ও মঙ্গলময় ভবপারের সম্বল এবং ত্রিতাপজনিত কষ্ট-নিবারক ও তমোনাশক এবং জন্মবারক, সেই কৃপানিধি শ্রীগৌরচন্দ্রের পবিত্র মধুর নামটী এই কলিতে গ্রহণ কর ॥ ১৬০

কুটুম্বরক্ষার্থমথো সমুদ্যতা
কুকার্য্যজাতং ক্রিয়তে ন কিং ত্বয়া।
ন কেঽপি তে তৎফলভাগিনো ভব-
ন্ত্যলং নিবর্ত্তস্ব ধিয়া বিচিন্ত্য তৎ ॥ ১৬১

পুত্রকলত্রাদির ভরণ পোষণার্থ তুমি কোন্ বিধিবিগর্হিত কর্ম্ম না করিতেছ? যত কুকার্য্য তাহাদের জন্য তুমি কর না কেন, কিন্তু সেই সকল কুকার্য্যের ফলভোগ তাহারা কেহই করিবে না, অতএব বুদ্ধি দ্বারা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হও ॥ ১৬১

গৃহাণ শীঘ্রং শরণং শচীসুত-
পদে বিপত্তের্ভয়মেব যাস্যতি।
কলৌ হি নান্যদ্ধিতমাত্মনো জনে
বিনা হরেঃ প্রেমরসানুশীলনাৎ ॥ ১৬২

পদে পদে এই সংসারে বিপন্ন হইয়াও তোমার জ্ঞানোদয় হইতেছে না। সেই শচীনন্দনের চরণে শরণাপন্ন হও, এই ক্ষণেই বিপত্তির ভয় দূর হইয়া যাইবে। যেহেতু সেই কলিপাবনাবতার মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রকটিত কৃষ্ণপ্রেমের অনুশীলন ব্যতীত এই জগতে ভীষণ কলিকালে নিজ মনুষ্যজন্মের হিত অন্য কোন স্থান হইতে, দ্বিতীয় কোন উপায়-দ্বারা হইতেই পারে না ॥ ১৬২

নিজং চরিত্রং পরিতো বিচার্য্য ত-
ন্নিরাবিলত্বং প্রথমং বিধীয়তাং।
পরাপবাদেন দিনং নয়ন্তি যে
ন তে ক্বচিদ্গৌরপদাব্জমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৬৩

তুমি প্রথমতঃ বিচারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া নিজ চরিত্র নির্ম্মল কর, পরনিন্দা করিও না। কারণ যাহারা নিষ্কর্ম্মা, সুতরাং পরনিন্দা দ্বারা দিনযাপন করে, তাহারা কখনই শ্রীগৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম পাইতে পারে না ॥ ১৬৩

সুখং যতস্তে ভবিতা ত্বমাত্মনো
মনাঙ্ন জানাসি কলৌ তদঞ্জসা।

হরেঃ কথাভির্বিমলাভিরুত্তমং
সতাং প্রসঙ্গাদ্ধি জনুঃ সুসিধ্যতি ॥ ১৬৪

এই কলিতে যদ্দ্বারা তোমার সুখ হইবে, বাস্তবিক তুমি তাহা সামান্যাকারেও জান না। যেহেতু সাধুদিগের সংশ্রয় করিলে বিমল হরি কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তদ্দ্বারা তোমার মনুষ্য জন্ম তমোরহিত হইয়া সুন্দররূপে সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ১৬৪

যন্নাম প্রবলামসঙ্ঘদলনে ভব্যং মহাভেষজং
সংসারার্ণবভীমভঙ্গতরণে নিস্তারবীজোপমং।
নৃণাং যদ্‌গুণকীর্ত্তনং তরণকৃদ্দুর্ব্বারতাপত্রয়াৎ
তদ্গৌরস্য গুণার্ণবস্য মহিমা ব্রহ্মাদিভির্গীয়তে ॥ ১৬৫

যাঁহার নাম প্রবল রোগ সমূহের দলনে মঙ্গলময় মহৌষধ, সংসার সাগরের ভীষণ-তরঙ্গোত্তরণে নিস্তার-বীজতুল্য, যে নামের গুণকীর্ত্তন, দুর্ব্বার তাপত্রয় হইতে ত্রাণকর্ত্তৃ, সেই গৌরসুন্দরের মহিমা ব্রহ্মাদি-দেবগণ কর্ত্তৃক গীত হইতেছে ॥ ১৬৫

নিধেয়মনুরাগতঃ স্বজনসঙ্গতো নির্ম্মলং
দুরন্তবিষয়াত্মনঃ প্রতিনিবর্ত্ত্য গৌরে হরৌ।
কলাবিতরকর্ম্মণাং স্থিরধিয়া পরিত্যাগতো
বিমৃশ্য পরিগৃহ্যতাং সপদি গৌরভক্তিস্ত্বয়া ॥ ১৬৬

পরম হরিভক্তদিগের সঙ্গ হেতুক নির্ম্মল মনকে, দুষ্ট বিষয় হইতে আকৃষ্ট করিয়া,—অর্থাৎ তাহা হইতে নিবর্ত্তিত ক'রে, অনুরাগের সহিত

শ্রীগৌরহরিতে নিহিত কর। এবং ইতর কর্ম্ম সকলের ত্যাগ করিয়া, তুমি স্থিরবুদ্ধি হ'য়ে বিবেচনা পূর্ব্বক সহসাই শ্রীগৌর-ভক্তির পরিগ্রহ কর। কলিতে অন্য উপায় নাই ॥ ১৬৬

অশেষমহিমস্ফুরন্মধুরমাধুরীধোরণাং
সুচারুগুণরাজিসম্বলিত-কৃষ্ণভক্তিশ্রিয়ং।
পবিত্রহরিনাম্নি নির্ভরকুতূহলং বিভ্রতো
বিহাপিতুরলং পদং ভজ শচীসুতস্যাম্বহং ॥ ১৬৭

অশেষ মহিমসহ-পরিস্ফুরিত মধুর রসের মাধুরীর বহনকর্ত্রী, এবং মনোহর গুণসমূহ মিশ্রিত যে কৃষ্ণভক্তিরূপ সম্পত্তি, তাহার দাতা এবং পবিত্র হরিনাম কীর্ত্তনে অতিশয় আনন্দিত সেই শচীনন্দনের চরণ দিবারাত্র ভজ ॥ ১৬৭

অতীববিনয়স্ফুরৎসুজনশিক্ষণায়াঞ্জসা
ব্রতং সদনুমোদিতং দিবিষদাং মুহুর্দ্দুর্ল্লভং।
কটূক্তিমপি শৃণ্বতাহ্বিকৃতচেতসা দুঃসহাং
তথাপি কিল যেন নোজ্ঝিতমথাত্মভক্তিপ্রদং ॥ ১৬৮

অত্যন্ত বিনয়যুক্ত যে সজ্জনের শিক্ষা, তজ্জন্য বাস্তবিকই যিনি দেব-দুর্ল্লভ সজ্জনানুমোদিত, নিজভক্তিপ্রদ ব্রত, ধর্ম্মধ্বজিগণের বহুবিধ কটু-বাক্য যাহা অন্য লোক সহ্য করিতে পারে না, তাহা অবিকৃতচিত্তে শ্রবণ করিয়াও ত্যাগ করেন নাই। অর্থাৎ জীবতারণের জন্য ধৈর্য্য সহকারে যে নিয়ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং অমানী হইয়া সাবধানে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১৬৮

অপূর্ব্ববিনয়োল্লসন্মহিমকোটিভিঃ সঙ্গতাং
সমুজ্জ্বলরসস্ফুরন্মধুরমাধুরীধোরণাং।
প্রমোদজননীমথো ললিতলীলয়োদ্ভাবিতাং
প্রদাতুমিহ যঃ কলাববততার ভক্তিশ্রিয়ং॥ ১৬৯

অদৃষ্টপূর্ব্ব-বিনয়ভূষিত-মহিমাবলিদ্বারা মিলিতা, এবং উজ্জ্বলরসসম্ভব সুললিতমাধুর্য্যবাহিকা, বিমল আনন্দের প্রসবভূমি এবং মধুরলীলা-দ্বারা উদ্ভাবিতা, নিজ ভক্তিরূপ সম্পত্তি দান করিবার জন্য যিনি কলিতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন॥ ১৬৯

অসৎসঙ্গাৎ কামং বিমলহৃদয়াণামপি হঠাদ্
বিকারস্য ছায়া হৃদি ফলতি কাপ্যদ্ভুততরা।
প্রসাদঃ সৎসঙ্গান্মনসি চ তথা কশ্চন ভবেৎ
ততস্ত্বং সৎসঙ্গে রচয় বসতীচ্ছামনুদিনং॥ ১৭০

অসৎসঙ্গ জন্য নির্ম্মল হৃদয়দিগের হৃদয়েও, কোন এক প্রকার বিচিত্র বিকারের ছায়া সহসা সবিশেষ প্রতিফলিত হয়। আবার সাধুসঙ্গ জন্য সেইরূপ বিনয়াত্মক এক প্রকার প্রসন্নতা পূর্ণ কোন অনির্ব্বচনীয় নবভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব সৎসঙ্গে বসতির বাঞ্ছা মনে নিরন্তর কর॥ ১৭০

রাধাপ্রেমনিরাবিলং যদি মনঃ কিং নিত্যকর্ম্মাদিভিঃ
কিং তস্যাত্র ভুবি প্রয়োজনমথ জ্ঞানেন যোগেন বা।

তীর্থাদিভ্রমণং মুধা যদি পুনর্দিষ্ট্যা হৃদুন্মাদিনী
শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভৌ কলিযুগে ভক্তিঃ সমুন্মীলতি ॥১৭১

শ্রীরাধার প্রেমদ্বারা যদি চিত্ত নির্ম্মল হয়, তবে নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাদি দ্বারা কি হবে? বল দেখি! তাহার যোগ কিংবা জ্ঞান কিংবা অন্যান্য কার্য্যেই বা কি প্রয়োজন? তীর্থভ্রমণপ্রভৃতিও মিথ্যা, বাস্তবিক যদি ভাগ্যবশতঃ এই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতে হৃদয়োন্মাদিনী ভক্তি উন্মীলিতা হয়েন, তাহা হইলে পৃথিবীতে মনুষ্যের তাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠতম লাভ কিছুই নাই ॥ ১৭১

বতরতি ভুবি কৃষ্ণে যন্ন লোকৈরুপেতং
তদধিগতমপূর্ব্বং গৌরচন্দ্র-প্রসাদাৎ।
মধুরমধুরভাবোন্মীলিতানন্দকন্দং
নিজমহিমবিকাশং প্রেমমাধুর্য্যপূরং ॥ ১৭২

পূর্ব্বে দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণাবতার হইলে, জগদ্বাসিজন যাহা না পাইয়াছিল, কলিযুগে জীবতারণ-শ্রীমন্মহাপ্রভু-গৌরাঙ্গ-প্রসাদাৎ সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মাধুর্য্যপূর এবং মধুর হইতেও মধুর-ভাবদ্বারা-প্রকটিত হইয়াছে আনন্দের নবাঙ্কুর যাহাতে, এমত নিজ মহিমরাজির বিকাশক সেই অপূর্ব্ব প্রেম, তাঁহারা অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৭২

তৃণাদপি সুনীচতামধিগতঃ স্বয়ং বৈষ্ণবে
বিধেহি সুসমাদরং লসদকৈতবশ্রদ্ধয়া।
প্রমোদলহরীপরিস্ফুরিতগৌরভক্তিং দধদ্
ভজাঙ্গ শুভসঙ্গতস্তদমলাঙ্ঘ্রিপদ্মং মুদা ॥ ১৭৩

তৃণ হইতেও নীচতাশ্রয় করতঃ স্বয়ং অকপট-শ্রদ্ধাদ্বারা হরিভক্তজনে নিরতিশয় সমাদর কর। পশ্চাদানন্দ-লহরীদ্বারা-সমুল্লসিত-শ্রীগৌরভক্তি-ধারণ করতঃ ফলাভিসন্ধি-রহিত হইয়া কল্যাণপ্রদ সঙ্গাশ্রয়ে হর্ষের সহিত সেই গৌরপাদপদ্ম ভজ॥ ১৭৩

যদীহ করুণালসৎপ্রভুকটাক্ষপাতেন তৎ-
পদং শরণমিচ্ছসি প্রকৃতবৈষ্ণবাংস্ত্বং ভজ।
যতস্তদনুকম্পয়া বিমলভক্তিসম্পাদিনীং
রতিং হি তনুতে দ্রুতং সুজনসঙ্গতিঃ কাঞ্চন॥ ১৭৪

তুমি যদি এই জগতে করুণাভূষিত প্রভু-কটাক্ষপাতের সহিত তাঁহার চরণে শরণাগত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তগণকে অগ্রে ভজ। কারণ—বৈষ্ণব-সঙ্গ হইতেই গৌরকৃপাসহ বিমলভক্তি-সম্পাদিনী রতি পাওয়া যায়। ঐ সাধুসঙ্গতি কোন অনির্ব্বচনীয়া ভক্তি-দায়িনী রতি বিস্তার করে॥ ১৭৪

যতোঽন্ধশ্চক্ষুষ্মানপি চলতি পঙ্গুশ্চরণবান্
বিহীনো বাহুভ্যামপি তরতি শীঘ্রং জলনিধিং।
তদেব শ্রীরাধাপ্রণয়রসবিস্ফূর্জ্জিতমদঃ
শ্রয়াঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গকলিতমহাপ্রেম বিমলং॥ ১৭৫

যাহা হইতে অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয় এবং পঙ্গু চরণবিশিষ্ট হইয়া চলিয়া বেড়ায়, বাহুহীন ব্যক্তিও সন্তরণ দ্বারা সমুদ্র পারে যায়, সেই শ্রীরাধার প্রণয়রসের কোন বিস্ফূর্জ্জনময় এই শ্রীগৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক প্রকটিত বিমল প্রেম তুমি আশ্রয় কর॥ ১৭৫

মুখেন গৃণ্বংস্তব নাম সন্ততং
হরীতি শৃণ্বন্ শ্রবণেন কেশব।
দৃশা চ পশ্যন্ননিমেষয়া তনুং
কদা সুখী স্যাং চরণৌ নিষেব্য চ॥ ১৭৬

হে প্রভো! তোমার "হরি" এই নামটী মুখ দ্বারা উচ্চারণ করতঃ, হে কেশব কর্ণ দ্বারা ঐ নাম শ্রবণ করতঃ, এবং অনিমেষ নয়নের দ্বারা তোমার সুন্দর বিগ্রহ দর্শন করিয়া, ও চরণ যুগল সেবন করিয়া আমি কবে সুখী হইব॥ ১৭৬

কিমাদ্যমথ সৌভগদ্রুমসমুদ্ভবং নঃ সুমং
ফলোন্মুখতয়া দধদ্বপুরপূর্ব্বগৌরং বভৌ।
তদেব নিগমাগমাত্মকমহালতাসম্ভবং
ফলং কিমপি চিন্ময়ং সমুদিতং জগৎশ্রেয়সে॥ ১৭৭

আহা! কলিতে কি আমাদের সৌভাগ্য-বৃক্ষের সমুৎপন্ন আদ্যপুষ্প গৌরকলেবর ধারণ করিয়া ফলোন্মুখত্ব-পুরস্কারে দীপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ আমাদের সৌভাগ্য বৃক্ষ ফলোন্মুখ প্রায় হইয়াছিল কি? অথবা সেই গৌরদেহটী, নিগমাগম রূপ মহালতা-জাত কোন অনির্ব্বচনীয় চিন্ময় ফল, জগতের মঙ্গলার্থ প্রকাশ পাইয়াছিল!॥ ১৭৭

চেদীদৃশং করুণয়া প্রভুগৌরচন্দ্রং
যুষ্মদ্ধিতার্থমবতীর্ণমভীষ্টদোহং।
ভক্ত্যাপি তং ন ভজথেহ কথং কুতস্ত্বাঃ
সংসারসিন্ধুতরণং ভবিতা কলৌ বঃ॥ ১৭৮

দয়া করিয়া তোমাদেরই হিতার্থ অবতীর্ণ এবং সর্ব্বাভীষ্ট পূরণে সমর্থ ও ইত্থম্ভূত বহু গুণশালী গৌরচন্দ্রকে তোমরা ভজনানন্দী হইয়া যদি না ভজ, হে কৃতঘ্নগণ! এই কলিতে তোমাদের কিরূপে দুস্তরসংসারসিন্ধু-তরণ ঘটিবে? ॥ ১৭৮

চিত্তেন চেদ্ভজসি গৌরহরিং দয়ার্দ্রং
নির্ধূতসংশয়চয়েন নিরাবিলেন।
তন্মানুষং জনুরতীব সুসিদ্ধিমেত্য
দ্রাগ্দর্শয়েদপি চ তৎকরণীয়জাতং ॥ ১৭৯

নিঃসংশয় ও নির্ম্মল চিত্তে যদি তুমি দয়ার্দ্রহৃদয় প্রভু গৌরহরিকে ভজ, তাহা হইলে তোমার মানুষ জন্ম নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে এবং সত্বর সেই নরজন্মলাভের সমুদয় কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিবে ॥ ১৭৯

সিদ্ধান্তয়ত্যবিতথাত্মরহস্যতত্ত্বং
সন্দর্শয়েদপি নিজং করণীয়মত্র।
ভক্তির্যদি ক্বচিদুদঞ্চতি মুক্তসঙ্গে
শ্রীগৌরচন্দ্রচরণে শরণাত্মিকা দ্রাক্ ॥ ১৮০

যদি সহসা শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণে শরণাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়, যে চরণে জীবন্মুক্তদিগেরও আসক্তি হয়, যদি ভাগ্য-বশতঃ কখন তাহা হয়, তাহা হইলে সেই গৌরভক্তিই তোমার সত্যরূপে আত্মরহস্য-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিয়া দিবে, এবং এই নরজন্মের কর্ত্তব্য সমুদয়ও দেখাইয়া দিতে পারে ॥ ১৮০

দুরন্তবিষয়স্পৃহাং ত্যজ সদাশ্রয়ং স্বীকুরু
প্রভোর্ভজনমাধুরীসুখধুরন্ধরপ্রেমদং।
প্রবাসমিহ মা কৃথা হরিবহির্মুখৈস্ত্বং ক্বচি-
দ্ধরের্ভজননন্দিভিঃ কুরু মনস্ততঃ সঙ্গতং ॥ ১৮১

দুরন্ত বিষয় বাসনা ত্যাগ কর, এবং হরি-ভজন-জনিত মাধুর্য্য-সুখ-বাহি যে প্রেম তৎপ্রদ যে সাধুসঙ্গ, তাহাকে আশ্রয় কর। এই জগতে আসিয়া তুমি কখনই হরিবহির্মুখ জনের সহিত বাস করিও না। সেই জন্য নিত্য হরি-ভজনানন্দি-জনের সঙ্গে মনকে সঙ্গত কর ॥ ১৮১

প্রসহ্য কলুষীকরোত্যপি মনঃ প্রসন্নং যত-
স্তমেব ভৃশমুদ্ভটং নিরয়নায়ি সঙ্গং ত্যজ।
প্রসীদতি মনো যতঃ কুরু চ তং সতাং সঙ্গমং
হরের্ভজনমাধুরীপ্রদমহারসোদ্দীপকং ॥ ১৮২

যাহা দ্বারা প্রসন্ন ও নির্ম্মল মনকে মলিন করিয়া দেয়, সহসা সেই নরকনেতৃ-সঙ্গ ত্যাগ কর। এবং যাহা হইতে মলিন মনঃ প্রসন্ন ও নির্ম্মল হয়, সেই হরির ভজনমাধুরীপ্রদ মহারসের উদ্দীপক সজ্জনদিগের সঙ্গ কর ॥ ১৮২

প্রগৃহ্য জনুরদ্ভুতং করুণয়া হরের্মানুষং
প্রশস্তকুলসম্ভবস্তদপি ন স্মরস্যেবতং।
কলৌ কলিমলাপহং বত ভবাব্ধিনিস্তারকং
প্রভুং প্রণতপালকং ত্বরিতমেব গৌরং ভজ ॥ ১৮৩

অনার্য্য মনুষ্যের কথা ধরি না। তুমি ভাবিয়া দেখ দেখি! সেই হরির করুণায় কত জন্মের পর এই সুদুর্ল্লভ নরজন্ম পাইয়া, তাহাতে আবার কেবল সামান্য নরজন্ম নহে, প্রশস্ত বিপ্রাদিকুলে জন্মিয়াও সেই দয়াময় হরিকে স্মরণ করিতেছ না, ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে? তিনি কলিমলাপহ এবং ভবপারের কর্ণধার স্বরূপ এবং স্বয়ং প্রভু, ও প্রণতদিগের পালয়িতা, অতএব এই দুস্তর কলি-ভয়াম্বিত জীবের উদ্ধারার্থ দয়াপরতন্ত্র হইয়া অবতীর্ণ গৌরহরিকে শীঘ্র ভজ। হরি যিনিই হউন না কেন! তোমার বিশিষ্টরূপে ভজিবার লোকত্রয়ে কোন বস্তুই নাই—সর্ব্বত্রই হরির সত্তাজ্ঞানে তাঁহাকে ভজ। বিশ্বাসই তোমার ভজনপথের হরিপ্রদ জানিও॥ ১৮৩

অবিশ্বাসান্নষ্টং ভবতি পরতত্ত্বং সপদি চেদ্
গুরূণাং বাক্যে ত্বং কুরু নিয়তবিশ্বাসমনঘং।
হরৌ সীমাবদ্ধা যদি ভবতি বুদ্ধিস্তব পুন-
র্বিনা বিশ্বাসাত্তং কথমধিগমিষ্যস্যপি হরিং॥ ১৮৪

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর" সমস্ত ঈশ্বর প্রাপ্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রের সারার্থ ঐ পদ্যাংশ টুকু। অবিশ্বাস করিলে যদি সহসা পরতত্ত্ব লুক্কায়িত হয়, আর গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সেই তত্ত্বের যদি সাক্ষাৎকার ঘটে, তবে গুরুবাক্যে তুমি নিঃসন্দেহ অবিচলিত-বুদ্ধি কর। হরিকে তুমি হস্ত পদ বিশিষ্ট একটী সীমাবদ্ধ মনুষ্যাকৃতিমাত্র ভাবিও না। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বে তাঁহার বিভূতি ও সৃষ্টি স্থিতি সংহার বিষয়ক বিচিত্র কৌশল দেখিয়া বিশ্বাসের সহিত সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা দেখিয়া ভক্তি কর। তাঁহার সঙ্কোচ করিও না। একলব্যের বিশ্বাসের পূজা মানিয়া

বিশ্বাসকেই কণ্ঠের ভূষণ কর। প্রতিমাদিতেও কেবল এক বিশ্বাসের মহিমায় বিশ্বব্যাপী হরি আবির্ভূত হয়েন। অতএব বিশ্বাস ব্যতীত জ্ঞান বল, আর ভক্তি বল, যাহা কিছু সকলই বিফল॥ ১৮৪

প্রফুল্লং মে চিত্তং ভবতি হরিনামশ্রবণতঃ
শরীরং রোমাঞ্চং ধরতি চ বিকম্পেন মহতা।
কদা স্তম্ভস্বেদপ্রকটিতমহাভাববলিতো
হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈর্হরিহরি বদিষ্যামি নিয়তং॥ ১৮৫

হরি হরি! এমন দিন আমার কবে হইবে? কবে আমি স্তম্ভ স্বেদের সহিত প্রকাশিত মহাভাবযুক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ হে! এই মধুর নাম নিয়ত বলিব! এবং হরিনাম শ্রবণ করিয়া মন আমার কবে প্রফুল্ল হইবে? এবং শরীর আমার কবে মহাকম্পের সহিত পুলকপূর্ণ হইবে, এমন দিন আমার কবে হইবে?॥ ১৮৫

ধিয়ং ক্ষিপ্রং যদ্বৈ মলিনয়তি সূক্ষ্মামতিতরাং
সুসন্তাপং বাঢ়ং জনয়তি চ মর্ম্মস্পৃগসকৃৎ।
অনুষ্ঠানং সঙ্কোচয়তি হরিভক্তেরনুদিনং
পরাধীনত্বং তৎ সপদি পরিমুঞ্চেহ জগতি॥১৮৬

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" সৎকর্ম্ম মাত্রই বহু বিঘ্নময়; জগতে হরি ভজনে যত বিঘ্ন, এতাদৃক্ বিঘ্ন বোধ হয় কার্য্যান্তরে নাই! প্রথমতঃ প্রতিভা-নাশিনী পরাধীনতার কথা বলি! সহসা সূক্ষ্মবুদ্ধিকে অত্যন্ত মলিন করে,

এবং অরুন্তুদ হইয়া পুনঃ পুনঃ সন্তাপোৎপাদন করে, প্রতিদিন হরিভজনের সঙ্কোচ করে, এমত যে পরাধীনত্ব শীঘ্র ত্যাগ কর॥ ১৮৬

বিচূর্ণয়তি কল্পনাং কবিকৃতাং কবিত্বাত্মিকাং
বিদূরয়তি ভাবনাং হরিপদাব্জসন্নৈষ্ঠিকীং।
প্রসাদময়মানসং বিকৃতিমৎ করোত্যেব যা
জহীহি নিগড়াত্মিকাং সপদি তাং পরাধীনতাং॥ ১৮৭

পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যময়ী স্বকল্পিত কল্পনা যে চূর্ণ করে, এবং হরিপদারবিন্দ পরিনিষ্ঠিত ভাবনা যে দূর করিয়া দেয় ও প্রসন্ন চিত্তকে হঠাৎ বিকৃত করিয়া দেয়, সেই সংসার-নিগড়াত্মিকা পরাধীনতাকে খুব শীঘ্র পরিত্যাগ কর॥ ১৮৭

ন যে প্রভোঃ পাদসরোজসেবিনো
ভবন্তি কামং ভুবি কামকিঙ্করাঃ।
পশোঃ সমানাঃ কিল তে নরা অপি
ধ্রুবং বিশন্তি ক্রমশো হি রৌরবং॥ ১৮৮

এই জগতে যাহারা দয়ালু প্রভুর পাদপদ্মসেবী না হইয়া যথেষ্টরূপে কামের কিঙ্কর হয়, তাহারা নরমূর্ত্তি হইলেও পশুর তুল্য এবং ক্রমশঃ নিশ্চয়ই রৌরবে গিয়া প্রবেশ করে॥ ১৮৮

জ্ঞানং চেদ্বিমলং তবাস্তি বদ কিং সন্ধ্যাদিকার্য্যেণ বা
ভক্তিশ্চেন্নিরবদ্যরাগবলিতা কিং ধ্যানযোগাদিভিঃ।

কর্ম্ম প্রোজ্‌ঝিতবাসনেন যদি বা গৌরে হরৌ ন্যস্যতে
মুক্তিস্তুচ্ছপদং পদং ভবতি তে লভ্যং তদা শ্রীহরেঃ ॥ ১৮৯

যদি সর্ব্বভূতে নিজাত্মার ভগবত্তার সত্তা, এবং ভগবৎস্বরূপ নিজাত্মাতে সেই ভগবদাত্মক ভূত সকলের সত্তা দেখিবার মত জ্ঞান, অর্থাৎ উত্তম ভক্তাধিকার তোমার হয়, তবে আর চিত্তশোধক সন্ধ্যাদিতে তোমার কি প্রয়োজন? কিংবা যদি অনিন্দ্যরাগযুক্তভক্তি হয়, তাহা হইলে ধ্যান ও যোগদ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? আর যদি ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম গৌরহরিতে ন্যস্ত কর, তাহা হইলে মুক্তিত তুচ্ছপদ, অনায়াসেই সেই হরিপদলাভ করিতে পার ॥ ১৮৯

চন্দ্রার্কৌ চলতো নিরন্তরমিমৌ যস্যাজ্ঞয়া সর্ব্বতো
মাধুর্য্যপ্রদমারুতঃ প্রবহতে সাক্ষিস্বরূপো মহান্‌।
প্রোদ্যজ্জ্যোতিরয়ং জ্বলত্যবিরতং বৈশ্বানরঃ পাবনো
জীবো ভ্রাম্যতি যৎকটাক্ষবলিতঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥১৯০

যাহার আজ্ঞাধীন হইয়া এই প্রত্যক্ষীভূত চন্দ্র সূর্য্য, সকল দিকে তেজোবিকিরণ করিতেছেন, মাধুর্য্যপ্রদ মারুত সাক্ষিস্বরূপ হ'য়ে নিয়ত প্রবাহিত হইতেছেন, এবং প্রকৃষ্টরূপে অভ্যুদয় প্রাপ্তবহ্নি অবিরত জগৎ পবিত্র করিয়া জ্বলিত হইতেছেন, এবং প্রাণিগণও যাঁহার কটাক্ষ প্রেরিত হইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। সেই অখিল বিশ্বের নিয়ন্তা কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১৯০

যস্যানুগ্রহলেশতো গুরুরপি জ্ঞানং স্বয়ং প্রাপ্তবান্‌
সৃষ্টেঃ শক্তিমবাপ্য যৎকরুণয়া স্রষ্টা প্রভুত্বং যযৌ

হন্তাদ্যাপি বয়ং শ্রয়াম ন কথং পাদাম্বুজং তস্য তদ্
যদ্গৌরস্য কলৌ ভবাব্ধিতরণে নিস্তারবীজোপমং ॥ ১৯১

যাঁহার কৃপার কণমাত্রে স্বয়ং বৃহস্পতিও পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন। যাঁহার কৃপায় সৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া বিধাতা প্রভুত্বলাভ করিয়াছেন, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, অদ্যাপি আমরা তাঁহার সেই পদারবিন্দাশ্রিত হইতেছি না কেন! কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের যে পদাম্বুজ ভবাব্ধিপারের একমাত্র নিদানতুল্য ॥ ১৯১

আশায়াঃ খলু দাসতামধিগতা ভ্রাম্যন্তি যে মানুষা-
স্তে দাসত্বমিহ ব্রজন্তি নিতরাং সর্ব্বত্র বৈদেহিনাং।
দাসীকৃত্য চরন্তি যে সপদি তামাশাং মুহুর্বৈষ্ণবা-
স্তৎপাদেষু লুঠন্ত্যমী হি মনুজা দাসীভবন্তো ভুবি ॥ ১৯২

যে সকল মনুষ্য এই পৃথিবীতে আশার দাসত্ব পাইয়া ভ্রমণ করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা দেহিগণের দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু যে সকল কৃষ্ণভক্ত, সেই আশাকে দাসী করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহাদের চরণে আসিয়া হঠাৎ সেই আশানিষ্ঠ মনুষ্যগণ দাস হইয়া লুণ্ঠিত হয়েন ॥ ১৯২

দেশাদন্যমতীত্য দেশমপি যে ভ্রাম্যন্তি হা মানুষা
আশাপাশশতেন বদ্ধমনসো বিত্তার্থিনো মূঢ়বৎ।
তে চেদ্গৌরপদাম্বুজে সপদি তামাশাং ক্ষণং বিভ্রতি
দ্রাগায়ান্তি তদাষ্টধা করতলেঽমীষাং স্বয়ং সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৯৩

আশাপাশদ্বারা বদ্ধহৃদয় হইয়া যাহারা দেশ হইতে দেশান্তর, গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, কেবল বিত্তনিবন্ধন মূঢ়বৎ ভ্রমণ করিতেছে, তাহারা যদি ক্ষণকালের জন্য সেই আশা গৌর-পাদপদ্মে ধারণ করে, তাহা হইলে হঠাৎ অণিমাদি-অষ্টসিদ্ধি স্বয়ং ইহাদিগের করতলে আসিয়া উপনীত হয় ॥ ১৩৯

বেধাঃ সৃষ্টিবিধৌ স্বয়ং নিয়মিতো যেন প্রকাণ্ডক্ষিতে-
র্যস্যাপাঙ্গবিভঙ্গতঃ পুনরিয়ং পর্য্যায়তঃ সংস্থিতা।
যেনেশঃ প্রলয়ে বিধৌ নিয়মিতঃ সূরস্তমোনাশনে
জীবো ভ্রাম্যতি যৎকটাক্ষবলিতঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥১৯৪

এই বিশালপৃথ্বীর সৃষ্টিবিষয়ে যৎকর্ত্তৃক স্বয়ং বিধাতা নিযোজিত হইয়াছেন, এবং যাঁহার সামান্য কটাক্ষভঙ্গ দ্বারা এই পৃথ্বী পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিত রহিয়াছে। যাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া রুদ্র প্রলয়, এবং সূর্য্য তমোনাশ করিতেছেন, এবং জীবগণ যাঁহার কটাক্ষবদ্ধ হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, সেই মহামহিম শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১৯৪

ভার্য্যাপুত্রকুটুম্বসঙ্ঘসহিতো নির্গত্য গেহান্মুহু-
র্ম্মৃত্যুব্যালভয়াদ্বত ভ্রমসি যদ্বৈকল্যমাপ্তো ভুবি।
তেন ত্বং বদ নির্বৃতো ভবসি কিং প্রেত্যান্যদেশং কচিৎ
সর্ব্বং কালভয়ান্বিতং হরিপদং তন্নির্ভয়ং সংশ্রয় ॥ ১৯৫

যখন নিজগ্রামে সংক্রামকরোগ প্রবেশ করে, তখন মৃত্যুরূপ-কালসর্প ভয়ে বিহ্বল হইয়া পুত্রকলত্রগণের সহিত গৃহের বাহির হইয়া

এ দেশ ঐ দেশ করিয়া যে ভ্রমণ কর,তদ্দ্বারা কি কখন অবশ্যম্ভাবিকালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সুখী বা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছ? কখনই নহে। যেহেতু সমস্তই কালভয়যুক্ত, সেই জন্য একমাত্র অভয় স্থল, সেই হরিপদ সম্যক্‌রূপে গ্রহণ কর, সেখানে যমের অধিকার নাই॥ ১৯৫

উচ্চৈরপ্যয়মাদরং ন হি তথা যাতি দ্রুমঃ শাল্মলি-
র্নীচৈর্যাতি পরং তরুঃ ফলভরৈশ্চ্যুতো যথা পূজ্যতাং।
আকৃত্যা কিল যো মহান্ ন স মহান্ পূজ্যঃ ফলৈর্মানুষো
ভক্তির্গৌরপদে ফলং ভব ফলী তত্ত্বং তয়া সত্বরং॥ ১৯৬

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াও যেরূপ ফলাতিশয্যনিবন্ধন আম্রতরু জগতে পূজ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, দেখিতে উচ্চ হইয়াও শিমুলবৃক্ষ সেরূপ আদৃত নহে। তবে বুঝা যাইতেছে যে, আকৃতিমহত্ত্ব মহত্ত্ব নহে, ফলদ্বারাই মহত্ত্ব সম্পাদিত হইতেছে। অতএব মনুষ্যেরও মহত্ত্বলাভ করিতে হইলে. কেবল স্থৌল্য বা ব্রাহ্মণত্ব-প্রভৃতি-দ্বারায় নহে, পরন্তু ফলদ্বারাই মহত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়,মনুষ্যের কলিতে শ্রীগৌরহরির পদে ভক্তিই ফল, অতএব হে মনুষ্য! তুমি সত্বর সেই ভক্তিফলে ফলী হইয়া জাতিনির্ব্বিশেষে এই জগতে পূজ্য হও॥ ১৯৬

হিতং যতোঽস্যৈব নৃজন্মনঃ কলৌ
ভবেত্তদেব প্রথমং বিধীয়তাং।
চরিত্রমাধুর্য্যগুণেন সর্ব্বথা
হরেঃ পদং প্রাপ্তুমরং বিচেষ্ট্যতাং॥ ১৯৭

যদ্দ্বারা এই মনুষ্য জন্মের হিতসাধন হয়, সহসা তাহারই পূর্ব্বে-বিধান কর। অনন্তর চরিত্রের মাধুর্য্যগুণ দ্বারা হরিপদ পাইতে যত্নবান হও। ইহাই নৃজন্মের সফলতা দান করে ॥ ১৯৭

নিজং চরিত্রং প্রথমং বিচার্য্য তৎ-
পরং পরেষাং গুণসংরতো ভব।
হরেঃ কথাভির্বিমলাভিরুত্তমো
ভবাশু সদ্ভিঃ কুরু সঙ্গমন্বহং ॥ ১৯৮

প্রথমতঃ স্বীয় চরিত্রের গুণাগুণের বিচার ক'রে, তদনন্তর পরের দোষ না দেখিয়া কেবল তাহাদের গুণপক্ষপাতী হও। অহোরাত্র সাধুদিগের সঙ্গ কর, এবং বিমল হরিকথাশ্রবণদ্বারা শীঘ্র তমঃশূন্য হও ॥ ১৯৮

সদা ধ্যেয়ং যদ্বৈ শিববিধিভিরন্তর্নিয়মতো
মহস্তৎ প্রত্যক্ষং কিমপি চ দিদৃক্ষাময়মিদং
বিভাত্যেবং তস্মাদ্ ধৃতবপুরহোঽস্মাকমধুনা
জয়ত্যেষাং শ্লাঘ্যং জগদুপরি ভাগ্যং কলিভুবাং ॥ ১৯৯

সতত যে বস্তু নিয়মপূর্ব্বক অন্তরে শিববিধিকর্ত্তৃক ধ্যানের যোগ্য, কোন একটী অনির্ব্বাচ্য দর্শনেচ্ছাময় সেই এই তেজোময় পদার্থ, সম্প্রতি কলিতে আমাদের প্রত্যক্ষরূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া দীপ্ত হইতেছেন। সেই জন্য জ্ঞানাদিবিহীন কলিসম্ভূত যে আমরা, এই আমাদের ভাগ্য সর্ব্বোপরি

শ্লাঘান্বিত হইয়া জয়যুক্ত হউক। যে হেতু সেই অনির্ব্বাচ্য অনুভূতিগম্য তেজঃ সম্প্রতি সমূর্ত্ত হ'য়ে আমাদের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। ১৯৯

উদস্যদ্দোর্দণ্ডস্ফুরিতনটমূর্ত্তির্মুহুরয়ং
হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈর্বদতি মধুরং হুঙ্কৃতিপরঃ।
লুঠন্ নৃত্যন্ গায়ন্ মুখরয়তি দিঙ্‌মণ্ডলমসৌ
যুবাপ্যেবং তুচ্ছীকৃতবিষয়রাগঃ সুকৃতিমান্॥ ২০০

উৎক্ষিপ্তবাহুদণ্ড-দ্বারা-স্ফুরিত-নটাকার, ইনি হরে কৃষ্ণ এই মধুর-নাম উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কৃতিপরায়ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, এবং এই পুণ্যবান্ যুবা হইয়াও, বিষয়ানুরাগকে তুচ্ছ করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত ও উঠিয়া নৃত্য করতঃ, এবং কখন গান করতঃ, দিঙ্‌মণ্ডলকে মুখরিত করিতেছেন। ২০০

বপুর্গৌরং তুচ্ছীকৃতকনকশৈলং দধদয়ং
নবামাবিষ্কর্ত্তুং পরমপুরুষার্থস্য পদবীং।
নবদ্বীপান্নীলাচলমুপগতো ভক্তসহিতো
যুবা কো বা ভূমৌ নটতি লবণাব্ধেঃ প্রমুদিতঃ॥২০১

সুবর্ণ গিরিকে তুচ্ছ করিতেছে এইরূপ গৌরদেহ-ধারণ-করতঃ নূতন পরমপুরুষার্থের পদবীকে প্রকাশিত করিবার জন্য, ভক্তসহ নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে উপনীত হইয়া, সানন্দে লবণসমুদ্রের তীরে নৃত্য করিতেছেন, এই যুবা কে বল দেখি॥ ২০১

নিজামাবিষ্কর্ত্তুং নটতি নটরূপেণ যদয়ং
পরাং ভক্তিং মন্যে তদিতি নিজকারুণ্যমহিমা।
কলৌ জীবা নোচেৎ কথমধিগমিষ্যন্ত্যপি চ তা-
মগম্যা দেবানাং কিল ভবতি যাসৌ প্রতিযুগং ॥ ২০২

স্বকীয় পরা ভক্তিকে প্রকাশ করিবার জন্য এই মহাপুরুষ যে নটরূপে অভিনয় করিতেছেন, বোধ করি ইহা সেই নিজদয়ার্দ্রতার মহিমা। অর্থাৎ যুগে যুগে যে ভক্তি দেবগণেরও অতি দুর্ল্লভা, সেই ভক্তি, কলিতে জ্ঞানহীন জীবকে নিজে আচরণ করিয়া না দেখাইলে, তাহারা কিরূপে সেই ভক্তিকে পাইবে? ॥ ২০২

সংগোপ্যানিশমাত্মতত্ত্বচরিতং মৃগ্যং বিরিঞ্চ্যাদিভিঃ
সাধারণ্যমসৌ বপুর্নরময়ং বিভ্রৎ সুবর্ণোজ্জ্বলং।
ভক্তিং রাগবিজৃম্ভিতাং করুণয়া সদ্ভ্যঃ প্রদাতুং কলৌ
সাক্ষাদ্ভক্ত ইবাচরত্যবিরতং শ্রীগৌরচন্দ্রো হরিঃ ॥২০৩

ব্রহ্মাদি-কর্ত্তৃক অন্বেষণার্হ-নিজতত্ত্বচরিত নিরন্তর গোপন করিয়া সুবর্ণোজ্জ্বল সাধারণ নরের মত দেহ ধারণ ক'রে কলিতে দয়া করিয়া, ছলনাশূন্যা নিজের রাগসন্দীপিতভক্তি, সজ্জনদিগকে প্রদান করিতে স্বয়ং হরি প্রত্যক্ষ ভক্তবৎ আচরণ করিতেছেন। অর্থাৎ কিরূপ করিয়া ভক্তিযজন করিতে হয়, তাহাই স্বয়ং ভক্তরূপে গৌর নাম ধরিয়া হরি দেখাইতেছেন ॥ ২০৩

ন নাকবসতিঃ শ্রিয়াঽমরপতের্ভবেদ্দুর্ল্লভা
ন বা প্রণয়পাত্রতা দিবিষদাং ক্রিয়াযোগতঃ।

উদঞ্চতি যদি ক্ষণং হরিপদে মতির্নির্ম্মলা
তদা ভবতি নির্বৃতিঃ খলু যথা তথা নান্যতঃ ॥ ২০৪

দেবরাজের রাজ্যশ্রীর সহিত স্বর্গবাস জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ নহে। কিংবা যাগাদিকর্ম্মদ্বারা দেবপ্রিয়তাও দুর্ল্লভ নহে। কিন্তু হরিপদে যদি ক্ষণকাল ভক্তির উদয় হয়, তবে তাহা হইতে যে সুখ হয়, তাহা অন্য কোথাও হয় না॥ ২০৪

ষট্চক্রাদিবিধিক্রমেষু বিধিবচ্ছ্বাসাদিসংরোধনাদ্
যোগীন্দ্রৈরচয়দ্ভিরেব নিয়তৈঃ প্রাণায়তিপ্রক্রিয়াং
ইষ্টং কিং সমবাপি তৎ প্রভুপদে চেতশ্চিরং যোজয়
মানুষ্যং জলবুদ্বুদোপমমতো ব্যর্থং জনুর্মা কৃথাঃ ॥২০৫

যোগমার্গে, যোগিগণ কর্ত্তৃক ষট্চক্র প্রভৃতির নিয়ম পরম্পরা বিষয়ে নিয়ত হইয়া, বিধিবৎ শ্বাসাদির সংরোধদ্বারা প্রাণবিস্তারের প্রক্রিয়া-রচনা করিয়া কোন্ ইষ্ট লব্ধ হইয়াছে? বোধ হয় কিছুই নহে! সেই জন্য বলি, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে চিত্তকে যোজিত কর, এই মানুষ জন্ম জলবুদ্বুদতুল্য, এই জন্য বলিতেছি হে মনুষ্য! এমত দুর্ল্লভ-জন্ম তুমি ব্যর্থ করিও না॥ ২০৫

শশ্বৎসুখাৎ সুখতরং পরমেশ্বরস্য
ধ্যেয়ং পদং শিববিরিঞ্চিমুখৈঃ প্রযত্নাৎ।
ভক্ত্যা ভজ ত্রিবিধদুঃখনিবৃত্তয়ে তদ্
যস্মাৎ প্রযান্তি পুরুষাঃ পুরুষার্থসিদ্ধিং ॥ ২০৬

নিরন্তর সাধারণ সুখ হইতেও সুখতর পরমেশ্বর হরির পাদপদ্ম, যাহা ব্রহ্মাদি দেবেরও ধ্যানযোগ্য, তাহা তুমি ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিবিধতাপনিবৃত্তির জন্য ভজ, যাহাদ্বারা পুরুষগণ পরমপুরুষার্থবিষয়ে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ২০৬

পদ্যোন্মীলদপূর্ব্বকুন্দধবলং লোকাতিগং নির্ম্মলং
প্রাজ্ঞোদ্গীতমনর্গলং দশদিশো ব্যাপ্য স্থিতং যদ্যশঃ।
দানে শুদ্ধতরা মতির্নিয়মিতা প্রেম্নাং বিনা কৈতবাদ্
দীনানামিহ রক্ষকঃ স জয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রো হরিঃ ॥২০৭

বিকসিত বিচিত্র কুন্দকুসুমের ন্যায় ধবল ও লোকোত্তর নির্ম্মল এবং প্রাজ্ঞজন কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে অনর্গলগীত যাঁহার যশঃ, দশ দিক্‌কে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, এবং প্রেমদানে শুদ্ধতরা মতি, ছলনা ব্যতীত যিনি নিযোজিতা করিয়াছেন, সেই দীনজনশরণ শ্রীগৌরাঙ্গহরি এ বিশ্বে নিজ কার্য্যোদ্দেশে বিজয়ী হউন ॥ ২০৭

কান্তশ্যামলবিগ্রহং দধদসৌ কাদম্বিনীবিভ্রমং
প্রোন্মীলজ্জনকোটিলোচনপুটীস্নিগ্ধত্বমাপাদয়ন্।
ধত্তে শ্রীমুখচন্দ্রভিত্তিষু চ যঃ কস্তূরিকাবিভ্রমং
সোঽয়ং নো বিদধাতু ভক্তিমমলাং শ্রীমদ্‌যশোদাসুতঃ॥২০৮

মেঘ শ্রেণীর বিলাসবিশিষ্ট মনোহর শ্যামল দেহধারণকরতঃ লোকের উন্মীলিত কোটি লোচনপুটীর স্নিগ্ধত্ব সম্পাদন করতঃ, যিনি লক্ষ্মীর

বদনচন্দ্রের গাত্রে কস্তূরীবিলাসধারণ করিতেছেন, এই সেই শ্রীমান্ যশোদানন্দন আমাদিগের অমলা ভক্তি বিধান করুন ॥ ২০৮

কান্তশ্যামলকন্দলাদ্ভুতমহাতাপিঞ্ছভিন্নদ্যুতি
প্রোদ্দামোন্নতগোপিকাস্তনতটীভূষাময়ং যন্মহঃ।
ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গকদম্বকুন্তলচলল্লীলালকং সুন্দরং
তৎস্মেরাননপঙ্কজং শরণমস্মাকং ভবত্বন্বহং ॥ ২০৯

মনোহর শ্যামবর্ণ নবপল্লবদ্বারা চমৎকার যে তমালতরু, তাহার ন্যায় প্রকাশমান যাহার কান্তি, এবং অত্যুন্নত গোপবালার কুচতটের ভূষণস্বরূপ, এবং ভ্রমণশীল ভৃঙ্গাবলির ন্যায় যে কুন্তলসমূহ, তন্মধ্যে পরিস্ফুরিত সুন্দর লীলালক, এবং স্মিত-মনোহর মুখাম্বুজ আছে যাহাতে, এবম্বিধ সমষ্টি সমুৎপন্ন যে তেজঃ, তাহাই দিবারাত্র আমাদিগের রক্ষিতৃ হউক ॥ ২০৯

ভ্রান্তো বারিধিয়া মরৌ মৃগইব স্ত্রীপুত্রসারে গৃহে
ত্বং কিং স্বার্থবিমোহিতশ্চরসি তদ্ধিত্বা হরেঃ শ্রীপদং।
স্বান্তে শান্তিধুরাং নিধায় মধুরাং বিস্রব্ধচিত্তশ্চিরং
ভক্তিং কৃষ্ণবিনোদিনীং বত কথং নাশ্রিত্য সম্বর্ত্তসে ॥২১০

জলবুদ্ধিদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া মরুভূমিতে মৃগের ন্যায়, মিথ্যা স্ত্রীপুত্রসার-গৃহে, স্বার্থবিমোহিত হইয়া তুমি হরির সেই শ্রীপদ ত্যাগ করতঃ, কেন ভ্রমান্ধ হইয়া বেড়াইতেছ? ইহা দ্বারা বোধ হয় তোমার মনে কোনই শান্তি নাই। তাই বলি, চিরদিনের জন্য মনে শান্তি নিহিত ক'রে, উজ্জ্বলরসময়ী সুতরাং কৃষ্ণবিনোদিনী ভক্তিকে, বিশ্বস্তভাবে আশ্রয় না করিয়া, তুমি কিরূপে রহিয়াছ? ॥ ২১০

কিং কিং কার্য্যমতঃপরং জগতি তে মূঢ়াস্তি মাং তদ্বদ
মানুষ্যং জলবুদ্বুদোপমমতঃ স্বশ্রেয়সং চিন্তয়।
স্বান্তে শান্তিবিধায়িনীং সরভসং তাপত্রয়োৎসাদিনীং
ভক্তিং কল্পলতাং পদপ্রণয়িনীং কংসদ্বিষশ্চিন্তয় ॥২১১

এই মনুষ্য জন্মে তোমার কি কি কার্য্য বাঁকি আছে, তাহা আমাকে বল! মনুষ্য জীবন জলবুদ্বুদসমান; অতএব কেবল সেই জন্মোচিত হিত চিন্তা কর। এই অশান্তিপূর্ণ জীবনকে, একমাত্র শান্তিবিধায়িনী ও তাপত্রয়ঘাতিনী ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনপদার্থই শান্তি দিতে সমর্থ নহেন। সেই কংসঘাতি কৃষ্ণের চরণে তৎপদপ্রণয়িনী কল্পলতিকাস্বরূপ ভক্তিকে চিন্তা কর ॥ ২১১

জন্তুশ্চেৎ সহজেন কৃষ্ণচরণং লব্ধ্বা কৃতার্থো ভবে-
ত্তৎ কিং ক্বাপথচারিণা প্রতিপদং সঞ্জায়তে মূঢ়বৎ।
ভার্য্যাপুত্রকুটুম্ববিত্তনিকরে সংসজ্জমানো গৃহে
মোহাদিক্ষয়হেতুকং হরিপদং বিস্মৃত্য কিং সীদতি ॥২১২

জীবগণ যদি সহজেই কৃষ্ণপদ পাইয়া কৃতার্থ হয়, তবে কি জন্য মূঢ়বং কুপথবর্ত্তী হয়? এই আমার স্ত্রী এই আমার পুত্র ও কুটুম্ব ও ধনরত্ন-পরিপূর্ণ এই আমার গৃহ, এইরূপ নিরন্তর অনিত্যবিষয়ে আসক্ত হইয়া, অজ্ঞানতার নিরাকর্ত্তৃ-হরিপদ ভুলিয়া কেন অবসাদ প্রাপ্ত হয়? ॥ ২১২

তৃষ্ণাতুরস্যেব সুশীতমম্ভো
নিধানমানন্দপরম্পরাণাং
ত্রিতাপদগ্ধস্য সুখানুবন্ধি
যন্নাম তং গৌরহরিং ভজস্ব ॥২১৩

তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির শীতল বারিবৎ আনন্দপরম্পরার নিধি, এবং ত্রিতাপ-দগ্ধজনের সুখপরিণামি যাঁহার নাম, সেই গৌরহরিকে ভজ। ২১৩

প্রসূতিরানন্দপরম্পরাণাং
মুনীন্দ্রযোগীন্দ্রসুরেন্দ্রকাঙ্ক্ষ্যং।
যদ্দর্শনং মন্মথকোটিরম্যং
তং গৌরচন্দ্রং প্রসভং নমামি ॥২১৪

অখণ্ডাহ্লাদের উৎপত্তিস্থান এবং মুনীন্দ্রাদির প্রার্থনীয় কোটি মদন হইতে রমণীয় যাঁহার দর্শন, সেই গৌরচন্দ্রকে সহসা নমস্কার করি॥ ২১৪

উদারহসিতচ্ছটাসহিতমঞ্জুদৃঙ্মাধুরি
স্ফুরন্মুরলিনিক্কণব্রজবধূমনোমোহনং।
ভ্রমদ্ভ্রমরকুন্তলস্ফুরিতকুণ্ডলোন্মীলিতং
প্রফুল্লমুখপঙ্কজং বিলসতীহ কংসদ্বিষঃ ॥২১৫

উদার হাস্যচ্ছটাসহ মনোহরচক্ষুর অপাঙ্গজনিত মাধুর্য্য আছে যাহাতে,

আর পরিস্ফুরিত যে মুরলীনিনাদ তদ্দ্বারা ব্রজবধূগণের মনোরঞ্জনকারি, এবং ভ্রমণশীল ভৃঙ্গের ন্যায় কুন্তলাবলির মধ্যে পরিস্ফুরিত যে মাকর-কুণ্ডল, তদ্দ্বারা উদ্ভাসিত যে কৃষ্ণের প্রফুল্ল মুখপদ্ম তাহা বিলাস পাইতেছে ॥ ২১৫

ব্রজজনরমণীদৃক্‌চাতকশ্রেণিসেব্য-
প্রণয়লহরিসীমা কাপি হর্ষাম্বুদশ্রীঃ।
স্ফুরিতজলদরাজীরঞ্জিকা চঞ্চলেব
নিভৃতবপুষি যস্যারাজতে ভূষণশ্রীঃ ॥২১৬

ব্রজনারীগণের লোচনরূপ চাতকাবলী কর্ত্তৃক-সেব্য এমত প্রণয় লহরীর শেষ সীমা, অনির্ব্বচনীয় কোন হর্ষরূপ অম্বুদের শোভাধারী—যাহার স্নিগ্ধ শরীরে স্ফুরিত-কাদম্বিনীর-রঞ্জন-কারিণী সৌদামিনীর ন্যায় আভরণ-শোভা দীপ্তি পাইতেছে ॥ ২১৬

উদারমৃদুলস্মিতচ্ছলিতকৌমুদীবিভ্রমো
নিরঙ্কমুখচন্দ্রমা ব্রজশিশূড়ুসংরাজিতঃ।
লসৎকুমুদবিভ্রমব্রজবধূহৃদুল্লাসয়ন্
সদা স্ফুরতু মানসে বিয়তি নো মধুদ্বেষিণঃ ॥২১৭

শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণের মুখচন্দ্রমা আমাদের হৃদয়াকাশে নিষ্কলঙ্কভাবে দীপ্তি পাউক। যে বদন চন্দ্র অত্যুদার-মৃদুল-অল্প-হাস্যচ্ছলে জ্যোৎস্নার বিলাস ধারণ করিতেছে। এবং ব্রজবালকরূপ নক্ষত্র দ্বারা সম্যক্ দীপ্তি-

বিশিষ্ট। এবং প্রফুল্ল-কুমুদবিলাসধারি-ব্রজাঙ্গনাদের হৃদয় উল্লসিত করতঃ আমাদের হৃদয়াকাশে দীপ্তি পাউক ॥২১৭

ত্বদীয়ং ভ্রূপালীদ্বয়মখিল-গোপীপ্রিয়তম
ধনুঃশঙ্কাং কেষাং রচয়তি ন বা পুষ্পধনুষঃ।
তথা ফুল্লো যত্র শ্রুতিসরণিমুল্লঙ্ঘ্য বিলসং-
স্তবাপাঙ্গোল্লাসো জনয়তি শরাকর্ষণধিয়ং ॥ ২১৮

হে নিখিল গোপীপ্রিয়তম! তোমার ভ্রূকোটিদ্বয় কাহার মনে মদন ধনুর শঙ্কোৎপাদন না করিতেছে? তেমনি তোমার কটাক্ষও, শ্রুতিপথ লঙ্ঘন করিয়া দীপ্ত হওয়তঃ শরাকর্ষণ-বুদ্ধি জন্মাইয়া দিতেছে ॥ ২১৮

শার্দ্দূলস্য পুনর্ভবেণ রচিতগ্রৈবেয়ভূষাশ্রিয়ে
প্রোন্মীলন্নবকিঙ্কিণীধ্বনিলসৎক্ষীণাবলগ্নায় চ।
বাল্যক্রীড়নকৌতুকায় তরুণস্নিগ্ধাম্বুদাঙ্গত্বিষে
কৃষ্ণায়াপ্রতিমাত্মনে সরভসং তস্মৈ নমস্কুর্ম্মহে ॥২১৯

ব্যাঘ্রনখের দ্বারায় রচিত যে কণ্ঠভূষণ,তদ্দ্বারা শ্রীযুক্ত, এবং উন্মীলিত হইতেছে, নবকিঙ্কিনীর ধ্বনি দ্বারা দেদীপ্যমান ক্ষীণ উদর যাহার, বাল্য ক্রীড়ায় কৌতুক বিশিষ্ট, নব মেঘের ন্যায় শরীরের স্নিগ্ধকান্তি, এমন অতুলাত্মা কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ২১৯

তিতীর্ষুরপি চেদিতস্ত্বরিততারকং দুস্তরা-
ত্তদা স্মর ভবাম্বুধেঃ সকরুণং শচীনন্দনং।

অনন্যশরণং পুনর্নিখিলসম্পদামাকরং
ভজ প্রণতমঙ্গলং কলিমলাপহং তৎপদং ॥ ২২০

যদি এই দুস্তর ভবসাগর পার হইতে বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে সত্বর-তরণকারী দয়ালু শচীনন্দনকে স্মরণ কর। এবং নিখিল সম্পদের আকর ও অনন্যশরণ এবং প্রকৃষ্ট নতদিগের মঙ্গল ও কলিজনিত পাপনাশি-তৎপদ নিষ্কাম হইয়া ভজ॥ ২২০

দুরন্তেঽস্মিন্ ভ্রান্তো বত মম মনোভৃঙ্গ শৃণু রে
মরন্দৈর্হীনে কিং বিষয়কুসুমেঽসি প্রসিতধীঃ।
অলং স্ত্রীপুত্রাণাং ভরণপরিপোষার্থনিরতো
হরেস্তৎ পাদাব্জপ্রভবমকরন্দং পিবসি ন ॥ ২২১

হে আমার মানসমধুপ! তুমি এই দুরন্ত বিষয়কুসুমে মকরন্দ না থাকিলেও, কেন ভ্রমবিশিষ্ট হইয়া আসক্ত হইতেছ? এবং স্ত্রীপুত্রদিগের ভরণপরিপোষণের জন্য অত্যর্থ নিরত হইয়া, হরির সেই পাদপদ্মসঞ্জাত মকরন্দ কেন পান করিতেছ না? ২২১

অনিত্যবিষয়স্পৃহাজনিতভীষণাহঙ্কৃতি-
শ্চরস্যবিরতং ভুবি স্থিতিমতাং স্থিতিং লঙ্ঘয়ন্।
সদাঽবিহিতকর্ম্মকৃৎ সুজননিন্দনে ব্যাপৃতঃ
পদং স্মরসি ন কচিদ্বত ভবাব্ধিনিস্তারকং ॥ ২২২

তুমি নিরন্তর অনিত্যবিষয়-বাঞ্ছা-জনিত অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এই পৃথিবীতে মাননীয় ব্যক্তিদের মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়া বিচরণ করিতেছ,

পুনশ্চ সজ্জননিন্দায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়া বিধি বিগর্হিত কর্ম্ম করিতেছ। কিন্তু ভবাব্ধিতারণ হরিচরণ একবারও কখন স্মরণ করিতেছ না, বড়ই দুঃখের বিষয়॥ ২২২

উদীর্ণনবনীরদদ্যুতিকদম্বসদ্বিগ্রহং
স্মিতস্তবকিতারুণাধরমনোহরশ্রীমুখং।
বিলোলনয়নাঞ্চলব্রজবধূবিলাসালয়ং
কদা নু সুখমাপ্নুয়াং কমপি বালমালোকয়ন্॥ ২২৩

উদ্গত নবঘন-কান্তি-শ্রেণীর ন্যায় সুন্দর দেহ, এবং অল্পহাস্য দ্বারা স্তবকিত যে অরুণাধর, তদ্দ্বারা মনোহর শোভাযুক্ত বদন, এবং বিলোল-নয়নপ্রান্তভাগ বিশিষ্ট ব্রজাঙ্গনাদিগের বিলাসের আলয় স্বরূপ, এতাদৃশ কোন বালকে দেখিয়া কবে আমি সুখ প্রাপ্ত হইব ?॥ ২২৩

মরৌ বারিজ্ঞানাদ্‌ভ্রমকলিতবুদ্ধির্মৃগ ইব
নিরানন্দে ভ্রান্ত ভ্রমসি সুখলিপ্সুঃ কিমু ভবে।
অনিত্যে দেহাদৌ বিহিতবিষমাসক্তিরনিশং
সকৃত্তং নো মূঢ় স্মরসি কলিহন্তারমনঘং॥ ২২৪

মরুতে জল জ্ঞানে ভ্রমান্বিত-বুদ্ধি মৃগের ন্যায় তুমি এই নিরানন্দময় সংসারে, হে ভ্রান্তনর! সুখলাভেচ্ছু হইয়া কেন ভ্রমণ করিতেছ ? অপিচ নিরন্তর অনিত্য দেহে, ও অন্য বিষয়ে, বিষম আসক্ত হইয়া একবারও সেই কলিহন্তা নির্দ্দোষ কোন অনির্ব্বাচ্য পদার্থ স্মরণ করিলে না। ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে ?॥ ২২৪

যদ্রাধাকুচহৈমমঙ্গলঘটে ব্যাকোষনীলাম্বুজং
যদ্গোপীমুখচন্দ্রভিত্তিষু দধৎ কস্তূরিকাবিভ্রমং।
যৎসংসারমহার্ণবোর্ম্মিতরণে নিস্তারবীজোপমং
তন্নীলাম্বুদমেচকং কিমপি নশ্চিত্তে মহোরাজতাং ॥২২৫

শ্রীরাধিকার স্তনরূপ স্বর্ণময় মঙ্গল কুম্ভে যাহা বিকচনীলপদ্মস্বরূপ, যাহা গোপীদিগের মুখচন্দ্রফলকে কস্তূরীবিলাস ধারণ করিতেছে যাহা সংসার সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গতরণে নিস্তারবীজতুল্য, সেই নূতন মেঘের ন্যায় শ্যামল অনির্ব্বচনীয় কোন একটী তেজঃ আমাদের চিত্তে দীপ্তি প্রাপ্ত হউক ॥ ২২৫

পুরোবংশীনাদস্তদনু নবনীলাম্বুদঘটা
ততো বিদ্যুদ্বাসোবিরচিতচমৎকারসুষমা।
ততঃ কাঞ্চ্যাদীনাং রুণুঝুনুনুঝঙ্কারলহরী
প্রসূতির্হর্ষাণাং স্ফুরতি হৃদি নঃ কাপি মধুরা ॥২২৬

প্রথমেই সম্মুখে বংশীরব, তৎপশ্চাৎ নবনীলকাদম্বিনী তৎপশ্চাৎ বিদ্যুদ্বস্ত্রদ্বারা বিরচিত-চমৎকার-পরমশোভা, পশ্চাৎ নূপুর ও কাঞ্চী প্রভৃতি অলঙ্কারের রুণুঝুনুশব্দের ঝঙ্কারলহরী, আমাদের হৃদয়ে কোন এক অনির্ব্বচনীয় মধুরা হর্ষের প্রসূতি স্ফুরিত হইতেছে ॥ ২২৬

দূরীকর্ত্তাবতীর্ণঃ প্রবলকলিভয়ং শ্রীশচীনন্দনঃ সন্
ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং নিজগণসহিতঃ শ্রীনবদ্বীপধাম্নি।
যূয়ং জায়ধ্বমদ্যপ্রভৃতি দিশিদিশি প্রোল্লসদ্ভক্তিভাবাঃ
প্রেম্না পূতং বিধাস্যে জগদিদমখিলং কৃষ্ণনামানুগানাৎ ॥২২৭

(অনন্তর গৌরাঙ্গ অবতার হইবার পূর্ব্বে দেবগণসমক্ষে প্রভুর প্রতিজ্ঞা)। হে ভক্তগণ! হে দেবগণ! তোমরা উল্লসিত-ভক্তি-ভাব হইয়া দিগ্বিদিকে যাইয়া ভক্তভাবে জন্মগ্রহণ কর; বিলম্ব করিও না। এবার ভক্তি ব্যতীত কলির জীব কিছুতেই মুক্ত হইবে না। আগামি-ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে নিজ পরিকর, অর্থাৎ স্বাঙ্গোপাঙ্গাদি সহিত আমি নবদ্বীপে শ্রীমতী শচীদেবীর পুত্ররূপে জন্মাইয়া জীবের প্রবল-কলিভয় বিদূরিত করিব; এবং শ্রীকৃষ্ণনাম গান করিয়া অখিল জগৎকে প্রেমদ্বারা পবিত্র করিব। ২২৭

মিলিত্বা যুষ্মাভির্জগদিদমহং প্রেমনিচিতং
প্রকুর্ব্বন্নুদ্ধর্ত্তাস্মি কলিজভয়ৈঃ কাতরজনান্।
স্বয়ং প্রেমাবিষ্টঃ সততমতিহৃষ্টো নটগতিঃ
প্রদাস্যে স্বাং ভক্তিং রতিরসচমৎকারলহরীং ॥ ২২৮

হে দেবগণ! তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই জগৎ আমি প্রেম-পরিপূর্ণ করিয়া, কলিভয়ে কাতরজনের উদ্ধার করিবই করিব। স্বয়ং প্রেমাবিষ্ট ও প্রসন্নভাবে নটগতি হইয়া, রতিরসদ্বারা অনির্ব্বচনীয় চমৎকার লহরীবিশিষ্ট স্বীয়ভক্তি দান করিব। অথাৎ স্বয়ং "ভক্তি-যজন" আচরিয়া, জীবকে তাহা যজিতে শিক্ষা দিব ॥ ২২৮

চিরাকাঙ্ক্ষ্যং দেবৈর্যদুপরতবুদ্ধ্যাদিকরণৈঃ
পদং তল্লব্ধং বো বহুসুকৃতিলভ্যং কলিযুগে।
মনুষ্যৈর্ন নো জীবাস্তদপি নিজভাগ্যং সকৃদহো
প্রসন্নং সঞ্জাতং যদনুকৃপয়া দৈতমিহ তং ॥ ২২৯

উপরতেন্দ্রিয় হইয়া দেবগণ কর্ত্তৃক যাহা চির প্রার্থনীয়, সেই বহুপুণ্য-লভ্য চরণ, তোমরা কলিযুগে যাঁহার কৃপায় অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং যাঁহার কৃপায় নিজ ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, সেই শান্তিপুরনাথ সদাশিব শ্রীলাদ্বৈতপ্রভুকে তাহা হইলেও, হে জীবগণ! তোমরা একবারও মানিতেছ না? ইহা কি কৃতঘ্নের কার্য্য নহে?॥ ২২৯

গঙ্গাম্ভস্তুলসীদলেন নিয়তং সংপূজ্য যেন স্বয়-
মাবির্ভাব্য স চ প্রভুস্ত্রিজগতাং সন্দর্শিতো লীলয়া।
অদ্বৈতং তমিমং সকৃৎ স্মরথ নো যূয়ং কৃতঘ্নাঃ কলৌ
স্বান্তে শান্তিধুরাং দধাতি খলু যল্লীলা চমৎকারিণী ॥২৩০

যিনি গঙ্গোদক ও তুলসীদল দ্বারা নিয়ত পূজা করিয়া, স্বয়ং সেই ত্রিলোকীনাথকে অনায়াসে তোমাদের আবির্ভাবিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং চমৎকারিণী যাঁহার লীলা, মনে শান্তিভারনিধান করিতেছে, হে কৃতঘ্নগণ! কলিতে সেই মহোপকারী শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে একবারও স্মরণ করিতেছ না॥ ২৩০

নিগদ্য শ্রীগৌরেত্যনুদিনমহং প্রেমনিচিতঃ
কদা স্তম্ভস্বেদব্যভিচরিতনানারসভরঃ।
কদা সানন্দং তৎপ্রথিতরসমাধুর্য্যনিলয়ং
করিষ্যে সৎসঙ্গং ভজনরসরঙ্গং হৃদি বহন্ ॥ ২৩১

"শ্রীগৌর"—এই নাম উচ্চারণ করতঃ প্রতিক্ষণ আমি প্রেমদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া স্তম্ভস্বেদের সহিত হাস্য ও রোদন প্রভৃতি নানারসভরে

গদ্‌গদ হইয়া আনন্দের সহিত শ্রীগৌরচন্দ্র প্রকটিত-রস মাধুর্য্যের নিলয়, এবং ভজনরসের কৌতুক হৃদয়ে বহনকরতঃ কবে সাধুগণের সঙ্গ করিব ? ॥ ২৩১

আশ্চর্য্যদ্যুতিপুঞ্জমঞ্জুলমহাসান্দ্রচ্ছটাভাস্বরাং
রাধাপ্রেম-মহারসাব্ধিজননীং চেতশ্চমৎকারিণীং ।
লাবণ্যোৎকরসারতুন্দিলমহামূর্ত্তিং যমত্রাসিনীং
বিভ্রৎকাঞ্চনকাঞ্চনদ্রবময়ীং কোঽয়ং নরীনৃত্যতে ॥২৩২

আশ্চর্য্যকান্তি-পুঞ্জ দ্বারা মনোহর ও মহা-নিবিড়-ছটা-দ্বারা ভাস্বরা, এবং চিত্তের চমৎকারিণী, ও রাধাপ্রেমরূপ মহারসসাগরের প্রসবিনী, এবং যমভয়হারিণী, অর্থাৎ মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য এতদুভয়ের একত্র সম্মীলনাত্মিকা কোন এক অনির্ব্বচনীয় কাঞ্চনদ্রবাত্মিকা লাবণ্য-সমূহের সারদ্বারা পুষ্ট, এমন মহামূর্ত্তি ধারণ করতঃ পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতেছেন, ইনি কে ? ॥ ২৩২

হিত্বা বিত্তপ্রলুব্ধো ভ্রমসি কিমু ভবে ভ্রান্ত মচ্চিত্তভৃঙ্গ
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গপাদাম্বুজমধুররসপ্রেমপীযূষধারং ।
যেনাকাণ্ডে প্রয়াতি ত্রিজগদতিসুখানন্দসন্দোহসারং
পায়ংপায়ং তদেব ত্বমপি ভব তথা মুক্তসঙ্গঃ কৃতার্থঃ॥ ২৩৩

হে ভ্রান্ত মচ্চিত্তভৃঙ্গ ! তুমি ধনলোভে মত্ত হইয়া এই সংসারে অমৃত-ধার শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মজাত-মধুররসবিশিষ্ট-প্রেম ত্যাগ করিয়া কেন ভ্রমণ করিতেছ ? যে রস পান দ্বারা ত্রিজগৎ হঠাৎ অতিসুখময় প্রীতি

সমূহের সার প্রাপ্ত হয়েন, তুমিও বিষয়ান্তরের আসক্তি ত্যাগ করিয়া সেই অমৃতধার প্রেম, পুনঃপুনঃ পান করিয়া কৃতার্থ হও॥ ২৩৩

হ্লাদজ্যোৎস্নাপ্রসারৈর্জগদিদমখিলং পূরয়ন্ গৌরকান্তিঃ
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রঃ প্রকটিতমহিমা যঃ কলৌ প্রাদুরাসীৎ।
বালো বৃদ্ধো যুবা বা প্রথিতজড়মতিঃ শুদ্ধবুদ্ধির্বরাকঃ
সর্ব্বেষামেব চিত্তে সপদি স বিদধে প্রেম পীযূষপূরং ॥২৩৪

যিনি আহ্লাদরূপ কৌমুদীপ্রসার-দ্বারা অখিল জগৎকে পূরিত করিয়া, কলিতে প্রথিত-মহিমা গৌরদীপ্তি শ্রীমচ্চৈতন্যরূপ চন্দ্র যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি বালক বৃদ্ধ যুবা ও শুদ্ধবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধি মূর্খ বা পণ্ডিত সকলেরই চিত্তে সহসা পীযূষপূর-প্রেম বিধান করিয়াছিলেন॥ ২৩৪

হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈর্বদ যমভয়ঘ্নং মুহুরিদং
সুসিদ্ধং জন্মাদ্যং তব সপদি ভাবীহ কুমতে।
মুধা দৃপ্তিং তৃপ্তিং বিসৃজ ভজ বুদ্ধিং পররুজাং
বিহায়াশু প্রেম্না স্মর কমপি শত্রুং কিল কলেঃ॥ ২৩৫

তুমি পুনঃ পুনঃ যমভয়হারি-মধুর "হরে কৃষ্ণ" এই নামাক্ষর উচ্চৈঃস্বরে বল। তোমার আদিভূত, অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই নরজন্ম তাহা হইলে সহসা সুসিদ্ধ হইবে। বৃথাগর্ব্বত্যাগ কর মনে তৃপ্তিলাভ কর এবং পরপীড়াপ্রদ-বুদ্ধি নিশ্চয় ত্যাগ করতঃ, কোন এক অনির্ব্বাচ্য কলির মহাশত্রুকে প্রেমের সহিত স্মরণ কর॥ ২৩৫

মনোহরতনুদ্যুতিস্ফুরদমন্দসান্দ্রচ্ছটা-
চমৎকৃতনৃমণ্ডলীনয়নচুম্বিসদ্বিগ্রহঃ।
সভানুতনুজামহাবিরহতুন্দিলং প্রেম যৎ
প্রদাতুমপি তৎ স্বয়ং কিমু হরির্নরীনৃত্যতে॥ ২৩৬

মনোজ্ঞদেহকান্তি হইতে পরিস্ফুরিত উত্তম নিবিড় যে ছটা অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী শোভা, তদ্দ্বারা চমৎকৃত-নৃমণ্ডলীর নয়ন-দ্বারা -চুম্বিতবিগ্রহ হইয়া, স্বয়ং হরি কি কলির জীবগণকে, শ্রীরাধার বিরহদ্বারা-পরিপুষ্ট যে প্রেম, তাহা তাহাদিগকে দিবার জন্যই পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতেছেন॥ ২৩৬

লোকে পুত্রকলত্রসঙ্ঘসহিতং যদ্‌যৎ সুখং বর্ত্ততে
তৎ সর্ব্বং পরিতোষপূর্ব্বকমহো ভুক্তং ময়া সর্ব্বথা।
দুঃখং কিন্ত্বিদমেব মে যদুপকর্ত্তারং ভবন্তং ক্বচিৎ
স্বান্তং ন স্মরতি ক্ষণং তদনিশং ধিকৃতৎ কৃতঘ্নং হরে॥২৩৭

এই জগতে পুত্রকলত্র-সমূহের সহিত যে যে ভোগ্যসুখ আছে, পরিতোষপূর্ব্বক আমি সর্ব্বপ্রকারে সেই সকল সুখভোগ উত্তমরূপে করিয়াছি। কিন্তু হে হরে! এই আমার দুঃখ যে, পদে পদে ত্বদ্দত্ত সুখ ভোগ করিয়াও, পরমোপকারী যে তুমি, তোমাকে আমার কৃতঘ্ন-হৃদয় কখন ভুলিয়াও ক্ষণকালের জন্য স্মরণ করিতেছে না। অতএব তাহাকে ধিক্। ২৩৭

যৈরিত্থং কিল সংশয়াস্পদতয়া দৃষ্টোহি গৌরঃ পুরা
পূর্ণব্রহ্মসনাতনোহয়মথবা সামান্যভক্তোহস্তু বা।

তেষাং শান্তিপুরাধিপেন মহতাঽদ্বৈতেন চিত্তে হঠা-
ত্তৎস্বারূপ্যবিনির্ণয়েণ বিধিবত্তৎপূর্ণতাঽপাদিতা ॥২৩৮

গৌরাঙ্গচন্দ্র কি পূর্ণব্রহ্মসনাতন, অথবা সাধারণ কোন ভক্তই বা হবেন,—এইরূপে ইনি যাঁহাদিগকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সন্দেহাস্পদত্ব-নিবন্ধন পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে হঠাৎ মহোদয় শ্রীশান্তিপুরনাথ সদাশিবের অবতার শ্রীলাদ্বৈত প্রভু কর্ত্তৃক, তাঁহার স্বরূপতার নিশ্চয় দ্বারা বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ণতা সম্পাদিতা হইয়াছিল ॥ ২৩৮

জীবো যৎকৃপয়া কলাবলভতাঽনায়াসমিষ্টং পদং
শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোঃ সপদি তদ্ভক্তিশ্রিয়া প্রেম চ।
সোঽয়ং শান্তিপুরাখ্যধামনি বসন্ শান্তিপ্রদো ভ্রান্তিহা
শ্রীলাদ্বৈতসদাশিবঃ কলিভুবাং সম্পাদ্যতাং বঃ শিবং ॥২৩৯

এই ঘোর দুরন্ত কলিযুগে জীবসকল যাঁহার করুণায় শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর অভীষ্টচরণ, সহসা তাঁহার ভক্তিসম্পত্তির সঙ্গে নিরভিসন্ধি-প্রেম ও অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন, সেই এই জীবের ভ্রান্তিদূরকারী শান্তিপ্রদ, শান্তিপুরাখ্যধামে বাসকরতঃ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতনামে সদা-শিবাবতার, কালজাত তোমাদিগের মঙ্গল করুন ॥ ২৪৯

সুচারুমুখমাচলৎকুটিলকুন্তলৈরাবৃতং
মনোহরমণিস্ফুরৎকনককুণ্ডলং গণ্ডয়োঃ।
প্রশস্তহৃদয়োল্লসদ্বিমলমৌক্তিকস্রগ্বরং
মহঃ কিমপি রাজতে প্রভুবরস্য গৌরস্য হা ॥ ২৪০

ঈষদ্বিচলিত-কুঞ্চিত-কুন্তলাবৃত-মনোহর-বদন, এবং গণ্ডদ্বয়ে মনোহর মণিদ্বারা পরিস্ফুরিত কনক কুণ্ডল বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং প্রশস্তবক্ষে দীপ্তিশালি-বিমল মুক্তার মালা আছে যাহার, প্রভুবর গৌরাঙ্গের অনির্ব্বচনীয় তাদৃশ কোন তেজঃ দীপ্তি পাইতেছে ॥ ২৪০

রাগোৎকর্ষান্নবনবচমৎকারিতোল্লাসভাজঃ
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়লহরীজাতভাবোৎকরস্য ।
ধারা পঙ্কেরুহনয়নয়োর্নিষ্পতন্তী চ রম্যং
মুক্তাপংক্তের্জনয়তিতরাং বিভ্রমং যস্য নিত্যং ॥ ২৪১

রাগাতিশয্যহেতু নূতন নূতন বৈচিত্র্যের উল্লাসভাক্, এবং শ্রীরাধিকার প্রণয়লহরী-সমুৎপন্ন-ভাবসমূহবিশিষ্ট হইয়া, যাঁহার পদ্মনয়নের ধারা নিত্য নিপতিতা হইয়া, মুক্তাশ্রেণীর মনোহর বিলাস কে জন্মাইতেছে? ॥ ২৪১

ধারা পঙ্কেরুহনয়নয়োর্যস্য শান্তিপ্রসূতি-
স্তপ্তাংস্তাপৈঃ শময়তিতরাং বৃষ্টিধারেব লোকান্ ।
যদ্দাতৃত্বং সুরতরুবরং নিন্দতীতি প্রকামং
গৌরং নৌমি প্রণতশিরসা তং নবদ্বীপচন্দ্রং ॥ ২৪২

শান্তিপ্রসবিনী যাঁহার কমললোচনের প্রেমাশ্রুধারা, তাপত্রয়োত্তপ্ত জগৎকে বৃষ্টিসম্পাতের ন্যায় প্রশমিত করে, এবং যাঁহার দাতৃত্ব, কল্প-পাদপকে যথেষ্ট নিন্দাদ্বারা খর্ব্ব করিতেছে, সেই নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গকে আমি নতমস্তক হইয়া স্তব করিতেছি ॥ ২৪২

আসাদ্য প্রসভং ধনং ধনিগণো রাজ্যাদিরত্নব্রজং
সর্ব্বেষাং খলু লঙ্ঘয়েৎ স্থিতিমতাং মানং মহাদাম্ভিকঃ।
পাপাচারপরায়ণো বহিরসৌ গৌরাঙ্গপাদাব্জয়ো-
রিত্থং যঃ কুরুতে কলৌ স চ সুখী নৈকঃ পরং ভক্তিমান্ ॥২৪৩

রাজ্যসহিত মণিমাণিক্যাদিবিশিষ্ট ধনরাজি প্রাপ্ত হইয়া মহাদাম্ভিক ধনিসকল গৌরাঙ্গচরণের বহির্ম্মুখ, অতএব পাপাচারপরায়ণ হইয়া সকল মর্য্যাদাশালীদিগের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন। বাস্তবিক কলিতে এতাদৃশ আচরণ যাহারা করে, তাহারাই সুখী। কেবল একমাত্র ইহার বিপরীত আচরণকারী, এবং গৌরপদারবিন্দসেবি-ভক্তিমান্ সেইই ঐহিক সুখে বঞ্চিত হইয়া দারিদ্র্য ও অন্যান্য.নানা কারণে দুঃখ পায়। হায় কলি! ধন্য তোমার কার্য্য!॥ ২৪৩

যস্তে কিঙ্করতামুপেত্য সহসা গুর্ব্বাদয়েঽসূয়তি
হিংসাদ্বেষযুতঃ স এব নিকৃতঃ শ্রেষ্ঠঃ সুখী সর্ব্বথা।
মাহাত্ম্যং কথয়ামি কিং যুবতিভির্মদ্যং হি যস্য প্রিয়ং
ধিকৃত্বাং ধিকৃতমতঃপরং কিয়দহো জানে ন তে বর্ত্ততে ॥২৪৪

যে তোমার দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া, গুরুজনাদির গুণেও সহসা দোষারোপ করে, এবং যুবতীদিগের সহিত মদ্যই যাহার হৃদ্য হইয়াছে, হে কলে! তোমার মাহাত্ম্যবলে সেই খলাত্মাই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রকারে সুখী। যে হেতু তোমার প্রথমাবস্থাতেই এই ঘটনা, ইহার পর যে কি হইবে তাহা জানিনা; অতএব তোমার মাহাত্ম্যকথা কত বলিব! তোমাকে, ও তাহাকে ধিক্॥ ২৪৪

যোঽয়ং দেবঃ কনকসুভগাং গৌরকান্তিং দধান
আবির্ভূতঃ প্রকটমহিমা শ্রীনবদ্বীপধাম্নি।
শুদ্ধানন্দোজ্জ্বলরসময়ীং পূর্ণকারুণ্যসিন্ধু-
র্যুষ্মচ্চিত্তে স হি করুণয়া প্রেমভক্তিং বিধত্তাং ॥ ২৪৫

প্রকটমহিমা যে দেব, কনকসুন্দর গৌরকান্তি ধরিয়া শ্রীনবদ্বীপধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই পরিপূর্ণ-করুণারসের সাগর, তোমাদিগের চিত্তে, বিমলানন্দপূর্ণ উজ্জ্বলরসাত্মিকা প্রেমভক্তি বিধান করুন ॥ ২৪৫

গবাং দুগ্ধং নষ্টং ভবতি কিল মূত্রব্যতিকরা-
ন্ন তদ্যোগাৎ কিন্তু ক্বচিদহহ তক্রস্য বিকৃতিঃ।
স দৃষ্টান্তো ভূয়োঽপ্যকৃতকলুষস্যেব কলুষ-
লবস্পর্শাদ্দুষ্টির্ন কৃতবহুপাপস্য চ পুনঃ ॥ ২৪৬

মূত্রসম্পর্কে গোদুগ্ধই নষ্ট হয়, কিন্তু তদ্‌যোগে তক্রের কখন বিকৃতি হয় না। যে হেতু সেই দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইতেছে—যথা—নিষ্পাপ ব্যক্তির সামান্যপাপস্পর্শেই বিশেষনিন্দা হয়, কিন্তু বহুপাপকারীর অপেক্ষাকৃত অধিক পাপাচরণেও তাহা লোকলোচনের গোচরীভূত হয় না। শ্বেত বস্ত্রেই মসীরেখা দৃষ্ট হয়, কৃষ্ণবস্ত্রে নহে, ইতি ভাবার্থঃ ॥ ২৪৬

প্রয়াতি ন পরাভবং ক্বচিদপি ক্ষমামণ্ডলে
বরাঙ্কপতিতোঽপি যঃ প্রবলবৈরিণো দুর্হৃদঃ।
হরের্ভজনমাধুরীসুখসমুল্লসন্মানসঃ
স এব সুজনঃ সদা বিজয়তাং মহাবৈষ্ণবঃ ॥ ২৪৭

যিনি এই ভূমণ্ডলে দুরাত্মা প্রবলশক্রর ক্রোড়ে পতিত হইয়াও কখন পরাভূত হয়েন না, হরিভজন মাধুর্য্যের সুখদ্বারা সমুল্লসিতমনাঃ, সেই সুজনশিরোমণি মহাবৈষ্ণব সতত জয়যুক্ত হউন। অর্থাৎ হরিভক্তের কোথাও পরাজয় নাই॥ ২৪৭

হরিপ্রণয়মাধুরীরসসমুল্লসন্মানস-
স্তৃণাদপি সুনীচতাং দধদনাবিলানন্দথুঃ।
য আতুরজনান্ প্রতি প্রণয়বানতিশ্রদ্ধয়া
স এব করুণার্দ্রহৃদ্বিজয়তাং মহাবৈষ্ণবঃ॥ ২৪৮

তৃণ হইতেও নম্রতাধারী, এবং বিমলানন্দবিশিষ্ট, ও হরিপ্রেম-মাধুর্য্য-রস-দ্বারা সমুল্লসিতমনাঃ হইয়া, যিনি কাতরজনের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে প্রণয়বান্, অর্থাৎ "জীবে দয়া ও নামে রুচি" ধর্ম্মযাজনকারী সেই দয়ার্দ্র-হৃদয় মহাবৈষ্ণব জয়যুক্ত হউন॥ ২৪৮

সম্বন্ধঃ খলু যত্র শাস্ত্রনিবহে শ্রীকৃষ্ণ এব স্বয়ং
কামং তচ্ছ্রবণাদিভক্তিযজনং যত্রাভিধেয়ং মুহুঃ।
ভক্তেশ্চৈব ফলং প্রয়োজনমপি প্রেম চ্ছলৈর্বর্জ্জিতং
ইত্থং যদ্ভজনীয়মেব তদলং শাস্ত্রং বুধৈরন্বহং॥ ২৪৯

শাস্ত্র মাত্রেই "সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন" এই তিনটীই থাকা উচিত। যে সকল শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং সম্বন্ধস্বরূপ, পুনশ্চ যে শাস্ত্রে তৎশ্রবণাদি নববিধ ভক্তিযজনই নিরতিশয় অভিধেয়, এবং সেই ভক্তির ফলস্বরূপ নিরুপধি প্রেমই কেবল যাহাতে প্রয়োজন, এবম্ভূত যে শাস্ত্র, তাহাই দিবারাত্র পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত ভজনীয়। অর্থাৎ

তাহাই পাঠ্য অন্য শাস্ত্র বৃথাপাঠদ্বারায় অভীষ্টবস্তু লাভ হয় না—ভক্তি শাস্ত্রই সেব্য॥ ২৪৯

ক্ব ভাতি বদ তৎ সুমং বিমলসৌরভাদ্ যদ্বহিঃ
ক্ব শাস্ত্রমপি ভাতি তন্নচ হরেঃ কথা যত্র বৈ।
তপঃ ক্ব খলু শোভতে ন বত যত্র কৃষ্ণঃ স্বয়ং
ক্ব ভাতি লবণেন যদ্ রহিতমেব তদ্ব্যঞ্জনং॥ ২৫০

বল দেখি! যে কুসুম বিমলসৌরভবিহীন, তাহা কোথায় শোভা পায়! এবং যাহাতে হরিকথা নাই, সে শাস্ত্রই বা কোথায় শোভা পায়! আর যে তপস্যায় স্বয়ং কৃষ্ণ নাই, তাহাই বা কোথায় শোভা পায়? নানা উপাদানদ্বারা পাক করিলেও লবণহীন ব্যঞ্জনই বা কোথায় সমাদৃত হয়! ভক্তিবর্জ্জিত মনুষ্যও তদ্রূপ॥ ২৫০

হন্ত ক্ব প্রতিভাতি তৎসর ইহাম্ভোজেন যদ্বর্জ্জিতং
প্রেমোদন্তলবেন হীনমথবা শাস্ত্রং কুতঃ শোভতে।
হীনং চন্দ্রমসাপি খং কুত ইহাভাতি স্বযং তদ্বদ
হীনং তন্মনুজস্য জীবিতমপি প্রেম্না ক্ব বা শোভতে॥ ২৫১

পদ্মবিহীন যে সরোবর, তাহা কি এই জগতে কোথাও শোভা পায়? সুধাংশুবিহীন আকাশই বা এই জগতে কোথায় শোভিত হয়? বল দেখি! হরিপ্রেমবিহীন মনুষ্য জীবনই বা কোথায় শোভিত হয়? কোথাও নহে, প্রেমহীন মনুষ্যজীবন, আর গন্ধহীন পুষ্প, উভয়ই তুল্য॥ ২৫১

বিমুক্তসঙ্গাচ্চরণাম্বুজাত্তব
বিমৃগ্যমস্তীহ ন কিঞ্চনাস্য মে।

অমুত্র ভোগ্যং সুখমৈহিকং তথা
যতো ন তৎপ্রার্থয়িতাপি কো ভবেৎ ॥ ২৫২

জীবন্মুক্তদিগেরও আসক্তিস্থল তোমার পাদপদ্ম হইতে, এই আমার অন্য কিছুই অন্বেষণীয় বস্তু ইহজগতে নাই। যে চরণ হইতে ইহলোক ও পরলোকভোগ্য-সমস্ত সুখলাভ হয়, বল দেখি! তাহার প্রার্থয়িতা কে না হইবে! ॥ ২৫২

সকালোৎপন্নানামপি বুধগণানাং সকরুণৈ-
র্হৃতং চিত্তং যেন প্রকটিতমহিম্না নিজগুণৈঃ।
ন মন্বানো হন্ত ত্বমিহ জড়বুদ্ধে তমনিশং
পরেশং গৌরাঙ্গং কৃতকুজনসঙ্গঃ পতসি কিং ॥ ২৫৩

প্রথিতমহিমরাজি যৎ-কর্তৃক, সমানকালোৎপন্ন-জ্ঞানি-পণ্ডিতগণেরও চিত্ত, দয়াপ্রধান স্বীয়-গুণাবলি-দ্বারা হৃত হইয়াছিল। কিন্তু হে জড়বুদ্ধে! তুমি নিরন্তর কুজনসঙ্গ করিয়া মলিনচিত্ততা-প্রযুক্ত সেই পরমেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গকে না মানিয়া কেন অধঃপতিত হইতেছ? বড়ই দুঃখের বিষয় নয় কি? ॥ ২৫৩

যদৈশং সর্বেষামপি বুধগণানাং হৃদি লগদ্
বিশেষাদ্ বৈচিত্র্যাদ্ বিমলতরবৈরাগ্যমনয়ৎ।
অরে রে সংসারে নিয়তমবিচারে ভ্রমধিয়া
তমেনং বিস্মৃত্যোৎপথনিরতচিত্তঃ পতসি কিং ॥ ২৫৪

যাঁহার ঈশ্বরত্ব, তৎকালে পণ্ডিত মূর্খ ধীর অধীর সকলেরই হৃদয়ে

লগ্ন হইয়া, বিশেষ বিচিত্রতাজন্য বিমলবৈরাগ্য পাওয়াইয়াছিলেন। অরে রে ভ্রান্ত মনুষ্য! তুমি নিয়তই হিতাহিত বিচারশূন্যসংসারে উন্মার্গ-বর্ত্তী হইয়া, সেই গৌরাঙ্গকে ভুলিয়া কুকর্ম্মরত হ'য়ে ভ্রমবুদ্ধিসহকারে কেন অধঃপতিত হইতেছ? ॥ ২৫৪

ন শক্তা ভুবি তে বোদ্ধুং যেঽপি পণ্ডিতমানিনঃ।
তমেনং কৃষ্ণচৈতন্যং যোঽসৌ কলিমলাপহঃ ॥ ২৫৫

যাঁহারা পণ্ডিতমানী, বাস্তবিকই তাঁহারা পৃথিবীতে এই সেই গৌরাঙ্গকে বুঝিতে সমর্থ নহেন, যে প্রভু কলিজনিতপাপের পত্যাখ্যাতা ॥ ২৫৫

যত্তত্ত্বং ভক্তিমাত্রেণ জ্ঞাতব্যং সবিশেষতঃ।
জ্ঞায়েত স্বল্পমাত্রেণ নতচ্ছাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ২৫৬

যে তত্ত্ব ভক্তিদ্বারাই সবিশেষ জ্ঞাতব্য, সেই তত্ত্ব, শাস্ত্রনিপুণকর্ত্তৃক সামান্যরূপেও কেমন করিয়া জ্ঞাত হইতে পারে? কিছুতেই নহে ॥ ২৫৬

মুক্তসঙ্গ ইহ তৎপদাম্বুজং চিন্তয়ন্ কুরু ফলান্বিতং জনুঃ।
বুধ্যতে পশুভিরাত্মমঙ্গলং কিন্তথাপি নচ বুধ্যতে ত্বয়া॥২৫৭

তুমি বিষয়াসক্তিবর্জ্জিত হইয়া, সেই হরিপদাম্বুজ চিন্তা করতঃ জন্ম সফল কর। এই জগতে পশুরাও নিজের মঙ্গল বুঝিতে পারে, কিন্তু মনুষ্য হইয়াও, তুমি নিজ হিত বুঝ না? ॥ ২৫৭

যৎপ্রধানমিদমাগতং জনুস্তৎকৃতে কিমপি নাত্র সাধিতং।
যদ্বিধেয়মপি তদ্বিধীয়তাং মাকৃথা বিফলতাং নৃজন্মনঃ॥ ২৫৮

পশু-পক্ষি-কীটাদি-জন্ম হইতে তুমি যে শ্রেষ্ঠ জন্মলাভ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকর্তৃক কিছুই সাধিত হইল না। যাহা কর্ত্তব্য, এই জন্মের জন্য তাহা তুমি কর, এবং এই দুর্ল্লভ নরজন্মের বিফলতাবিধান করিও না॥ ২৫৮

কৃষ্ণভক্তসহবাসবাঞ্ছয়া ব্যাপ্তমাত্মহৃদয়ং বিধীয়তাং।
বিস্মৃতং কিমিতি দুষ্টচেতসা দুস্তরাত্তরণকৃদ্ধরেঃ পদং॥২৫৯

কৃষ্ণ ভক্তগণের সহিত বাস করিব, "এই ইচ্ছা"দ্বারা নিয়ত নিজ হৃদয়কে ব্যাপ্ত কর। দুস্তর ভবসাগর হইতে পারকর্ত্তৃ-হরিপদ, ইহা কি জন্য দুষ্টচিত্ত হইয়া তুমি ভুলিয়া গিয়াছ॥ ২৫৯

ভবন্ প্রসক্তঃ পরকুৎসনে মুহুঃ
স্মরস্যদো নৈব হরের্যশোঽমলং।
নিশম্য তচ্চিত্রচরিত্রমেকশো
দ্রুতং ন কস্যাপি মনো দ্রুতং ভবেৎ॥ ২৬০

বারংবার পরনিন্দায় রত থাকিয়া, তুমি হরির এই নির্ম্মল যশ স্মরণ কর না। একবার মাত্র তাঁহার সেই বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিলে, দ্রুত কাহার হৃদয় দ্রুত না হয়!॥ ২৬০

শচীসুতত্বং গত এব যঃ কলা-
বজায়তেহ ব্রজরাজনন্দনঃ।
ভুবোজিহীর্ষুর্ভরভারমঞ্জসা
স এব বো ভদ্রমলং প্রকুর্ব্বিতাং॥ ২৬১

পূর্ব্বে শ্রীব্রজরাজপুত্র, যিনি এই কলিতে শচীনন্দনত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মাইয়াছিলেন, ভূমির ভারাতিশয্য হরণেচ্ছু সেই প্রভু তোমাদের কল্যাণ করুন॥ ২৬১

যঃ শ্রাবয়ন্ সুমধুরং পরিতঃ স্থিতানাং
চেতাংসি ভক্তিবিলসৎস্বচরিত্রগানং।
প্রেমাঙ্কিতানি বিদধে নিজজন্মভূমিং
ভক্তৈর্নিজৈঃ সুবিপুলৈরনুগম্যমানঃ॥ ২৬২

বিপুল নিজভক্তজন-কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া নিজ জন্মভূমির চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তি-জনগণের চিত্তকে, যিনি ভক্তিবিলাসিত-নিজ-পূত-চরিত্র-গান শ্রবণ করাইয়া, প্রেমাঙ্কিত করিয়াছিলেন॥ ২৬২

সঙ্কীর্ত্তনশ্রবণতৎপরগৌরভাজাং
মধ্যেস্থিতো ভব হরেশ্চরিতানুরক্তঃ।
আস্বাদনং কুরু মুহুর্ব্রজলীলয়া তৎ
প্রেমস্ফুরন্মধুরনামপরম্পরায়াঃ॥ ২৬৩

হরিনামসঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণ-নিরত-গৌরভক্তবৃন্দের মধ্যস্থ হইয়া, হরিচরিতা-

বলীতে অনুরক্ত হও। এবং ব্রজলীলার সহিত তাঁহার প্রেমদ্বারা স্ফুরিত যে মধুর নাম, তাহার পারম্পর্য্যক্রমে আস্বাদন কর॥ ২৬৩

অনুশীলয় সজ্জনৈঃ সহ রসিকৈঃ কৃষ্ণকথা নিরন্তরং।
বিমলেন সুখেন সঙ্গতো ভবিতাসি প্রসভং ন সংশয়ঃ ॥২৬৪

রসিক সজ্জনের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণকথার অনুশীলন কর, তাহা হইলে সহসা বিমলানন্দ সুখ পাইবে ; ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ২৬৪

ভববন্ধবিমুক্তিকারণং যদি কৃষ্ণস্য পদাম্বুজার্চ্চনং
কিমু তিষ্ঠসি তদ্বিহায় রে বিমলানন্দসুখেন বঞ্চিতঃ॥ ২৬৫

হে মূঢ়! কৃষ্ণপাদপদ্মপূজাই যদি বিশেষরূপে ভববন্ধন-মোচনের কারণ হয়, তবে তদর্চ্চন-ত্যাগ করিয়া, কেনই বা বিমলানন্দ-সুখ-ভোগে বঞ্চিত হও॥ ২৬৫

যোঽয়ং মর্ম্মবিদাহকৃদ্গরলতোঽপ্যুচ্চৈস্তরাং ক্ষোভণঃ
প্রোদ্যত্তাপভরব্রণাদপি বরো মর্ম্মপ্রভাবান্মুহুঃ।
অত্যন্তং পুটপাকতোঽপি বিষমন্তাপী ভবন্নদ্য স
দুর্ব্বারো বিরহজ্বরো দহতি নঃ স্বান্তং মুরদ্বেষিণঃ॥ ২৬৬

অরুন্তুদগরল হইতেও যাহা অত্যুচ্চ ক্ষোভপ্রদ, এবং নিরতিশয় মর্ম্মসম্ভূত প্রোদ্দামতাপবিশিষ্টব্রণ হইতেও বেদনাপ্রদ, এবং পুটপাক হইতেও বিশেষ অন্তর্দ্দাহী হইয়া যাহা সর্ব্বতোভাবে নিজপ্রভাব বিস্তার করিতেছিল, অদ্য সেই শ্রীমন্মুরদ্বেষীর বিরহজ্বর দুঃসহ হইয়া আমাদিগের মনকে অত্যন্ত দগ্ধ করিতেছে॥ ২৬৬

প্রভাসোঽয়ং তীর্থঃ পরশুধররামেণ রচিতঃ
স মাতুর্হন্তেতি প্রথিততরবার্ত্তা কিল ভুবি।
বকীহন্তেত্যস্মিন্নদয়হৃদি বিশ্বাসমনঘে
মুধা মাকার্ষীস্ত্বং সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতে ॥ ২৬৭

মাতৃহন্তা পরশুরাম কর্ত্তৃক এই প্রভাসতীর্থ রচিত হইয়াছে,—এ কথা জগদ্বিদিত—সেই জন্য বলি, হে সহচরি! দেশ কাল ও পাত্রানুসারেই সকল বিষয়ের বিধেয়তা চিরপ্রসিদ্ধ, যদি তাই হয়, হে রাধিকে!—বুঝিয়া কার্য্য করিও,—তোমার চিত্তচোর-কৃষ্ণ, পূতনা নামে কংস-প্রেরিতা রাক্ষসীকে বাল্যকালেই নিহত করিয়াছেন; অতএব ইনিও স্ত্রী-হন্তা এবং কুরুক্ষেত্র মিলিত; হে নিষ্পাপে, তুমি এই নিষ্ঠুর হৃদয়ের প্রতি মিথ্যা বিশ্বাস করিয়া যেন বঞ্চিতা হইও না,—অর্থাৎ স্ত্রী-হন্তা কৃষ্ণকে বিশ্বাস করিও না ॥ ২৬৭

যদা ধর্ম্মগ্লানির্ভবতি বিষমা দুঃসহতরা
তদাত্মানং সৃষ্টোদ্ধরসি ভরভারং কিল ভুবঃ।
ত্বদীয়ৈষা শক্তির্দনুজদলবিধ্বংসনকরী
প্রসিদ্ধা ত্বদ্ভক্তিস্ত্রিবিধভয়হারিণ্যপি কলৌ ॥ ২৬৮

হে কৃষ্ণ! যুগধর্ম্মানুসারে যখন ধর্ম্মগ্লানিদ্বারা দানবসকল পৃথ্বীকে ভারগ্রস্তা করেন, তুমি তখনই তদুপযোগি-দেহ সৃষ্টি করতঃ সেই বিপুল-ভার উদ্ধৃত কর; তোমার এই অসামান্যা-শক্তি ত্রিভুবন-প্রসিদ্ধ; যেহেতু সেই শক্তিদ্বারা তুমি দানবদলন করিয়া থাক, এই জন্যই তাহাকে সকলেই

জানে। পরন্তু সেই শক্তির কার্য্য ঐশ্বর্য্য পক্ষে বহির্মুখজনেই প্রযুক্ত হয়, কিন্তু তোমার অতি মধুর-রসময়ী যে ভক্তি, তাহা তোমার অন্তরঙ্গেই প্রযুক্তা হয়, এবং তদ্দ্বারা তাপত্রয় ভয় দূর করে। এই দুরন্ত কলিতে, সেই শক্তি বোধ হয় কার্য্যকরী নহে জানিয়াই, তুমি দুর্ব্বল কলির জীবের জন্য মাধুর্য্যের খনি ভক্তিকেই এবার সেনানী করিয়া গৌররূপে কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছ॥ ২৬৮

যোঽয়ং গোপমৃগীদৃশাং প্রতিপদং সম্পাদয়ন্ বাঞ্ছিতং
তস্থৌ মঞ্জুঘনাঞ্জনাভললিতং বিভ্রদ্বপুর্দ্বাপরে।
সোঽয়ং ভানুতনূদ্ভবামধুরিমোদ্বাহং দধৎ সাম্প্রতং
ভক্তিং শিক্ষয়িতুং কলৌ কলিভুবো গৌরো ভব-
নৃত্যতি॥ ২৬৯

যিনি পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে, মনোহর নিবিড় অঞ্জন-পুঞ্জ-মঞ্জুলকান্তি দেহ-ধারণ করতঃ পদে পদে গোপাঙ্গনাগণের অভিলাষ সম্পাদন করতঃ প্রত্যক্ষ অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বৃষভানু-নন্দিনীর নিরবচ্ছিন্ন প্রেমধার পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তদযথা,—হে রাধিকে! আমি কলিতে তোমার ভাব ও কান্তি দ্বারা এই কালবর্ণ সম্বৃত ক'রে তোমার মাধুর্য্যাস্বাদদ্বারা, এবং কলির দুর্ব্বল জীবকেও ঐ ছলে আস্বাদিত করাইয়া, হরিনাম বিতরণচ্ছলে তোমার প্রেমধার শুধিব। তজ্জন্যই সেই যশোদানন্দন এই বৃষভানু-নন্দি-নীর মাধুর্য্যবাহি-দেহধারণ করতঃ সম্প্রতি এই দুরন্ত কলিতে কলিভব-জনগণকে ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যক্ষরূপে গৌর হইয়া নৃত্য করিতেছেন॥ ২৬৯

গেহে তে যদি বিদ্যতে ফলমিহানীয় প্রদেহি দ্রুতং
বারংবারমথান্তরায়নিচিতৈঃ পাকৈর্নু কিং কর্ম্মভিঃ।
ইত্থং বিপ্রনিদেশিতোঽপি সভয়ং শ্রীবিশ্বরূপঃ কৃতী
পাদান্তে বিলুঠন্নযাচত মুহুঃ পাকায় তং ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৭০

যখন নবদ্বীপে শচীপুত্র বাল্যক্রীড়া করেন, তখন এক শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ব্যতীত, আর কেহই গৌরতত্ত্ব জানিতে সক্ষম হয় নাই। প্রভু যখন জানুচংক্রমণ দ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যন্তরে হঠাৎ একদা এক তীর্থগামি-বিপ্র শচীমাতার গৃহে অতিথি হয়েন। এবং কিছুক্ষণ পরে, উত্তম পায়সান্ন পাক করিয়া নারায়ণোদ্দেশে তাহা নিবেদন করিবা-মাত্র ;—নিমাই সেই নিবেদিত বস্তু কোথা হইতে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া খাইতেছেন, ইহা দেখিয়া সেই বিপ্র ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন, যাক, উহা আজ আর আমার অদৃষ্টে নাই। নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জননী উহা দেখিয়া বালকের মঙ্গলার্থী হইয়া উভয়েই বিনীতভাবে রোদন করিয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ পাকের জন্য নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তৈর্থিক বিপ্রও আবার পাক করিয়া যেমন নিবেদন করা,—আর কোথা হইতে নিমাই আসিয়াই ভোজন করিতেছেন। এবার গৃহস্থের মধ্যে বালকের প্রতি ব্রহ্মশাপাশঙ্কায় বড়ই ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। অনন্তর কৃতী বিশ্বরূপ—যিনি অল্পবয়সেই ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনি, ব্রাহ্মণের চরণে ধরিয়া বিনয়পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পাকের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অতিথি যেন বিনয় দেখিয়া লজ্জিত হইয়াই বলি-লেন,—আচ্ছা গৃহে যদি ফল মূল থাকে, তাহাই কিছু আনিয়া দেও। কারণ বারংবার অন্তরায় পূর্ণ পাকের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বিশ্বরূপ

কিছুতেই ছাড়িলেন না। বলিলেন, বালককে আমরা গৃহমধ্যে রুদ্ধদ্বার করিয়া রাখিতেছি, আপনি আর একবার পাক করুন। বিপ্র আবার পাক করিয়া যেমন নিবেদন, অমনি বালক পূর্ব্ববৎ উপস্থিত হইয়া ভোজন। এইবার ব্রাহ্মণের জ্ঞানোদয় হইল, এবং ধ্যানস্থ হইয়া দেখেন যে, সাক্ষাদ্ভগবান্ ভোজন করিতেছেন, তখন স্তব নতি ও প্রসাদ ভোজন ও আনন্দে নৃত্য পশ্চাৎ প্রভু আদেশে প্রস্থান ॥ ২৭০

লোলোল্লোলসুচূর্ণকুন্তললসৎপিচ্ছাবতংসশ্রিয়ে
প্রোন্মীলদ্দ্যুতিমঞ্জুকুণ্ডললসৎকর্ণান্তকোটিত্বিষে।
দ্রাগুৎক্ষিপ্তধরাধরেন্দ্রবিলসৎপ্রোদ্দামবাহুশ্রিয়ে
কস্মৈচিদ্দলিতাঞ্জনাভবপুষে বাঢ়ং নমস্কুর্ম্মহে ॥ ২৭১

যাঁহার উত্তমাঙ্গে বিলোল কুঞ্চিতকুন্তলদ্বারা দীপ্ত হইতেছে ময়ূর পুচ্ছের যে শিরোভূষণ, তদ্দ্বারা শোভাযুক্ত, এবং সমুন্মীলিতদীপ্তি অতি-মনোহর যে মকরকুণ্ডল, তদ্দ্বারা সমুল্লসিত হইতেছে শ্রুতিমূলে অনন্ত কান্তি যাঁহার, আর সহসা সমুদ্ধৃত গিরীন্দ্রদ্বারা বিলসিত হইতেছে বিশাল বাহুর কান্তি যাঁহার, এতাদৃশ বিদলিতাঞ্জনপুঞ্জ-মঞ্জুলকান্তি-দেহ কোন এক পুরুষকে আমরা নমস্কার করি ॥ ২৭১

কলৌ যোঽয়ং লোকাংস্ত্বমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরবৈঃ
প্রসহ্য শ্রীগৌরো বিপুলপুলকাঙ্গান্ বিহিতবান্।
ক্ব যাতং তেনাদ্য প্রথিতনিজভাবেন মহতা
হৃদৃষ্টং নঃ কষ্টং প্রচুরতরতুষ্টং ভবতি তৎ ॥ ২৭২

দুরন্ত কলিতে যিনি এই সমস্ত লোককে তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনের রবদ্বারা হঠাৎ প্রেমে পুলকিতাঙ্গ করিয়াছিলেন, হায়! তিনি আজ কোথায় গেলেন, এবং তৎপ্রথিত সেই মহাভাবই বা কোথায় লুক্কায়িত হইল! বড়ই দুরদৃষ্ট আমরা,—যেহেতু আমাদের অদৃষ্ট প্রচুরতরদুষ্ট, সেই জন্যই কপালে আমাদের দুঃখ ॥ ২৭২

রসোৎকর্ষোন্মীলন্নবনবচমৎকারলহরীং
কদা শ্রাবং শ্রাবং তব মধুরলীলাগুণকথাং।
নবদ্বীপে বৃন্দাবনসদৃশধাম্নি প্রভুবর
মদঙ্গং দ্রক্ষ্যেঽহং বিলুঠিতমিদং প্রেমরভসা ॥২৭৩

হে প্রভুবর শ্রীগৌরাঙ্গ! মধুররসের উৎকর্ষদ্বারা উন্মীলিত হইয়াছে নূতন নূতন চমৎকারের লহরী যাহাতে, এতাদৃশ যে তোমার মধুরলীলার গুণবতী কথা,—তাহা পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়া, কবে আমি আমার এই দেহকে বৃন্দাবন তুল্য নবদ্বীপে প্রেমাবেগে বিলুণ্ঠিত দেখিব। ২৭৩

কুন্দস্মিতোল্লসদনির্ব্বচনীয়মাস্যং
কর্ণান্তলোলমণিকুণ্ডলশোভিগণ্ডং।
আপাদলম্বিবনমালমুরঃ প্রশস্তং
বন্দে মহঃ কিমপি মঞ্জুঘনাঞ্জনাভং ॥২৭৪

কুন্দকুসুমবৎস্মিতদ্বারা, অর্থাৎ অল্পহাস্যদ্বারা সমুল্লসিত অনির্ব্বচনীয় যে মুখ, শ্রুতিমূলে দুলিতেছে যে মণিময় কুণ্ডল, তদ্দ্বারা শোভিত গণ্ডদ্বয়, প্রশস্ত বক্ষঃ বৈজয়ন্তীমালাযুক্ত, যে মালা "আপাদবিলম্বিনী",

তাহাই কৃষ্ণগলে বৈজয়ন্তী নামে বিখ্যাতা। মনোহর নিবিড় অঞ্জনকান্তি কোন অনির্ব্বচনীয় তেজঃ আমি বন্দনা করি॥ ২৭৪

শঙ্খেন্দু-কুন্দধবলস্মিতশোভিতাস্য-
মানন্দনির্ঝরমনঙ্গবিমোহনং যৎ।
প্রেমাস্পদং বিমলসৌখ্যপরম্পরাণাং
বন্দে মহঃ কিমপি তৎপরিপূর্ণমেব॥২৭৫

শঙ্খচন্দ্র ও কুন্দ কুসুমবৎ বিমল শুভ্র যে ঈষদ্ধাস্য, তদ্দ্বারা শোভিত-বদন, কন্দর্পকেও মোহিত করে, ও আনন্দের প্রস্রবণ, নির্ম্মল সৌখ্য-প্রবাহের প্রেমরূপ আস্পদ, এবং যাহা পরিপূর্ণ, সেই কোন এক অনির্ব্ব-চনীয় তেজঃপদার্থকে আমি বন্দনা করি॥ ২৭৫

নিহন্ত্যন্তর্ধ্বান্তান্যখিলজগতাং যঃ সমুদিত-
স্তথা মাধুর্য্যেণ স্নপয়তি চ তদ্বাহ্যমখিলং।
অপি প্রেমাম্ভোধের্ম্মধুররসপূরং তরলয়ন্
হৃদাকাশেঽস্মাকং জ্বলতু স চ গৌরাভিধবিধুঃ॥২৭৬

যিনি সম্যক্ উদিত হইয়াই, নিজ উদয়রাগদ্বারা সমস্ত জগতের অন্তস্তমঃপুঞ্জ নষ্ট করেন, এবং সেই প্রকার স্বীয় মাধুর্য্যের দ্বারায়, সেই জগতের বহিঃ প্রদেশকেও স্নপিত করেন, এবং প্রেমাম্বুধির যে মধুররসের পূর, তাহাকে চঞ্চল করিয়া, সেই গৌরাঙ্গনামক চন্দ্র, আমাদিগের হৃদয়া-কাশে প্রতিভাত হউন॥ ২৭৬

ত্রিবিধবৃজিনহারী যঃ শচীনন্দনোঽভূৎ
সুমধুরহরিনামোন্মূলিতাশেষরোগঃ।
ত্বমিহ গতবিমোহঃ সত্বরং সত্ত্বগেহং
ভজ ভজ সকৃদেনং তং কলৌ গৌরচন্দ্রং ॥২৭৭

যিনি শচীনন্দন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া জীবের ত্রিবিধ দুঃখহারী হইয়াছিলেন, এবং সুমধুর হরিনামৌষধদ্বারা জীবের অশেষ রোগ উন্মূলিত করিয়াছিলেন, তুমি এই জগতে আসিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বনিকেতন সেই গৌর-চন্দ্রকে অন্ততঃ কলিযুগ মোহশূন্য হইয়া একবার ভজ। বিষয়ে ঘোরা-সক্তিনিবন্ধন তোমার আত্মকার্য্য বা মনুষ্যজন্মোচিত-কার্য্য কিছুই হইবে না,—পরন্তু সামান্যবিষয়ানুরাগ জন্য নিজের সর্ব্বনাশই হইবে। অতএব মনুষ্যোচিত বিমৃষ্যকারিতাদ্বারা অজ্ঞানতা দূর করিয়া, ভবকর্ণধার শ্রীগৌরচন্দ্রকে ভজ! শীঘ্র ভজ। ২৭৭

নন্দনন্দনকথামৃতেপ্সুভিঃ
সজ্জনৈঃ সহ বিমুক্তিমিচ্ছতাং।
সাম্যমেব লভতাং কুতঃ সুখং
কৃষ্ণকেলিকলিতামৃতং পিব॥ ২৭৮

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পিপাসু যে সজ্জন, তাঁহাদিগের সহিত মুমুক্ষুদিগের সুখ, কি প্রকারে তুলনালাভ করিবে? কোন অংশেই নহে। দুগ্ধে অন্ন ও শর্করামিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে নিতান্ত মন্দ আস্বাদন হয় না,—সত্য, কিন্তু বল দেখি! ঐ একই উপাদান দ্বারা পায়সান্ন পাক করিয়া খাইলে, অপেক্ষাকৃত কত সুস্বাদু হয়? তেমনি নীরস প্রায় শুষ্ক-জ্ঞানাশ্রয়জাত সুখ, ও কৃষ্ণলীলামৃতপায়ীর সুখ, এতদুভয়ও ঐরূপ।

অতএব হে শ্রেষ্ঠজীব মনুজ! তুমি স্বকীয় বিবেকদ্বারা ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া, সত্বর কৃষ্ণলীলাসম্ভূত পীযূষ পান করিয়া জন্ম কর্ম্ম সফল কর ॥ ২৭৮

যৎসুখং ভবতি তৎকথাশ্রুতে-
র্যৎসুখং ভবতি তজ্জনৈঃ সহ।
যৎসুখং ভবতি তন্নিবাসত-
স্তৎকুতোঽপি কিমু সম্ভবেৎ পুনঃ ॥ ২৭৯

তাঁহার বিমললীলা শ্রবণহেতু যে সুখ হয়, কিংবা তাঁহার ভক্তজনসংসর্গ হইতে যে সুখ হয়, এবং যে সুখ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তাঁহার বসতি স্থান নিবসতি হইতে হয়, সেই সুখ কি আর কোথা হইতে কখন কিছুদ্বারা হইতে পারে? বোধ হয় কখনই নহে। ২৭৯

মুক্তিনিম্বরসসেবিনাং সুখং
তিষ্ঠতু প্রসভমেব দূরতঃ।
কৃষ্ণচিত্রচরিতাব্ধিমজ্জনং
বাঞ্ছতাং কিল সতাং পদে পদে ॥ ২৮০

মুক্তিরূপ নিম্বরসসেবীদিগের সম্বন্ধে সহসাই সেই সুখ দূরে থাকুক, যে সুখ, শ্রীকৃষ্ণ-চারু চরিত্র-সমুদ্রে মজ্জনকামি-সজ্জনেরা পদে পদে আস্বাদিত করেন। ২৮০

নার্থয়ে রথগজাশ্ববাহনং নাপবর্গমপি কাময়ে হরে।
কর্ণকোটরমিয়াৎ প্রতিক্ষণং নাথ দিব্যচরিতামৃতং তব ॥২৮১

হে হরে। হে নাথ! আমি গজরথাশ্ব-প্রভৃতি বাহন চাহি না,

এমন কি অপবর্গ যে মুক্তি তাহাও চাহি না। পরন্তু তোমার দিব্য চরিতামৃত, আমার শ্রুতিকুহরে নিরন্তর প্রবেশ করুক। ২৮১

যৎ সুখঞ্চ নরলোকবাঞ্ছিতং ভুক্তমত্র তদনুগ্রহেণ তে।
তাবদেব বিফলত্বমাগতং কিন্তু কৃষ্ণ তব সেবনং বিনা॥ ২৮২

হে কৃষ্ণ, এই পৃথিবীতে নরবাঞ্ছিত যাবদ্ভোগ্য বস্তু আছে, তোমার অশেষ কৃপা হেতু, তাহার মধ্যে বিশিষ্ট ভোগ্য আমি উত্তমরূপে ভোগ করিয়াছি—অর্থাৎ—উত্তমবিপ্রবংশে জন্ম, স্বধর্ম্মোচিত বিদ্যা, উত্তমদেশে জন্মগ্রহণ, স্বধর্ম্মে ও সৎপথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন, এবং সেই সঙ্গে বাঞ্ছনীয় সম্মান, লোকমধ্যে আদর্শ চরিত্রবত্তার সহিত বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ, নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপচিকীর্ষা ও উত্তম স্বাস্থ্যের সঙ্গে শারীর ও মানস বল প্রভৃতি পুত্রকলত্রবিত্ত সমস্তই দিয়াছ। কিন্তু ঐহিকভোগ্য—এবম্ভূত দিলেও, তোমার ভক্তজন সহ সখ্য ও অমরাকাঙ্ক্ষা তোমার সেবন এই দুইটীতেই রতি দেও নাই। করুণাময়! তাবদুপাদানদ্বারা পচনকার্য্য-সম্পাদন করিলেও মাত্র লবণের অভাবেই যেমন ব্যঞ্জন অস্বাদ্যরূপে পরিণত হয়, তেমনি এই জগতে মনুষ্যেরও জীবন, সকল সুখভোগের উপাদান বিশিষ্ট হইয়াও, কেবল তোমার সেবা ব্যতীত, তাহা লবণ হীন ব্যঞ্জনবৎ বৃথা। হা কৃষ্ণ আমারও জীবন সেই জন্য, অর্থাৎ তোমার সেবায় রতিবর্জ্জিত হওয়ায়, ঐ লবণহীন ব্যঞ্জনবৎ প্রতিভাত হইতেছে॥ ২৮২

ন গৌরপাদাম্বুজসেবিনো হি যে
ভবন্তি কামং গৃহমেধিনঃ কলৌ।
অসদ্গ্রাহাত্তত্বত এব বঞ্চিতা
ধ্রুবং সমুদ্বিগ্নধিয়ঃ পতন্তি তে॥ ২৮৩

যে অবতারে, ও যুগে, যাহাই হউক, সে বিষয়ে কিছুই বলিতে চাহিনা তবে এই দুরন্ত কলিতে যাঁহারা কলিপাবনাবতার শ্রীমদ্গৌরাঙ্গপাদপদ্ম-সেবাপরায়ণ না হইয়া, অনিত্যপদার্থে নিত্যাভিনিবেশ হেতু গৃহমেধী হয়েন, অর্থাৎ গৃহাসক্ত হয়েন, তাঁহারা পরিশেষে অত্যন্ত সমুদ্বিগ্নবুদ্ধি হইয়া যথার্থ-তত্ত্বে বঞ্চিত হইয়া নিশ্চয়ই অধঃপতিত হয়েন। অর্থাৎ কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-ভজন-পূজনাদি ব্যতিরেকে, আত্মোদ্ধারের জন্ত আর দ্বিতীয় পথ কিছুই নাই। ২৮৩

পদান্তরং যাতি যতো বিপৎপদং
পদং পদং তৎপদমর্থয়ে হরেঃ।
পদং সুরেন্দ্রস্য তদন্যদেব বা
নিরন্তরায়ং ন নিরন্তরং ভবেৎ ॥২৮৪

যাহা হইতে বিপত্তির স্থান, স্থানান্তরকে প্রাপ্ত হয়, পদে পদে আমি হরির সেই প্রসিদ্ধ পদকে প্রার্থনা করি। ইন্দ্রপদ বা তদিতরপদ, নিরন্তর নিরন্তরায় হইতেই পারে না। ইন্দ্রাদির, মধ্যে মধ্যে দুর্দান্ত অসুরগণের আক্রমণ জন্য দুরবস্থার একশেষ হইয়া থাকে, এমন কি পথে পথে অন্নবস্ত্র ও সহায় সম্পত্তিবিহীন হইয়া ভ্রমণ করিয়া কাল যাপন করিতে হয়। অতএব অক্ষয় বিমলসুখের স্থান, সেই হরিপদ ব্যতীত, কিছুতেই পরম পুরুষার্থভোগ হয় না ॥ ২৮৪

গৃহং শুভস্ত্রীযুতমেব বিগ্রহং
বলান্বিতং রূপগুণান্বিতং তথা

করোতি যাবন্ন মমাত্র সঙ্গমং
মনোহি গৌরাঙ্গপদে মুধাখিলং ॥ ২৮৫

অনুকূল স্ত্রীযুক্ত আমার গৃহ, এবং দেহ সুস্থ, ও বলবীর্য্য এবং রূপ-গুণান্বিতও বটে, যতই হউক, ঐ সকল কোন কার্য্যেরই নহে, কেন না, যাবৎকাল হৃদয় আমার এই শ্রীগৌরচরণে বিহার না করিতেছে, তাবৎ সমস্তই আমার মিথ্যা ॥ ২৮৫

মধুরভজনসিন্ধৌ মজ্জয়ন্ সাধ্যভাবৈঃ
কলিকলুষভয়ার্ত্তান্ প্রেমভক্তিপ্রকারৈঃ।
ধৃতকপটনৃমূর্ত্তি র্যঃ কলাবুদ্দধার
নিজগণসহিতঃ স ক্বাধুনান্তর্দ্দধে হা ॥২৮৬

কলিকলুষভয়ে বড়ই কাতর সজ্জনদিগকে, যিনি কপট মানুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কলিতে,—সাধনের বিষয়ীভূত হইয়াছে ভাব যাহাতে, "ঘনীভূতভাবই" প্রেম নামে কথিত হয় এতাদৃশ প্রেম ভক্তি প্রকারের দ্বারায়, উজ্জ্বল রসময় যে ভজনাম্বুধি, তাহাতে মজ্জিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন. হায়! তিনি এখন, স্বীয়গণ-সহ কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। ২৮৬

মুকুলিতকরপদ্মং মূর্দ্ধ্নি বিভ্রৎ সমূর্দ্ধ-
মবিরতগলদস্রৈরার্দ্রগণ্ডস্থলান্তং।
কলিকলুষনিহন্তা প্রেমপীযূষবর্ষী
জয়তি স জগদীশঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥২৮৭

সম্যক্ প্রকারে ঊর্দ্ধদিকে মস্তকে মুকুলিত করকমল, এবং অনবরত বিগলিত নয়নজলধারা আর্দ্রীভূত গণ্ডস্থলের প্রান্তভাগ-ধারণ করতঃ প্রেমরূপসুধাবর্ষণকারী, সুতরাং কলিকলুষহননপটু সেই জগন্নাথ শ্রীনবদ্বীপরূপ আকাশের চন্দ্র শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন। ২৮৭

মন্দস্মিতোল্লসিতমঞ্জুমুখারবিন্দে
স্নিগ্ধানিলস্ফুরিতকুঞ্চিতকুন্তলান্তে।
উন্মীলিতায়তসরোজপলাশনেত্রে
শ্রীনন্দরাজতনয়ে রমতাং মনো মে ॥২৮৮

অত্যল্প হাস্যদ্বারা সমুল্লসিত মনোহর মুখকমল যাঁহার, এবং সুখস্পর্শি-বায়ু দ্বারা পরিস্ফুরিত হইয়াছে অলকাগ্রভাগ যাঁহার, এবং উৎফুল্ল হইয়াছে বিশাল পদ্মপলাশলোচন যাঁহার, এমন যে শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ, তাঁহাতে আমার মন সুচিরকাল রত হউক ॥ ২৮৮

যোঽয়ং লোকদৃশামসেচনকতামাপাদয়েৎ কাঞ্চন-
স্নিগ্ধশ্যামলতাবিলাসলহরীং বিস্তারয়ন্নাঙ্গিকীং।
কালিন্দীতটভূমিকেলি কুতুকী গোপাঙ্গনাবল্লভঃ
সোঽয়ং কান্তনবানুরাগতরলং বিভ্রদ্বপুঃ ক্রীড়তি ॥ ২৮৯

যিনি অঙ্গসম্বন্ধিনী কোন অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ-শ্যামলতার-বিলাসলহরী বিস্তার করতঃ লোকলোচনের অশেষতৃপ্তি সম্পাদন করেন, যমুনাতট স্থলে কেলি বিষয়ে পরমানন্দবিশিষ্ট, ও গোপীজনবল্লভ সেই ইনিই,— মনোহর নবানুরাগদ্বারা তরল,—"তরল"—কিনা বিশুদ্ধমদনমন্থরবপুর্ধারণ

করতঃ অর্থাৎ বাল্য ও পৌগণ্ড সময়ে যিনি তদুচিত চাপল্যসহ গোপীদের গৃহে গৃহে তৎকালোচিত লীলাদ্বারা লোকনয়নের অশেষ তৃপ্তি দিতেন, সম্প্রতি কৈশোরের বিরহবিস্ফূর্জ্জিত নবানুরাগসম্ভূত অনির্ব্বচনীয় ভাবগদ্গদ দেহধারণ করিয়া পুলিনবিহারী বিহার করিতেছেন ॥২৮৯

কালিন্দীজলকেলিকৌতুককলান্দোলত্তরঙ্গাবলী-
মীলন্মঞ্জুতমালকন্দলনবপ্রোদ্ভিন্ননীলদ্যুতেঃ
জ্যোতির্ব্বারণবিক্রমস্য পরিতঃ স্ফূর্জ্জদ্বপুঃসঙ্গতং
ভিন্দন্মোহকলাকলাপমুদগাৎ শ্রীমন্মধুদ্বেষিণঃ ॥২৯০

যমুনার জলে যে কেলিজনিত আনন্দকলা, তদ্দ্বারা সমান্দোলায়মান যে তরঙ্গরাজি, তাহাতে সমুন্মীলিত-মনোহর-তমালের-নবপল্লব-তুল্য প্রকাশমান নীলকান্তি যাঁহার, এবং হস্তিতুল্যপরাক্রমশালী, যে শ্রীমান্ মধুসূদন, তাঁহার দেহমিলিত জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া, অজ্ঞানরাশি নষ্ট করতঃ উদ্গত হইয়াছে। "যমুনাজলে শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্তরণ দেন, তখন তাঁহার দেহসম্ভূত নীলদ্যুতি, দর্শকবৃন্দের মনের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিয়াই যেন উদিত হইয়াছিল—ইতি ভাবার্থঃ। ২৯০

হরেঃ প্রণয়মাধুরীরসধুরন্ধরা যা কথা
প্রমোদলহরীপরিস্ফুরিতলীলয়া সঙ্গতা।
ত্রিতাপশমনী তথা ভজনরাগসম্পাদিনী
সদাবহিতচেতসা ভজননন্দিনা শ্রূয়তাং ॥২৯১

হরির প্রণয়মাধুরীজনিতরসবহনকর্ত্রী, এবং আনন্দলহরীদ্বারা পরিস্ফুরিত যে লীলা, তদ্দ্বারা মিলিতা, ত্রিতাপদূরকারিণী, এবং

ভজনানুরাগসম্পাদিনী যে কথা, তাহা ভজনানন্দী হইয়া তুমি সতত অবহিতচিত্ত দ্বারা শ্রবণ কর। ২৯১

তেষাং তত্র চ দুর্ধিয়াং নতু বভৌ বুদ্ধিঃ কচিত্তার্কিকী
মিথ্যাদৃষ্টিতয়া মলীমসধিয়ো যে গৌরবিদ্বেষিণঃ।
শ্রীগৌরাঙ্গপদারবিন্দমধুপাস্তিষ্ঠন্তি যত্রৈব তে
তেষাং তীক্ষ্ণধিয়া নিরস্তধিষণাস্তে দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতঃ ॥২৯২

নাস্তিকতা-নিবন্ধন মলিনবুদ্ধি হইয়া, যাহারা শ্রীগৌরদ্বেষী হইয়াছিল, সেই দুর্ব্বুদ্ধিদিগের তার্কিকী বুদ্ধি তথায় কখন স্ফুরিত হয় নাই। যেখানে সেই প্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গপদারবিন্দমধুপসকল, অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধি গৌরভক্তগণ ছিলেন, তাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধিদ্বারা, নিরস্তবুদ্ধি হইয়া সেই দুষ্টবুদ্ধিগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল॥ ২৯২

বিশুদ্ধান্তর্ভাবং বহ মম মনঃ কৃষ্ণচরণে
তথা তল্লীলায়ং শ্রুতিসুখধুরাং সংবহ রতিং।
কদা দর্শং দর্শং বত গুণময়ীং মূর্ত্তিমনঘাং
লুঠাম্যেবং নিত্যং প্রকটপুলকাঞ্চিততনুঃ ॥২৯৩

হে আমার হৃদয়! তুমি শ্রীকৃষ্ণচরণে, বিশুদ্ধ অন্তর্ভাব বহন কর, এবং তাঁহার লীলাতে শ্রুতিসুখবাহিনী রতি, সম্যক্‌প্রকারে বহন কর। হায়! কবে আমি গুণময়ী নিষ্পাপা মূর্ত্তি, পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়া প্রকটপুলকস্তম্ভস্বেদাদি-সাত্ত্বিক-বিকারপূর্ণদেহ হইয়া, হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া লুণ্ঠিত হইব!॥ ২৯৩

ত্রিতাপমার্ত্তণ্ডকরৈঃ পিপাসিতঃ
পিবাশু রে কৃষ্ণকথামৃতং ভবে।
ধ্রুবং গমিষ্যত্যচিরেণ তাবকং
যমাদ্ভয়ং সৌরকরাত্তমোযথা ॥২৯৪

তুমি এই সংসারপথে ভ্রমণ করতঃ ত্রিতাপ সূর্য্যের করদ্বারা পিপাসিত হইয়া, সত্বর কৃষ্ণচরিতামৃত পান কর, নিশ্চয় পিপাসা ত যাইবেই;— আবার ঐ অমৃতপানদ্বারা তোমার দারুণ যমভয়, সূর্য্যকিরণ হইতে অন্ধকাররাশির ন্যায় নিশ্চয় চলিয়া যাইবে॥ ২৯৪

কলিবিষধরদষ্টভ্রষ্টবুদ্ধে সকৃত্ত্বং
পিব বিহিতমমোঘং কৃষ্ণনামৌষধং তৎ।
ইহ খলু শুভদং যন্মোক্ষদঞ্চান্তকালে
জপ বদ শৃণু শশ্বচ্ছ্রদ্ধয়া মুক্তসঙ্গঃ ॥২৯৫

কলিরূপ কালসর্পকর্ত্তৃক অগ্রে দষ্ট, পশ্চাদ্ভ্রষ্টবুদ্ধি, অতএব হে ভ্রষ্ট-বুদ্ধে! একবার তুমি অব্যর্থ, বিহিত কৃষ্ণনামরূপ মহৌষধ পান কর, সত্বর তোমার বিষজ্বালা, সেই ঔষধ হইতে দূর হইবে। যাহা সেবন করিলে, ইহলোকে মঙ্গল দান করে, ও অন্তকালে মোক্ষদান করে, অতএব মুক্তসঙ্গ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ঐ মহৌষধকে জপ কর, মুখে তাহা পুনঃপুনঃ বল, এবং নিরন্তর তাহার গুণাবলি শ্রবণ কর ॥ ২৯৫

সদা ভ্রান্ত ক্ষান্তোভব বত ভবাব্ধেস্তরণকৃ-
দ্ধরেঃ কান্তে শান্তে চরণ-কমলান্তে কুরু রতিং।

ভজাম্যদ্য শ্বোবা কৃতবিতথবুদ্ধির্ন ভজসি
স্থিরত্বং যন্মৃত্যোর্ন তদপি রতিং তত্র তনুষে ॥২৯৬

হে ভ্রান্ত! কুকর্ম্ম হইতে বিরত হও, হায়! একবার তোমার বিষয়াসক্ত চিত্তকে, তাহা হইতে নিবর্ত্তিত ক'রে, ভবাম্বুধির তরণকারি হরির কমনীয় ও শান্তরসের নিকেতন সেই চরণপদ্মে রতি কর। অদ্য হইতে বা আগামি-কল্য হইতে ভজিব বলিয়া, মিথ্যাবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কাল-হরণ করিতেছ, কিন্তু ভাবিয়া দেখ! মৃত্যুর স্থিরতা নাই :—ইহা জানিয়াও, তুমি তদ্বিষয়ে অনুরাগবিস্তার করিতেছ না, বড়ই দুঃখের বিষয় ॥ ২৯৬

খমাপস্তেজোভূর্মরুদপি মনোবুদ্ধিরপি চ
তথাহঙ্কারস্ত্বং প্রকৃতিরপি চাশেষগুণধৃক্।
মহত্তত্ত্বং সত্ত্বং রজ ইহ তমোব্যষ্টিরপি বা
সমষ্টির্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়মসি ত্বঞ্চ নিখিলং ॥২৯৭

ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম, এবং মনোবুদ্ধি অহঙ্কার, ইহা তুমিই, হে হরে! অশেষগুণধারিণী প্রকৃতি, তাহাও তুমি এবং প্রকৃতির পরাবস্থ যে মহত্তত্ত্ব, কিনা বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহাও তুমি, ইহজগতে যাহা নিরন্তর অনুভূতিগম্য, সেই সত্ত্ব রজস্তমোগুণত্রয়ও তুমি, একটী বৃক্ষ বলিতে গেলে, ব্যষ্টিরূপীও তুমি, এবং সমষ্টিব্যপদেশে বন বলিতে গেলেও তুমি, অথবা চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটী একটী পৃথগুক্তিতেও তুমি, এবং এই তুমিই আবার সমষ্টিরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয়াত্মকও বটে। অতএব হে হরে! স্থাবরজঙ্গমাত্মক দৃশ্যমান, ও অদৃশ্য অনুভূতিগম্য স্বসংবেদ্য রসস্বরূপও তুমি। এই বিশ্বচরাচরে নিখিল বস্তুই তুমি, অস্তি বলিতে, ও নাস্তি বলিতে যাহা কিছু, তাহা সমস্তই তুমি ॥ ২৯৭

নিত্যং মে হৃদয়ে ব্রজেশ্বরসুতশ্রীকৃষ্ণলীলাকথাঃ
শ্রাব্যে কর্ম্মণি বিস্ফুরন্তু নিতরাং তন্মহচ্ছ্রাবণে।
সৎসঙ্গাদিকমেতু ভক্তিজননং তৎপ্রাপকং সন্ততং
মানুষ্যং জলবিন্দুবদ্ধি চপলং মন্মানসং মঙ্গলং ॥২৯৮

আমার হৃদয়ে শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা, শ্রবণবিষয়ে, স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক এবং মহাজনদিগকে শ্রবণ করাইতেও নিত্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক। এবং ভক্তিপ্রতিপাদক ও মঙ্গলস্বরূপ যে সাধুসঙ্গ, তাহাও আমার মনঃ প্রাপ্ত হউক, যে সাধুসঙ্গ—অনায়াসেই সেই নন্দনন্দনকে পাওয়াইয়া দেয়, শীঘ্রই সেই সঙ্গ প্রাপ্ত হউক; যেহেতু, মনুষ্যের জীবন, বারিবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ি ॥ ২৯৮

কদা শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকটিতদয়স্য প্রভবিতুঃ
পরীচর্য্যাং কুর্য্যাং ব্রজকুলবধূনামনুগতঃ।
কদা বৃন্দারণ্যে পথি হরিপদাঙ্কে রজসি হা
লুঠাম্যেবং নিত্যং প্রকটপুলকাদ্যঞ্চিততনুঃ ॥২৯৯

হায়! মহাপ্রভাব ও প্রথিতকরুণ সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্য্য, আমি ব্রজবধূদিগের অনুগত হইয়া কবে করিব? আর শ্রীবৃন্দাবনে হরির ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিপদচিহ্নবিশিষ্ট পথে সেই পবিত্র রজঃপটলীতেই বা, কবে আমি প্রকটপুলকাদিদ্বারা ব্যাপ্তশরীর হইয়া নিত্য বিলুণ্ঠিত হইব? ॥ ২৯৯

বসুধাতলচারি তৎপদং ধ্বজবজ্রাঙ্কিতমিষ্টমালয়ং।
ব্রজবাসিজনৈঃ সুসেবিতং ভজ রে কল্পমহীরুহং হরেঃ ॥৩০০

যাহা দেবগন্ধর্ব্বপ্রভৃতিরও অতি দুর্ল্লভ, আজ আমাদের ভাগ্যে সেই হরির প্রসিদ্ধ ধ্বজবজ্রাঙ্কিতপদ, পৃথিবীতলে বিচরণশীল, যাহাকে ব্রজবাসিগণ ইষ্ট বলিয়া জানিতে পারিয়া, মনের সাধে সেবা করিয়াছিলেন। তুমি সেই অভীষ্টচরণকে, কল্পদ্রুমস্বরূপ জানিয়া মরণকালপর্য্যন্ত ভজ ॥ ৩০০

গতিস্ত্বং ভুক্তিস্ত্বং ত্বমসি খলু বুদ্ধেরবিষয়ো
মতিস্ত্বং ক্ষান্তিস্ত্বং ত্বমপি সুখহেতুস্ত্রিজগতাং।
অবিদ্যা বা বিদ্যা ত্বমসি পরমাণুর্ব্বৃহদসি
ত্বমৃদ্ধিস্ত্বং সিদ্ধিস্ত্বমিহ পরমার্থাদপি পরঃ ॥৩০১

হে কৃষ্ণ! তুমিই জীবের গতি, তুমি স্বর্গস্বরূপ, তুমি বুদ্ধির অগোচর, তুমি মতি ও তুমি ক্ষান্তি, আবার ত্রিজগতের সুখহেতুও তুমি। অবিদ্যা, বিদ্যা, পরমাণু, বৃহৎ, সকলই তুমি। তুমি ঋদ্ধি, তুমি সিদ্ধি, তুমিই পরমার্থতত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ৩০১

অনুষ্ঠেয়ং বৃদ্ধে বয়সি ভজনং সত্যমিতি চেৎ
তথা ধ্যেয়ং গেয়ং চরণকমলং নাম চ হরেঃ।
তদাদৌ বার্য্যং তচ্চিরমপরিহার্য্যং মৃতিভয়ং
স্থিরত্বং নাস্ত্যেবং যদিহ মরণস্য প্রভবতঃ ॥৩০২

বৃদ্ধবয়সেই ভজনাদির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, আর শৈশব পৌগণ্ড কৈশোর ও যৌবন এবং প্রৌঢ়াবস্থা, এই অবস্থাগুলি, কেবল আহার নিদ্রা ও মৈথুনে ব্যাপৃত রাখিবে। যদি বাস্তবিক কেবল বার্দ্ধক্যের জন্যই ভজনকাল বিধেয় হয়, এবং হরির পাদপদ্মধ্যান করা, ও তাঁহার বিশ্বপাবন নাম গান করা উচিত হয়, তাহা হইলে প্রথমতই অপরিহার্য্যাবি-

মৃত্যুভয়কে নিশ্চয়রূপে বিদূরিত করা উচিত নয় কি? যেহেতু প্রভাবশালি-মৃত্যুর বালক কিশোর যুব-ভেদে কালাকালের কিছুই স্থিরতা নাই। অতএব বৃদ্ধ হইয়া ভজিব একথা হইতেই পারে না, 'শুভস্য শীঘ্রমশুভস্য কালহরণমিতি প্রসিদ্ধং॥' ৩০২

চিত্তাম্ভোজে চলতি নিতরাং দম্ভবায়ুপ্রঘাতৈ-
রেত্যোড্ডীনঃ প্রচলতি চ খং ভক্তিমাধ্বীকলুব্ধঃ।
স্থৈর্য্যং গচ্ছত্যপিবিকসিতে তত্র ভাবার্কসঙ্গাৎ।
কৃষ্ণালির্বৈ পিবতি হি পুনঃ সক্ষণং তন্মরন্দং॥ ৩০৩

দম্ভরূপ পবনাঘাতদ্বারা তোমার চিত্তপদ্ম বিচলিত হইলে, 'ভক্তিরূপ মাধ্বীকে লোভবান্ হইয়া কৃষ্ণভৃঙ্গ আসিয়াও, উড্ডীন হ'য়ে আকাশে চলিয়া যায়, কিন্তু সেই চিত্তপদ্ম, ভাবসূর্য্যের সম্পর্কদ্বারা বিকসিত হইয়া স্থৈর্য্যলাভ করিলে, যেহেতু কৃষ্ণভৃঙ্গ তাহাতে বসিয়া নিশ্চলভাবে, ও সানন্দে তাহার মকরন্দপান করেন॥৩০৩

অনঙ্গভৃশদুর্ম্মদজ্বলিতকায় এব প্রভো
তথা প্রবলদুঃখকৃত্রিবিধতাপদিগ্ধঃ সদা।
তথাপি সকৃদঞ্জসা নহি মনোনিযুক্তং মম
ত্বদীয়চরণাম্বুজে কিমিহ কৃষ্ণ কুর্য্যাং বদ॥৩০৪

হে প্রভো! অসহনীয় মদনের অত্যন্ত মদদ্বারা জ্বলিতদেহ হইয়াও, এবং প্রবলকষ্টদায়ি ত্রিবিধ-তাপদ্বারা লিপ্ত হইয়াও, তথাপি সমস্ততাপহর তোমার পাদপদ্মে, বাস্তবিক একবারও আমার চঞ্চল চিত্ত নিযুক্ত হয় না। হায়! কৃষ্ণ! এতদ্বিষয়ে আমি কি উপায় করিব বলিয়া দেও। ৩০৪

কদা বৃন্দারণ্যে ব্রজজনবধূপ্রীতিশবলা
হরেঃ কার্য্যা বর্য্যা নিখিলপরিচর্য্যা বত ময়া।
কদর্য্যং যৎ কার্য্যং তদিহ পরিবর্জ্জ্যং রচয়তা
সদা কার্য্যং দাস্যং সুচিরমভিলাষ্যং সুকৃতিভিঃ ॥৩০৫

হায়! ব্রজবধূদিগের প্রণয়ব্যামিশ্রা, এবং সর্ব্বকার্য্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠা যে হরির সকলপ্রকার পরিচর্য্যা,—অর্থাৎ উজ্জ্বলরসময়ী সেবা, কবে আমি সখী ও মঞ্জরীদিগের আদেশে করিব? এবং যে সকল কার্য্য অতি কদর্য্য, এই নরজন্মে তাহার পরিবর্জ্জন করতঃ, সতত ভক্তদিগের অভিলষণীয়, সেই বহুভাগ্যলভ্য তাঁহার দাসত্ব করিব? হায়! কবে আমি কৃষ্ণের দাসানুদাসানুদাসাভাসত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব? ৩০৫

কদা বৃন্দারণ্যে নিজচরণধন্যে রজসি হা
বরেণ্যে সম্মান্যে সুজনপরিগণ্যে বিনয়তঃ।
শরণ্যেঽহং পুণ্যে সততমিতি মন্যে ব্রজবধূ-
নিদেশাৎ কুর্য্যাং তল্লুণ্ঠনমপি দাস্যং বত হরেঃ ॥৩০৬

হায়! শ্রীকৃষ্ণের নিজ-চরণ-ধন্য রজোরাশিতে, যাহা শ্রেষ্ঠ ও সাধুদিগের শিরোধার্য্যত্বনিবন্ধন মান্য, এবং শরণার্হ, সুজনকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে গণনীয় শ্রীবৃন্দাবনে, সেই পুণ্যময় স্থানে আমি বিনয়সহ ব্রজবধূদিগের আদেশে কবে শ্রীকৃষ্ণের দাস্য, ও লুণ্ঠন করিব, ইহাই মনন করিতেছি ॥ ৩০৬

ময়স্নেহহীনে কিং মধুরমধুলোভাঙ্কিতধিয়া
দুরন্তেঽশান্তে রে বিষয়কুসুমান্তে সুনিরতঃ।

লসন্মাধুর্য্যৈকস্থলহরিপদাম্ভোজবিভবং
মনোভৃঙ্গ ত্বং মে স্থিরসুখমরন্দং পিবসি ন ॥৩০৭

হে আমার মনোভৃঙ্গ! তুমি মধুর মধুলোভে অন্বিত বুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হইয়া, মকরন্দবিহীন ও দুষ্পরিণাম এবং নিতান্ত অশান্তির আশ্রয়স্বরূপ, বিষয়-কুসুমাস্তে অত্যন্ত রত হইয়া, মাধুর্য্যের একমাত্র স্থান যে হরিপাদপদ্ম, তাহার যে বিভব, স্থির সুখপ্রদ মকরন্দ, তাহা তুমি কেন পান করিতেছ না? বোধ হয়, তদ্বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র বৈদগ্ধ্য নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে তুমি কিছুতেই হরিপাদপদ্ম ত্যাগ করিতে না॥ ৩০৭

জীবানাং চিত্তবৃত্তির্ভবতি সুনিয়তা স্পন্দহীনা চ
রাশাবদ্ধা তরঙ্গে পবনবিচলিতে মীনবুদ্ধ্যা যথা দ্রাক্,
তাদৃগ্‌ জাতু ক্ষণং তদ্ধরিচরণরতং মানসং নিশ্চলং স্যা-
দ্ভীতির্ভীমাস্যমৃত্যোরপসরতিতরাং নিশ্চিতং ভীষণা তে ॥৩০৮

মৎস্য ধারণ করিতে গিয়া জীবের চিত্তবৃত্তি ও দৃষ্টি সুনিয়তা ও স্পন্দ-রহিতা হইয়া, পবন-দ্বারা বিচলিত হইলেও, তরঙ্গে—"কিনা" ফাতাতে" মীনবুদ্ধি দ্বারা সহসা যে প্রকার আশাবদ্ধা হইয়া নিশ্চলা হয়, বাস্তবিক যদি তোমার মনঃ, কখন হরিচরণে রত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও সেইরূপ নিশ্চল হয়, তাহা হইলে কালের করাল বদন হইতে তোমার ভীষণ ভীতি সত্বর অপসৃত হয়॥ ৩০৮

বালস্ত্রীরমণে যথা জগতি তে চিত্তং ভবেৎ কামিন
আশাপাশশতেন বদ্ধমনসো বক্তমুখাগস্য চ।

সদ্যস্তাপহরে তথা হিতকরে মূঢ়ান্তিমে মোক্ষদে
তাদৃগ্‌ চেৎ ক্ষণমেব কৃষ্ণচরণে মৃত্যোস্তদা কিং ভয়ং ॥৩০৯

এই জগতে নবোঢ়া সহ রমণে আশাপাশসহস্র দ্বারা বদ্ধমনাঃ সুতরাং পুনঃপুনঃ ভ্রমণপরায়ণ কামার্ত্ত তোমার চিত্ত, যে প্রকার রাগযুক্ত হইয়া ঐকাগ্র্য লাভ করে, ইহলোকে সদ্যস্ত্রিতাপহর ও হিতকর, হে মূঢ়! অন্তিমে মোক্ষপ্রদ সেই কৃষ্ণপদে, যদি তোমার ক্ষণমাত্র সেইরূপ ঐকাগ্র্য লাভ ঘটে, তাহা হইলে মৃত্যু হইতে কিসের ভয়? ॥ ৩০৯

বেদান্তে নিরতৈর্মহাবুধগণৈর্যস্যৈকতা কল্পিতা
নিত্যং দ্বিত্ববিবর্জ্জিতস্য মনসা মূঢ়োজনশ্চাত্মন
একত্বেঽপি বিধোর্যথা পয়সি তদ্দ্বিত্বং ভ্রমাৎ পশ্যতি।
মা য়ায়াং প্রতিবিম্বনাৎ খলু সদা তস্য স্বরূপে তথা ॥৩১০

বেদান্তে নিরত মহাপণ্ডিতগণ যাঁহার একত্ব কল্পনা করিয়াছেন, মূঢ়জন মায়াতে প্রতিফলিত হওয়ায়, সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মস্বরূপ—দ্বিত্ব-বর্জ্জিত আত্মার স্বরূপেও সেই প্রকার ভ্রমবশতঃ জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায়, মনোদ্বারা তাঁহার দ্বিত্ব দেখিয়া থাকে ॥ ৩১০

সদৃশ শ্লোক।

দ্বিত্বং চন্দ্রমসঃ পুরা পয়সি রে ভ্রান্ত্যা জনঃ পশ্যতি
কিঞ্চাস্মিন্ বিগতে জলে পুনরিহৈকত্বং যথা পূর্ব্ববৎ।
মায়ায়াং প্রতিবিম্বনাৎ প্রথমতঃ পশ্যংস্তদেবাত্মন
একত্বেন পুনঃ প্রপশ্যতি জনস্তস্যাং গতায়াং তথা ॥৩১১

প্রথমতঃ জলেতে ভ্রান্তিবশতঃ মনুষ্য চন্দ্রের দ্বিত্ব দেখিয়া থাকে, কিন্তু এই জল চলিয়া গেলেই যেমন পূর্ব্বের মত একত্বই দেখিতে পায়, তেমনি মায়াতে প্রতিবিম্বন নিবন্ধন, প্রথমতঃ আত্মার দ্বিত্ব দেখিয়া, পুনশ্চ সেই মায়া চলিয়া গেলে আত্মার একত্বই মনুষ্য দেখিয়া থাকে ॥ ৩১১

অনন্তশক্তের্মধুসূদনস্য
দয়াময়স্যৈব হি পাদপদ্মে।
পিবেন্মধু প্রোজ্ঝিতসংসৃতির্মে
কদা সুখং মানসভৃঙ্গরাজঃ ॥৩১২

হায়! আমার মানসভৃঙ্গরাজ অনন্তশক্তি দয়াময় শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্মে সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া, সুখকর মধু, কবে পান করিবে? ॥ ৩১২

কমলোদ্ভবসন্মরন্দং
সদ্ভৃঙ্গসেব্যমতিদিব্যসুখপ্রদঞ্চ।
সান্দ্রপ্রমোদলহরীপরিপূর্ণমেব
পীত্বা ভবাব্ধিমহমেব কদা তরিষ্যে ॥৩১৩

নিবিড় আনন্দ-লহরী-দ্বারা-পরিপূর্ণ, এবং ভক্ত ভৃঙ্গ সেব্য, অতিদিব্য-সুখপ্রদ, যে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-সম্ভূত উত্তম মকরন্দ, তাহা পান করিয়া, কবে আমি নিশ্চয় সুদুস্তর ভবসমুদ্র পার হইব ॥ ৩১৩

উপপন্নগুণৈর্মহাজনৈর্বিহিতং নাম হরের্ভবান্তকৃৎ।
অপি কালভয়ে মহৌষধং ত্বরিতং কৃষ্ণপদং সমাশ্রয় ॥ ৩১৪

উপপন্নগুণ-মহাজন-কর্তৃক, হরির পবিত্র নামটী মুক্তিপ্রদ বলিয়া, পতিত ও দীনজনের জন্য বিহিত হইয়াছে। যেমন তাঁহার নাম, জন্মক্ষয়-কারক বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তেমনি মৃত্যুভয়-হরণেও, তাঁহার চরণাশ্রয় কর, যেহেতু ঐ কৃষ্ণপদই তদ্বিষয়ে মহামহৌষধ বলিয়া, সেই মহাজন, শুকপরাশরাদি, এবং রূপজীব সনাতনাদি কর্তৃক বিশেষরূপে প্রতিবিহিত হইয়াছে ॥ ৩১৪

যদি কালভয়াত্তরিষ্যসি পিব রে কৃষ্ণকথামৃতং ভবে।
অপি সজ্জনতুণ্ডসম্ভবং ভবরোগে চ মহামহৌষধং ॥৩১৫

নিশ্চয় যদি তুমি কালভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহ, তবে এই জগতে যাহা, মাত্র সাধুজনদিগের বদন হইতে নিঃসৃত হয়, সেই কৃষ্ণ-কথামৃত, ভবরোগ-বিষয়েও একমাত্র মহামহৌষধ বলিয়া সত্বর পান কর ॥ ৩১৫

হরিনামগুণঃ কলৌ ধ্রুবং দুরিতাদেঃ ক্ষয়কারকৌষধং।
ইতিবুদ্ধিমতা ক্রিয়েত চেদ্দুরিতং কোটিগুণেন বর্দ্ধতে ॥৩১৬

কলিতে হরির নামের গুণ, নিশ্চয়ই দুরিতাদির ক্ষয়কারি মহৌষধ, অতএব এখনত একটু মদ্যপান করিয়া লই, পরে একবার হরিনাম করি-লেই সমস্ত পাপ দূর হইয়া যাইবে ; বাস্তবিক যদি, বুদ্ধিপূর্ব্বক কেহ ঐরূপে পাপাচরণ করে, তাহা হইলে নামের গুণ, বিগুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সেই পাপকে কোটিগুণে বর্দ্ধিত করে ॥ ৩১৬

সুজনৈঃ সহবাসএব রে রসিকৈঃ কৃষ্ণকথা তথা ভবে।
উভয়ং যুগপদ্‌ঘটেত চেত্তরিতুং মোক্ষপদং সুলভ্যতে ॥৩১৭

সাধুদিগের সহিত বাস, আর কৃষ্ণতত্ত্বরসজ্ঞ-কর্ত্তৃক-কথিত-কৃষ্ণকথা, এই ভবে যদি ভাগ্যবশতঃ ঐ উভয়ই একসঙ্গে ঘটে, তাহা হইলে অতি দুর্ল্লভ মোক্ষপদও সুখে লব্ধ হইতে পারে॥ ॥ ৩১৭

বিবিধসুখকরং শ্রীকৃষ্ণনামৌষধং তৎ
সকৃদিহ পিব ভক্ত্যা সংসৃতেশ্চেন্মুমুক্ষুঃ।
বিষয়গরলদুষ্টভ্রষ্টবুদ্ধে কথং ত্বং
মৃগইব মৃগতৃষ্ণাচ্ছন্নধীর্ব্বংভ্রমীষি ॥৩১৮

হে বিষয়গরলদুষ্টভ্রষ্টবুদ্ধে! যদি তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইতে চাহ, তাহা হইলে, বিবিধ সুখ কর, সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনামৌষধ, ভক্তিপূর্ব্বক একবার পান কর। কেন তুমি মিথ্যাবিষয় পিপাসাদ্বারা প্রেরিত হইয়া, মরীচিকাচ্ছন্নবুদ্ধি মৃগের ন্যায় পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতেছ॥ ৩১৮

হরিনামমহৌষধে স্থিতে দুরিতস্যাচরণে কুতোভয়ং।
ইতিধীর্যদি তৎ সমাচরেন্নিরয়স্যাক্ষয়তা চিরং ভবেৎ ॥৩১৯

এ জগতে হরিনামরূপ মহৌষধ থাকিতে, পাপাচরণে ভয় কি? এই বুদ্ধিপূর্ব্বক যদি কেহ পাপাচরণ করে, তাহা হইলে সেই পাপজনিত নরকের চিরদিনের জন্য অক্ষয়তা হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানকৃত পাপের খণ্ডন নাই॥ ৩১৯

কৃষ্ণভক্তিরসতত্ত্ববেত্তৃভিঃ সজ্জনৈঃ সহিতবাসমিচ্ছুভিঃ।
জন্মমৃত্যুজনকাদ্ধি কর্ম্মণো মুচ্যতে চ সহসা মুমুক্ষুভিঃ ॥৩২০

কৃষ্ণভক্তিরসতত্ত্বজ্ঞ সজ্জনদিগের সহিত বাসেচ্ছু মুক্তিকামি-কর্ত্তৃক হঠাৎ জন্ম ও মৃত্যুজনক কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ সুলভ হইয়া থাকে॥ ৩২০

কৃষ্ণে মতির্ভবতি দৈন্যমিতস্য সাধ্বী
শুদ্ধা তথা বিমলসত্ত্ববতোহি নিত্যং।
দেহেষু নিত্যধিয় এব পশোরিবাত্র
দম্ভংগতস্য চ বহির্মুখতাং প্রয়াতি ॥ ৩২১

যেহেতু দৈন্যপ্রাপ্ত, অতএব নির্ম্মল সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির শুদ্ধা,—কিনা কৈতবরহিতা, এবং সাধ্বী, কিনা অনন্যনিষ্ঠা—যে মতি, তাহা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে, নিত্যই হইয়া থাকে। আবার দেহেতে "আমি" বলিয়া নিত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট, সুতরাং দম্ভপ্রাপ্তব্যক্তির পশুর মত সেই মতিই, কৃষ্ণনিষ্ঠা না হইয়া এই জগতে বহির্মুখতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২১

করুণার্দ্র রসাঞ্চিতং বিভোর্ব্রজনারীগণলোচনামৃতং।
অমলং চরণাম্বুজং সদা জগতাং স্বস্ত্যয়নং বিভাবয় ॥ ৩২২

দয়াদ্বারা আর্দ্র যে রস, তদ্দ্বারা পূজিত এবং ব্রজাঙ্গনাদিগের লোচনের বিমলানন্দবর্দ্ধন-অমৃতস্বরূপ, আর সমস্ত জগতের মঙ্গলালয় যে হরির নির্ম্মল চরণপদ্ম, তুমি নিরন্তর ভজ ॥ ৩২২

হরিনামমহৌষধে স্থিতে দুরিতস্যাচরণাৎ কুতোভয়ং।
পরিপাকদভেষজে যথা গুরুলেপান্নভয়ং ক্বচিদ্ভবেৎ ॥ ৩২৩

এ জগতে পাপ করিতে ভয় কি? কেন না! হরিনামরূপ হজ্‌মী গুলিকা ত আছে। এখন ত দুই সেরের স্থানে কষ্টকল্পনা দ্বারা চারি সের খাওয়া যাক, পরে কিছু পরিপাকপ্রদ ঔষধ খাওয়া যাইবে। গুরুতর আহার হইতে যেমন, পাচ্যভেষজ থাকিতে, কখনই ভয় হয় না। ৩২৩

ইতিবুদ্ধিপুরঃসরং জনো দুরিতস্যাচরণং করোতি চেৎ।
সুকৃতিচ্যুত এব যাত্যধ ইহলোকে চ পরত্র দুর্ম্মতিঃ ॥৩২৪
শ্লোকদ্বয়েনান্বয়াৎ কুলকমুচ্যতে।

বস্তুতঃ যদি এইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক কেহ পাপ করে, তাহা হইলে, সেই মূঢ় ব্যক্তি সহসা সুকৃতিচ্যুত হইয়া, জীবদ্দশায় ইহলোকে এবং মরণান্তে পরলোকে অধঃপতিত হয়। ৩২৪

হরিনামমহারসং পিব ভবিতাসীহ ভবে চিরং সুখী।
কথমত্র চ বিট্‌বরাহবদনুরক্তোঽসি সদা মলং প্রতি॥ ৩২৫

তোমার স্বকীয় বিবেক্ ও সদুপদেষ্টা গুরু, তোমাকে নিরন্তরই হরিভজনে প্রণোদিত করিতেছেন, কিন্তু হয় কৈ, পার কৈ? "জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ" বল দেখি! ঠিক্ এইরূপ হইতেছে না কি? সকলেই বলিয়া থাকেন যে, "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূৎ" কিন্তু স্বরূপ পথে যাইব না, অথচ সুখ চাহিব। তাই বলি! হে মূঢ়! হরিনাম সুধা রস পান কর, এখনই ত্রাপত্রয় দূর হবে; সুতরাং চিরসুখী হইবে। আচ্ছা বল দেখি! তুমি বিট্‌বরাহবং অনর্থক বিষয়-মলেই রত হও কেন? একবারও কি তোমার হরিস্মরণ করিতে নাই? ৩২৫

তব কোমলপদসঙ্গং প্রাপয় বিষয়ানুরাগিণং শৌরে।
সন্ততমায়াবদ্ধং মোচয় মামেব গোবিন্দ ॥ ৩২৬

হে শৌরে, হে গোবিন্দ! এক নিমেষ কালও তোমায় ভাবিতেছি না, নিরন্তর তোমার দুরতিক্রমণীয়া মায়া কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া,

ঘোর বিষয়াসক্ত হইয়া তোমায় ভুলিয়া যাইতেছি, হা কৃষ্ণ! তোমার কোমলচরণসঙ্গ আমাকে পাওয়াও। ৩২৬

নিঃসত্বস্য মতির্যথা প্রতিপদং বিত্তস্য সংরক্ষণে
সংবদ্ধা কৃপণস্য বা হরিপদে সা চেদ্ভবেত্তাদৃশী।
ভীতিস্তর্হি তব প্রযাস্যতি মৃতের্ধ্বান্তং যথা ভাস্করাৎ
শ্রীগোবিন্দপদে মতিং মনুজ হে তস্মাদ্ ত্বং যোজয় ॥ ৩২৭

এই জগতে পদে পদে ধনরক্ষণে, নিঃসত্বের অথবা কৃপণের চিত্তবৃত্তি যেরূপ হয়, যদি হরি-চরণারবিন্দে তোমার মতি ক্ষণকালের জন্যও সেইরূপ হয়, তাহা হইলে মৃত্যু হইতে তোমার ভয়, ভাস্কর হইতে তমোরাশির মত পলায়ন করিবে। অতএব হে অবোধ মনুষ্য! তোমার মতিকে শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে নিয়োজিত কর। নিঃসত্ব অর্থে, যে যাচককে একবারে প্রত্যাখ্যাত করে, এবং কৃপণ অর্থে, যে ব্যক্তি প্রথমতঃ স্বীকার করিয়াও, স্বীকৃত ধন, অপেক্ষাকৃত কম করিয়া দেয়—অথবা প্রথমতঃ দিব বলিয়া পশ্চাৎ দিতে চাহে না যে, সেই কৃপণ॥ ৩২৭

ভার্য্যাপুত্রগৃহেষু যা ভবতি তে নিত্যং তথোপার্জ্জনে
দেহেষু ক্ষণভঙ্গুরেষ্বধিগতেষ্বর্থেষ্বনর্থেষু চ।
আসক্তির্যদি তাদৃশী ক্ষণমপি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজে
কা ভীতির্দিননাথপুত্রভবনদ্বারপ্রয়াণে তদা ॥ ৩২৮

হে মূঢ়! পুত্রকলত্রযুক্ত গৃহে ও ক্ষণভঙ্গুর দেহে ও উপার্জ্জন বিষয়ে, এবং অনর্থের নিদানস্বরূপ উপার্জ্জিত ধনে, তোমার যেরূপ নিত্য আসক্তি

হয়, যদি তাদৃশী আসক্তি ক্ষণকালের জন্যও শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজে হয়, তাহা হইলে যমভবনদ্বারে যাইতে তোমার ভয় কি? অর্থাৎ যমভয় তোমাকে স্পর্শ করিতেই পারিবে না॥ ৩২৮

কিম্বা সুখং কিমথবাত্র ভবে নু দুঃখং
সদ্ভিঃ সুখং বসতিরেব হরেঃ কথাভিঃ।
তাভিস্তয়া চ রহিতং যদিহৈব দুঃখং
তৎসাধুভির্ভজ সদা হরিপাদপদ্মং॥ ৩২৯

এই সংসারে সুখ কি, এবং দুঃখই বা কি? হরিকথা দ্বারা সাধুসঙ্গে বসতিই সুখ। সেই হরিকথা, আর সাধুসঙ্গে বসতি, এতদুভয়ে রহিত যাহা, তাহাই দুঃখ। সেই জন্য বলি সাধুসঙ্গ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন কর॥ ৩২৯

রাগঞ্চ তে বিষয়তঃ সুনয়ান্নিকৃষ্য
সংযোজয়াচ্যুতপদে সকৃদেব ভক্ত্যা।
তদ্দাসদাসসহবাসমভীপ্সুরেব
সন্তজ্য সঙ্গমতিমাত্রমসজ্জনানাং॥ ৩৩০

অসাধুদিগের সঙ্গ, অতিমাত্র ত্যাগ করতঃ যাঁহারা হরিদাসেরও দাস, তাঁহাদের সহিত বাসেচ্ছু হইয়া, বুদ্ধি ও নীতিপূর্ব্বক বিষয় হইতে অনুরাগকে আকৃষ্ট করিয়া, একবার ভক্তিপূর্ব্বক অচ্যুতচরণে সংযোজিত কর॥ ৩৩০

অগ্নের্যথা দমনভেষজমেব বারি
পীযূষমেব বিষদোষনিবারণার্থং।
তদ্বদ্ধরের্নিখিলরোগহরঞ্চ মূঢ়
নামৌষধং হিতকরং বিহিতং বিধাত্রা॥ ৩৩১

বহ্নির দমনার্থ যেমন জলই ঔষধ, বিষদোষ নিবারণার্থ অমৃত যেমন, সেইরূপ নিখিল রোগহরণার্থ বিধাতৃ-কর্ত্তৃক হরির নামৌষধই হিতকর বলিয়া বিহিত হইয়াছে॥ ৩৩১

মহত্ত্বমাধুর্য্যগুণেন সর্ব্বদা
বহেৎ সমুদ্রো বড়বাগ্নিমঞ্জসা
মহানিব প্রোজ্ঝিতবৈরধীস্তথা
গৃহস্থিতং শত্রুমপি প্রযত্নতঃ ৩৩২

জলের সহিত বহ্নির বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য গুণ দ্বারা ভূষিত বলিয়া, জলনিধি নিজ গৃহস্থিত বড়বাগ্নিকে শত্রু হইলেও, যত্নপূর্ব্বক মহদ্ব্যক্তির ন্যায়, শত্রুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া তাহার বহন করেন॥ ৩৩২

লসদ্বহিঃস্নিগ্ধগুণোমহস্বী মহো ন গূঢ়ং ত্যজতি স্বনিষ্ঠং।
গূঢ়াগ্নিরশ্মেব জলেষু মগ্নোযুগং স্থিতোনাত্মন এব তেজঃ॥৩৩৩

বাহ্যে স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট এমন যে মহস্বী তিনি আত্মনিষ্ঠ নিগূঢ় তেজ, যে কোন অবস্থায় পতিত হউন না কেন, কিছুতেই নিগূঢ়াগ্নি প্রস্তরের

মত, অর্থাৎ চকমকির পাথরের ন্যায়, একযুগ জলমগ্ন থাকিয়াও সেই অন্তঃস্থিত তেজঃ কখনই ত্যাগ করেন না। ইতি ভাবার্থঃ॥ ৩৩৩

স্বভাব এব কালস্য প্রকামং মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।
শূদ্রঃ শাস্ত্রোপদেষ্টা যৎ কলৌ কিং স্যাদতঃপরং॥ ৩৩৪

কালস্বভাবই সর্ব্বতোভাবে সকলের উপর বিদ্যমান থাকে, যেহেতু শূদ্র ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের উপদেষ্টা, হায়! ইহার পর এই কলিতে কি হইবে, কে তাহা বলিতে পারে॥ ৩৩৪

তে যাতাদিবসাঃ সুখব্যতিকরাঃ প্রাণপ্রিয়া বান্ধবাঃ
যে বাল্যেঽকপটৈরতিপ্রিয়তরালাপৈর্মনোমোহিনঃ।
হিংসাদ্বেষধিয়স্তএব সরলাঃ কুর্ব্বন্তি কিন্নাধুনা
বর্ত্তন্তে কুটিলাঃ সদা হি গতয়ঃ কালস্য মূর্দ্ধ্নি ধ্রুবং॥ ৩৩৫

সে সকল সুখের দিবস চলিয়া গিয়াছে, এবং বাল্যকালে যাহারা অকপট প্রিয়তর সম্ভাষণের দ্বারায় মনোমোহিত করিত, সেই প্রাণপ্রিয় বান্ধব সকলও চলিয়া গিয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে নিতান্ত অকপটহৃদয় ছিল, সেই সরলহৃদয় সকল এখন যৌবনে, হিংসা ও দ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কি কি অন্যায় আচরণ না করিতেছে? বাল্যের সারল্য যৌবনে থাকে না—যৌবনের ভাব প্রৌঢ়াবস্থায় থাকে না—কেন না! যেহেতু কালের কুটিলা গতিই সতত প্রবলা হইয়া সকলের উপর বর্ত্তায়॥ ৩৩৫

ব্রূয়াৎ সত্যবচঃ প্রিয়ং যদি ভবেন্নোচেদ্বরং মৌনিতা
পৈশুন্যং সততং ত্যজন্নিহ চরেল্লজ্জাভয়ং লোকতঃ।

ভদ্রাঽভদ্রবিশেষভেদরহিতঃ সর্ব্বত্র শিষ্টং চরে-
দিত্থং কুর্ব্বতি তন্মুকুন্দচরণং ন স্যাৎ ক্বচিদ্দুর্ল্লভং॥ ৩৩৬

সত্য বাক্য বলিও, কিন্তু যদি তাহা প্রিয় হয়, তবেই বলা উচিত, নতুবা অপ্রিয় সত্য বলা অপেক্ষা মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ। "লোকে বলিলে কি যায় আইসে" এ কথা কখন মনে ভাবিও না, এমন কি মুখাগ্রেও আনিও না। হৃদয় হইতে খলতা দূর করিয়া, লোকলজ্জা-ভয়কে অপেক্ষা করিয়া, সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ইনি ভদ্রলোক আর ইনি অভদ্র ইত্যাদি ভেদবুদ্ধিরহিত হইয়া, সর্ব্বত্র শিষ্টাচরণ করিবে, বাস্তবিকই এইরূপ করিলে মোক্ষদাতা কৃষ্ণের চরণ, কিছুতেই কোন স্থলে দুর্ল্লভ হয় না॥ ৩৩৬

বিশুদ্ধবিনয়োল্লসন্নিকৃতিহীনধর্ম্মং চরন্
মৃষাবচনবঞ্চনপ্রতিনিবর্ত্তমানোভবন্।
অধঃপতনকৃদ্বচঃ সুকৃতিনাং হি নিন্দাত্মকং
বিহায় চরণাম্বুজে তব মনো হরেঃ স্থাপয়॥ ৩৩৭

যেহেতু পুণ্যশালীদিগের নিন্দাত্মকবাক্য আত্মার অধঃপতন করে, এই জন্য তাহা ত্যাগকরতঃ, মিথ্যা কথা দ্বারা যে বঞ্চনা, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওতঃ বিশুদ্ধ বিনয় দ্বারা সমুল্লসিত যে কপটহীন ধর্ম্ম, তাহার আচরণ ক'রে, মনকে হরিপাদপদ্মে স্থাপিত কর॥ ৩৩৭

ভবে শ্রবণমাধুরীং পরিহরংস্তথা চাতুরীং
হরের্ললিতলীলয়া রসবতীং কথাং খ্যাপয়।

তথা ত্রিবিধতাপহৃৎসুজনসঙ্গতো নির্ম্মলং
হরেশ্চরণপঙ্কজে কুরু মনশ্চিরং সঙ্গতং ॥ ৩৩৮

প্রথমতঃ ত্রিতাপহারি-সুজনসঙ্গ দ্বারা নির্ম্মল মনকে হরির চরণপদ্মে চিরদিনের জন্য স্থাপিত কর। ইহসংসারে তেমনি চাতুরী ত্যাগ করে, শ্রবণে মাধুর্য্য দান করে এতাদৃশী হরিলীলা দ্বারা রসবতী কথা খ্যাপিত কর॥ ৩৩৮

ভবে শ্রবণতর্পিণীং ভজননন্দিভিঃ সেবিতাং
কুতূহলপরম্পরাঞ্চিতরসার্দ্রভাবপ্রদাং।
হরেঃ কথয় তাং কথাং শৃণু চ নিত্যশঃ প্রেমতো
যয়া প্রবলমেব তদ্‌যমভয়ং ধ্রুবং যাস্যতি ॥ ৩৩৯

ইহ সংসারে কৌতুকপরম্পরাঞ্চিত যে মধুর রস, তৎসহ বা তদ্দ্বারা আর্দ্রভাব প্রদানকারিণী, সুতরাং শ্রুতিকুহর-তৃপ্তিদায়িনী, হরিসম্বন্ধিনী সেই কথা নিত্যই প্রেমের সহিত বল ও শ্রবণ কর, যদ্দ্বারা সেই প্রসিদ্ধ যমভয় নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবে। ৩৩৯

দারিদ্র্যচিন্তানলদিগ্ধচিত্তং বিত্তং যথা সান্ত্বয়তি প্রকামং।
তথা ত্রিতাপৈরতিমাত্রদগ্ধং কৃষ্ণস্য লীলামৃতমেব জীবং ॥৩৪০

দরিদ্রতা সঞ্জাত যে চিন্তারূপ অনল তদ্দ্বারা লিপ্তচিত্ত জনকে বিত্ত যেমন যথেষ্ট সান্ত্বনা প্রদান করে, তেমনি ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত বিগততাপ করিয়া শীতল প্রাণ করিতে সমর্থ॥ ৩৪০

ক তীর্থঃ ক ধর্ম্মঃ ক বা নিত্যকর্ম্ম ক যজ্ঞৈঃ সুসাধ্যং তথা পুণ্যকর্ম্ম।
ক যোগেষু সিদ্ধিঃ ক বা ভক্তিযোগৈ মুকুন্দে পরব্রহ্মণি প্রেমলাভঃ ৩৪১

কোথায় তীর্থ কোথায় ধর্ম্ম কোথায় বা সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি নিত্য-কর্ম্ম, তেমনি কোথায় যাগযজ্ঞ দ্বারা সুখসাধ্য পুণ্য কর্ম্ম। কোথায় অষ্টাঙ্গ যোগবিষয়ে সিদ্ধি, আর কোথায়ই বা নববিধ-ভক্তিযোগ দ্বারা, সেই মুক্তিদাতা পরমব্রহ্ম কৃষ্ণে প্রেমলাভ? তীর্থ ধর্ম্ম যাহা কিছু বল না কেন, কিছু দ্বারাই জীবের অভীষ্ট লাভ;—অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ লাভ হয় না। যদি তাহা হয়, তবে একমাত্র অন্যাভিলাষিতা শূন্য, ও জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত, জ্ঞান, কিনা নিরবলম্বন-কেবল-জ্ঞান, অর্থাৎ শুষ্ক জ্ঞান, আর কর্ম্ম, কিনা স্মার্ত্তবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি, এতদুভয় দ্বারা অনাবৃত যে কৃষ্ণানুশীলন, অর্থাৎ কৃষ্ণোদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তি, ইহাকেই উত্তমা ভক্তি বলে ও ইহাদ্বারাই কেবল পরমপুরুষার্থ লাভ হয়, কিনা জীবের ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি হয়,—ইহাই "রাগানুগাভক্তি," সুতরাং বিধি নিষেধের অতীতাবস্থা ॥ ৩৪১

ক বা রাজ্যলাভঃ ক বা যোগসিদ্ধিঃ ক বিদ্যাপ্রসক্তিঃ ক বা কৃষ্ণভক্তিঃ।
মদান্ধৈঃ কুসঙ্গঃ ক বা সাধুসঙ্গঃ ক সংসারবন্ধঃ ক বা মোক্ষ-লাভঃ ॥৩৪২

কোথায় বা রাজ্যলাভ, আর কোথায় বা যোগবিষয়ে সিদ্ধি, অথবা কোথায় যোগ ও সিদ্ধি, কোথায় বিদ্যায় প্রসক্তি, আর কোথায়ই বা

কৃষ্ণভক্তি। মদান্ধগণের সহিত কুসঙ্গই বা কোথায়, আর সাধুসঙ্গই বা কোথায়? কোথায়ই বা সংসার-নিগড়ের বন্ধন, আর কোথায়ই বা সেই শ্রীমন্মুকুন্দ চরণে ভক্তি করিয়া মুক্তি লাভ? ॥ ৩৪২

ক্ব বা রাজ্যভোগো বিলাসপ্রসঙ্গৈঃ ক্ব বাত্মপ্রসাদৈর্হরৌ
ভক্তিলাভঃ।
ক্ব নিন্দাকথাভিঃ পরেষাং কুসঙ্গঃ ক্ব লীলাকথাভির্হরেঃ
সাধুসঙ্গঃ ॥৩৪৩

বিলাস প্রসঙ্গদ্বারা রাজ্যভোগই বা কোথায়, আর আত্মপ্রসাদসহ হরিতে ভক্তি লাভই বা কোথায়? পরের নিন্দাকথাদ্বারা কুজনসঙ্গই বা কোথায়, আর হরির লীলা কথার সহিত সাধুসঙ্গই বা কোথায়? পরস্পর বহু বৈষম্য ॥ ৩৪৩

পরস্ত্রীষু চিত্তং যথা লম্পটস্য যথা মৎস্যবেধে ভবেন্মীনবুদ্ধেঃ
তথৈব ক্ষণং চেদ্ধরেঃ পাদপদ্মে কুতোধর্ম্মরাজাদ্ভয়ং
ভীষণং তে ॥ ৩৪৪

পরস্ত্রীতে লম্পটের যেরূপ, এবং মৎস্য ধারণে মীনবুদ্ধির যেরূপ, তোমার চিত্ত যদি ক্ষণকালের জন্য হরিপাদপদ্মে সেইরূপ আসক্ত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ হইতে তোমার কি ভয়? ॥ ৩৪৪

ক্ব হর্ম্ম্যপ্রবাসৈর্বিলাসানুরক্তিঃ ক্ব বা কৃষ্ণলীলাকথাসু প্রসক্তিঃ
ক্ব সংসারবন্ধস্ত্রিতাপপ্রসূতিঃ ক্ব সত্যস্বরূপে হরৌ
প্রেমভক্তিঃ ॥ ৩৪৫

উচ্চ প্রাসাদে বাসের সহিত বিলাসবিষয়ে অনুরাগই বা কোথায়, আর কৃষ্ণলীলা কথাতে প্রসক্তিই বা কোথায়? ত্রিতাপের প্রসবভূমি সংসার বন্ধনই বা কোথায়, আর সত্যস্বরূপ হরিতে প্রেমভক্তিই বা কোথায়? ॥ ৩৪৫

সদাচারনীতিস্ফুরৎসৎস্বভাবো বদেৎ সত্যবাক্যং প্রিয়ঞ্চেৎ পরেষাং।
ন চেন্মৌনলাভোবরস্থা জগত্যামিহামুত্র সথ্যং বুধৈ-রক্ষণীয়ং ॥ ৩৪৬

সদাচার ও নীতিদ্বারা প্রকাশমান উত্তম স্বভাব হইয়া, যদি পরের প্রিয় হয়, তবেই সত্যবাক্য বলিবে। নতুবা সত্য হইয়াও অপ্রিয় হইলে, সে বাক্য না বলিয়া মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ। এই জগতে যিনি পণ্ডিত হইবেন, তাঁহাকে সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি, উভয়কোটিই রাখিতে হইবে, সুতরাং ইহ জগতে অতি চতুরতা সহ নিজ কার্য্যোদ্ধার করা উচিত। নতুবা এ দিক্ রাখিতে ও দিক্ গেল, আর ও দিক্ রাখিতে এ দিক্ গেল, ইহা কথনই চতুর বা পণ্ডিতের কার্য্য নহে। ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই পণ্ডিত-কর্ত্তৃক সথ্য রক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন ৩৪৬

অসারাদ্ভবাব্ধের্যদি স্যা মুমুক্ষুস্ত্যজাঙ্গাত্মবুদ্ধে কুকর্ম্মপ্রবৃত্তিং।
ভজাঙ্গাত্মনিষ্ঠঃ পরব্রহ্মকৃষ্ণং সদা শ্রীনিবাসং বিরিঞ্চ্যাদি-সেব্যং ॥ ৩৪৭

হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধ প্রভৃতি মকর নক্রাদি জলজন্তু ব্যাপ্ত, সুতরাং

অতিশয় দুর্ব্বিগাহ ভবসাগর হইতে যদি তুমি মুক্তি কামনা করিয়া থাক, হে দেহাত্মবাদিন্! তাহা হইলে একবারে কুকার্য্য প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর। সতত আত্মনিষ্ঠ হইয়া, পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে ভজ, কমলা অচঞ্চলা হইয়া যেখানে নিবসতি করেন, এবং ব্রহ্মা শিব নারদাদি কর্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক সেবনীয় হইতেছেন যিনি, তাঁহাকে তুমি মনুষ্য হইয়া সততই ভজ ॥ ৩৪৭

ভক্তৌ শাস্ত্রমতং যথার্থমমলং রাগাত্মিকায়াং খলু
জ্ঞানে চৈব তথাবিধং ন মনুতে ভক্তঃ স চ জ্ঞানবান্।
কৃষ্ণে মঞ্জুঘনাঞ্জনাভললিতে তদ্বৎ পরব্রহ্মণি
ভক্তিজ্ঞানবতোর্যয়োস্তু বিমলং চিত্তং পরং লীয়তে ॥ ৩৪৮

রাগাত্মিকা ভক্তি বিষয়ে, যেমন রাগবান্ ভক্ত ঋষিপ্রণীত বিমল শাস্ত্রমত নিশ্চয়ই মানেন না, তেমনি জ্ঞানমার্গেও, সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানী কোন ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রমতাপেক্ষী নহেন। কিন্তু সেই ভক্তিমান্ ও জ্ঞানবান্ ;—যাঁহাদের বিমলচিত্ত কেবল সেই মনোহর নবঘনশ্যামসুন্দর, ও পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণে বিলীন হয়। রাগিভক্তের চিত্ত একাদশী প্রভৃতি না মানিয়াও, সেই নবাম্বুদমঞ্জুল-কান্তি কৃষ্ণে, এবং সেই অদ্বয়বাদি-জ্ঞানীর চিত্ত, সেই বিধিনিষেধের অতীতাবস্থ হইয়া কেবল "সোঽহং তত্ত্বমসি" এই মহা বাক্য সাধন দ্বারা পরব্রহ্মেই বিলীন হয় ॥ ৩৪৮

ভার্য্যাপুত্রময়প্রসূনমপি তন্মায়ামরন্দং পিবন্
সংসারাখ্যবিষদ্রুমপ্রকটিতং প্রোন্মত্তবদ্ভ্রাম্যসি।

হন্ত ত্বং যদি বা পিপাসুরিহ তৎশ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজ-
প্রোন্মীলন্মকরন্দমঞ্জুলরসং কিন্নামমৃত্যোর্ভয়ং ॥ ৩৪৯

সংসারাখ্য বিষবৃক্ষ হইতে: প্রকটিত যে স্ত্রী পুত্ররূপ পুষ্প, এবং তৎপ্রভব যে মায়া মকরন্দ, তাহা পান ক'রে তুমি প্রকৃষ্ট উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতেছ। বড় দুঃখের বিষয় নয় কি ? সেই মায়ামকরন্দ পান দ্বারা, আত্মহানি বই লাভ কিছুই নাই কিন্তু যদি তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণপদার-বিন্দজাত মকরন্দ রূপ মনোহর রস পান করিতে ইচ্ছা কর, মৃত্যু হইতে ভয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ৩৪৯

রাগশ্চেন্মম মানসভ্রমর হে সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদে
শ্রীগোবিন্দপদাম্বুজে ভবতি তে কিন্নাম মৃত্যোর্ভয়ং।
ভার্য্যাপুত্রময়ে গৃহে বিতথধীঃ সংসজ্জমানোমুদা
ভ্রান্তস্ত্বং মৃগতৃষ্ণয়া মৃগইবাবিদ্যাবৃতঃ সীদসি ॥ ৩৫০

মৃগতৃষ্ণাদ্বারা ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় মিথ্যাবুদ্ধিবিশিষ্ট তুমি, অবিদ্যাবৃত হইয়া সানন্দে স্ত্রীপুত্রময় গৃহে সংসক্ত হইয়া অবসন্ন হইতেছ, কিন্তু হে আমার মানসভৃঙ্গ ! যদি তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দে অনুরাগ হয়, তাহা হইলে কি মৃত্যু হইতে তোমার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে ? কখনই নহে ॥ ৩৫০

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা কথা নিন্দকস্য বদনান্ন নিঃসরেৎ।
কালকূটবমনে রতস্য হি চক্রিণঃ কিমু মুখাৎ সুধা
ক্ষরেৎ ॥ ৩৫১

কৃষ্ণভক্তি রসদ্বারা মিশ্রিত যে কথা, তাহা কখন পরনিন্দাকারি-খলের মুখ হইতে বাহির হয় না। যেহেতু কালকূট বমনে নিপুণ যে সর্প, তাহার মুখ হইতে কখন কি অমৃত নিঃসৃত হয়॥ ৩৫১

মোক্ষাত্মিকা হরিকথেব সদাস্যতোবৈ
নিন্দাত্মিকা পরকথা স্খলতীতরাস্যাৎ।
বিম্বাদ্বিধোঃ ক্ষরতি কিং গরলপ্রবাহ-
স্তদ্বৎসুধা বিষধরাননতঃ কুতোবা॥ ৩৫২

সাধুদিগের বদন হইতে মোক্ষাত্মিকা হরিকথার ন্যায়, অসাধুদিগের বদন হইতে নিশ্চয়ই নিন্দাত্মিকা পরকথাই বাহির হয়। চন্দ্রমণ্ডল হইতে কি গরল প্রবাহ স্খলিত হয়? কখনই নহে! তেমনি সর্প-বদন হইতেই বা কোথায় সুধাক্ষরণ হইয়া থাকে? কোথাও নহে॥ ৩৫২

তেজোব্যাপ্তচরাচরং প্রবিততং বাহ্যান্তরাবস্থিতং
মেঘাচ্ছন্নদৃশো যথা দিনকরং পশ্যন্তি মেঘাবৃতং।
অজ্ঞানান্ধতমোবিনাশ তদাহো তেজঃ পরব্রহ্মণো
মোহাচ্ছন্নধিয়স্তথৈব নিয়তং পশ্যন্তি হা দেহবৎ॥৩৫৩

বাহ্যাভ্যন্তরে অবস্থিত, অতএব তেজোদ্বারা বিশ্বচরাচর-ব্যাপী দিনকরকে, মেঘদ্বারা সম্বৃত দৃষ্টি হইয়া যেমন মেঘাচ্ছন্ন দর্শন করে, তেমনি মোহান্ধকারান্তকৃৎ পরব্রহ্মের সেই প্রসিদ্ধ তেজঃ, যাহা বিশ্বব্যাপি এবং ব্যাহ্যাভ্যন্তরস্থিত, অহো! মোহাচ্ছন্নবুদ্ধি হইয়া নিয়তই মূঢ় জীবগণ তাহা-কেও দেহবৎ দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ সেই পরাত্মাকে দেহাত্মবাদিগণ আমি আমি বলিয়া অভিনিবিষ্টচিত্ত হয়। বড়ই বিস্ময়ের কথা নয় কি?॥ ৩৫৩

হিংসাদ্বেষাদিভিঃ কামং হৃতসত্বং হি দুর্হৃদং।
পরিত্যজতি ভক্তিস্তং বৃদ্ধঞ্চ তরুণী যথা॥ ৩৫৪

যেহেতু হিংসা দ্বেষাদি কর্তৃক হৃতসত্ব, "সত্ব" কিনা বল অতএব সেই দুষ্টহৃদকে ভক্তিদেবী, বৃদ্ধকে যুবতীর ন্যায় যথেষ্ট পরিত্যাগ করেন॥ ৩৫৪

নিরন্তরমকৈতবং ভজনভৃজ্জনৈর্মিত্রতা
তৃণাদপি সুনীচতা হৃদয়হর্ষিণী সৎকথা।
তথা সুজনসঙ্গতো নিরভিমানিতা চেদ্ভবে-
ন্মুকুন্দচরণাম্বুজং নহি তদা ক্বচিদ্দুর্ল্লভং॥ ৩৫৫

নিরন্তর ছলনারাহিত্য, এবং ভজনানন্দি-জনের সহিত সখ্য, তৃণাপেক্ষা নীচতা, এবং হৃদয়হর্ষিণী ব্রজলীলাদি-সৎকথা, তেমনি সজ্জন সহবাস জন্য যদি অভিমানশূন্যতা হয়, তবে মুক্তিদাতা জনার্দ্দনের চরণপদ্ম কখনই দুর্ল্লভ হয় না॥ ৩৫৫

কামে সত্ববিনাশিনি প্রভবতি ক্রোধে চ কিং শত্রুভি-
র্লোভে বুদ্ধিবিরোধিমোহসহিতে কিম্বা পশুত্বৈরিহ।
মাৎসর্য্যে কিমু দুঃসহৈর্নরকজৈরুচ্চৈস্তরাং পীড়নৈঃ
কৃত্যাকৃত্যবিবেকহীনহৃদয়ে কিম্বা মহাপাতকৈঃ॥ ৩৫৬

দেহ, বা বলক্ষয়কারি মদন, এবং ক্রোধও প্রভাব বিস্তার করিলে আর শত্রুতে কি প্রয়োজন? অথবা বুদ্ধিবিরোধি-মোহসহ-লোভ, প্রভাব বিস্তার করিলে, পৃথক্ পশুত্বের কি প্রয়োজন? মাৎসর্য্য প্রভাব বিস্তার করিলে, অত্যুচ্চ-দুঃসহ-নরকজাত-যন্ত্রণায় প্রয়োজন কি? আর

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাশূন্য হৃদয় থাকিলে, মহাপাতকের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ দেহেতে যদি রিপুগণ প্রবল হয়, তবে পৃথক্ নরকের প্রয়োজন নাই, ইতি ভাবার্থ॥ ৩৪৬

অকৈতবমনা ভবন্ কুরু মহাজনৈঃ সঙ্গতিং
সদাস্যপরিকীর্ত্তিতং শৃণু হরের্যশোনির্ম্মলং।
তৃণাদপি সুনীচতা দধদনাবিলপ্রেমতো
মুকুন্দচরণাম্বুজং ভজ ভবাম্বুধেস্তারকং॥ ৩৫৭

অকপটচিত্ত হ'য়ে হরিভক্তদিগের সঙ্গ কর। অনন্তর তাঁহাদিগের ত্তিত হরির নির্ম্মল যশোগান শ্রবণ কর। কেমন করিয়া সেই গান শ্রবণ করিবে,—না—তৃণ হইতেও নীচতা ধারণ করিয়া নিরাবিল-প্রেমের সহিত! তাহা হইলেই যথার্থ শ্রবণভক্তি যজন করা হইবে, নতুবা শ্রবণাভাস মাত্র॥ ৩৫৭

কৃষ্ণপ্রেমসুনির্ম্মলং যদি মনঃ কিং চিত্তশুদ্ধীহয়া
সদ্ভিশ্চেদ্বসতিঃ সদা কিমুভবেত্তীর্থপ্রবাসৈস্তদা।
দিষ্ট্যা কৃষ্ণকথা শ্রুতাবুপগতা কিং বেদশুশ্রূষয়া
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনং যদি হরৌ কিং রাজ্যদানাদিভিঃ॥৩৫৮

যদি কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা তোমার মন নির্ম্মল হয়, তবে চিত্তশুদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়া কি হইবে? যদি সাধুসঙ্গে সতত বাস হয়, তাহা হইলে তীর্থ বাসের কি প্রয়োজন? যদি ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণকথা কর্ণপথে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে বেদাদি শ্রবণেচ্ছাদ্বারা কি প্রয়োজন? আর যদি

হরিতে সর্ব্বস্বের সহিত আত্মনিবেদন হয়, তবে রাজ্যদান প্রভৃতি কি হইতে পারে? ॥ ৩৫৮

সুখং কিম্বা দুঃখং দুরিতমথ পুণ্যং কিমথবা
সুখং সাধোঃ সঙ্গোবৃজিনমপি তেষাং বিরহণং।
সতাং নিন্দা পাপং সুকৃতিরপি বিষ্ণোঃ পদরতি-
র্ভজাসক্ত্যা ভক্ত্যা সহ সুকৃতিভিঃ কৃষ্ণচরণং ॥ ৩৫৯

সুখ কাহাকে বলে, ও দুঃখই বা কাহাকে বলে, এবং পাপ কাহাকে বলে ও পুণ্যই বা কাহাকে বলে? সাধুসঙ্গই সংসারে সুখ, এবং তাঁহাদিগের বিরহই মহাদুঃখ। সজ্জনের নিন্দাই পাপ, এবং কৃষ্ণপদে রতিই পুণ্য, অতএব কৃষ্ণপদরতি-শালি-পুণ্যবান্ জনের সহিত মিলিত হইয়া, আসক্তি সহ ভক্তিদ্বারা কৃষ্ণচরণ ভজ ॥ ৩৫৯

হরের্ভক্তে মৈত্রী হরিচরণসক্তির্মনুজ হে
বিরক্তিঃ সংসারে সততমবিচারে যদি সুখং।
তদা ভোগেচ্ছাদ্যৈরপি কথমবিদ্যাবৃতধিয়া
সুখং মত্বা দুঃখে মৃগ ইব মরৌ ভ্রান্ত চরসি ॥ ৩৬০

হে মনুজ! হরির ভক্তে মিত্রতা, ও হরির চরণে প্রসক্তি, এবং সতত বিচার শূন্য সংসারে বিরক্তি, এইগুলি যদি যথার্থ সুখ হয়, তবে কি জন্য "এখানে পুষ্করিণী করিব, এখানে অট্টালিকা করিব" এইরূপ ভোগেচ্ছাদি দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া দুঃখবিশিষ্ট সংসারে, অবিদ্যাচ্ছন্নবুদ্ধি দ্বারা হে ভ্রান্ত! সুখময় মনে করিয়া; অতিদুঃখময় মরুভূমিতে মৃগের ন্যায় তুমি ভ্রমণ করিতেছ? ॥ ৩৬০

কাকঃ কস্য ধনং হরেৎ কিমিহ যৎ সর্ব্বত্র ঘৃণ্যোভবেৎ
কস্মৈ বিত্তময়ং দদাতি স পুনর্যেন প্রিয়ঃ কোকিলঃ।
বৈষম্যং পিককাকয়োর্বদ সখে কস্মাদ্দরীদৃশ্যতে
মন্যে কর্কশতা তথা মধুরতা স্পষ্টং তয়োঃ কারণং॥ ৩৬১

এই জগতে কাক কাহার কি ধন হরণ করে? যাহার জন্য সে সর্ব্বত্র ঘৃণ্য হয়! পুনশ্চ এই কোকিল, কাহাকে কি ধন চালিয়া দেয়? যদ্দারা সে সকল স্থানেই প্রিয় হয়! হে সখে! কোকিল ও কাকের মধ্যে কেন বিষমতার আতিশয্য পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়, বল দেখি! বোধ করি কঠোরতা ও মাধুর্য্য স্পষ্টই সেই ঘৃণ্য ও প্রিয়ত্বে নিদান, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩৬১

বিপ্রাদিবর্ণো যদি কৃষ্ণভক্তেঃ সাম্যং ভজেত্তদ্ভজনপ্রসঙ্গাৎ।
স্পর্শাশ্মযোগাদ্ধি সমস্তধাতুঃ প্রসহ্য চামীকরতাং
প্রযাতি॥ ৩৬২

বিপ্রাদি বর্ণচতুষ্টয় যদি কৃষ্ণভক্ত হয়েন, তাহা হইলে কৃষ্ণভজনের প্রসঙ্গহেতু সেই বর্ণচতুষ্টয় একত্ব লাভ করে। অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ শূদ্র" ইত্যাদি ভেদ আর থাকে না। যেহেতু স্পর্শমণির যোগে সমস্ত ধাতুই যুগপৎ কাঞ্চনতা প্রাপ্ত হয়, ও সমান মূল্যে বিক্রীত হয়। ৩৬২

ভক্তিজ্ঞাননিরাবিলং যদি মনস্তীর্থেষু কিং মজ্জনৈ-
র্দিষ্ট্যা কৃষ্ণমহাপ্রসাদঘটনা পীযূষপানেন কিং।
তদ্বৎ সাধুসমাগমো যদি ভবেদ্ব্যর্থশ্চ তীর্থাশ্রয়ঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য কথোৎসবে যদি রতিঃ কিং তত্ত্বমস্যাদিভিঃ॥৩৬৩

ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান দ্বারা যদি মন নির্ম্মল হয়, অর্থাৎ অসন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে তীর্থমজ্জন, অর্থাৎ গঙ্গাযমুনাদি স্নান দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, কিছুই নহে। যদি ভাগ্যে কৃষ্ণের মহাপ্রসাদ ঘটে, তাহা হইলে অমৃত পানের কি প্রয়োজন? সেইরূপ যদি ভাগ্যবশতঃ সাধুসঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে, তীর্থাশ্রয় ব্যর্থ। আর যদি সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-কথার উৎসবে রূঢ়ভাব হয়, তবে 'সোঽহং তত্ত্বমসি' প্রভৃতি দ্বারা কি প্রয়োজন ॥ ৩৬৩

সৎসন্নিধানেঽপি বসন্ দুরাত্মা ক্বচিত্ত্যজেন্নৈব নিজস্বভাবং।
বসদ্বিষং শঙ্করকণ্ঠপীঠে জহাতি কিং মৃত্যুকরস্বভাবং ॥৩৬৪

কেবল সৎসঙ্গ হইতেই যে স্বকীয় ইষ্টলাভ হয়, তাহাই বা কি করিয়া বলি! যেহেতু শঙ্কর কণ্ঠপীঠে নিত্য থাকিয়াও কালকূট কখন কি স্বকীয় মৃত্যুকর স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে? কখনই নয়। তেমনি যে নিসর্গতঃ দুর্জ্জন হয়, সে সাধুসঙ্গে নিরন্তর থাকিয়াও স্বকীয় দৌর্জ্জন্য কখন ত্যাগ করে না। ৩৬৪

জারে যথৈব নিয়তং ব্যভিচারিণীনাং
নিঃস্বার্থমেব লগতি প্রণয়ার্থি চিত্তং।
তদ্বদ্‌যদি ক্ষণমপীহ হরৌ মনস্তে
দূরীভবেত্ত্রিবিধতাপভয়ং ভবাব্ধেঃ ॥ ৩৬৫

ব্যভিচারিণীগণের প্রণয়ার্থি-চিত্ত, উপপতিতে যেমন অলঙ্কার বস্ত্রাদির আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, নিঃস্বার্থভাবে নিরত হইয়া লগ্ন হয়, তেমনি যদি ক্ষণকালের জন্য হরিতে তোমার মন লগ্ন হয়, অর্থাৎ সেই মাত্রার আসক্তি

দ্বারা সেইরূপ নিস্বার্থ ভাবে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া মন, হরিপ্রেমে মাতিয়া যায়, তোমার ভবসাগর হইতে আর কি ত্রিতাপের ভয় থাকিতে পারে? কখনই নহে॥ ৩৬৫

গুরুং শিষ্যোদ্বেষ্টি প্রকৃতমিহ ভার্য্যা পতিমপি
গুরুঃ শিষ্যং বাঢ়ং পতিরপি চ ভার্য্যামতিতরাং।
পিতা পুত্রং কামং জনকমপি পুত্রঃ কথমিব
নিমিত্তং কিং বিত্তং কলিসহিতমিত্থং প্রভবতি॥ ৩৬৬

ধন্য কালমাহাত্ম্য! এই সংসারে প্রকৃত গুরুকেও শিষ্য দ্বেষ করিতেছে এবং ভার্য্যা হইয়া পতিকে দ্বেষ করিতেছে, আবার শিষ্যকে স্বয়ং গুরু হইয়া অতিমাত্র দ্বেষ করিতেছেন ও পতি হইয়া ভার্য্যাকে নিরতিশয় দ্বেষ করিতেছে, আবার পুত্র হইয়া জনকের প্রতি দ্বেষ করিতেছে, এবং জনকও পুত্রকে কোন এক প্রকার কি যেন কেমন যেন অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অচিন্তিতপূর্ব্ব দ্বেষ করিতেছেন। কালমাহাত্ম্যে ইহা কাদাচিৎক ও দুর্ঘট ব্যাপার নহে। পরন্তু ইহা এখন সার্ব্বত্রিক ও নিত্য সম্ভাব্যের মধ্যে হইয়া উঠিয়াছে। তবে কি বিত্তই একমাত্র নিমিত্ত হইয়া কলির সহিত নিত্য এই রূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, ধন্য যুগমাহাত্ম্য ও ধন্য বিত্তমাহাত্ম্য॥৩৬৬

মৈথুনাহারনিদ্রাভিস্তুল্যঃ পশুভিরঞ্জসা
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যাসৌ নরস্তত্র বিশিষ্যতে॥ ৩৬৭

এই পৃথিবীতে মনুষ্য প্রভৃতি যত জীব আছে, তন্মধ্যে এক মাত্র মনুষ্যই শ্রেষ্ঠতম, কিন্তু একথা মনুষ্যেই বলিয়া থাকে। এখন দেখিতে

হইবে একথা যথার্থ কি না! যদি বল যে বাস্তবিক সর্ব্বাপেক্ষা নরই প্রধান, তবে সে প্রাধান্য কি আকৃতি দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, না কি অন্য কোন বৈশিষ্ট্য আছে, যদ্দ্বারা মনুষ্য শ্রেষ্ঠতম! আহার নিদ্রা মৈথুন, এতত্রয়ের দ্বারায় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইতে পারেনা, তবে একমাত্র ধর্ম্মবুদ্ধি ও হিতাহিত বিচার দ্বারা, নরের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন পশু হইতে নরের কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই। অতএব হরিভজন করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হও ॥৩৬৭

সদাঽবিদ্যাধ্বান্তে প্রতিপদমশান্তে শুভকর
মসারে সংসারে ভজ ভজ মুরারেঃ পদযুগং।
সুখান্তং যচ্ছান্তং তদপি পরিহায় ভ্রমসি কিং
ত্বমারাধ্যং ভদ্রং বিবুধগণসাধ্যং বিনয়তঃ ॥ ৩৬৮

অবিদ্যারূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অশান্ত যে অসার সংসার, যাহাতে পদে পদে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, রোগ থাকলেই ঔষধের আবিষ্কার আপনিই হয়, সুতরাং ঐ অবশ্যভোগ্য ত্রিবিধ দুঃখরূপ রোগের প্রতিরোধক ঔষধ, শ্রীকৃষ্ণের কুশলপ্রদ পদযুগ সততই ভজ। যাহা শান্ত, অর্থাৎ যাহা ভজিলে সুখদুঃখও চিন্তা দ্বেষ রাগ, অথবা কোন ইচ্ছা মনকে আশ্রয় করিতেই পারে না, সুতরাং সুখপারণামিও স্বয়ং ভদ্র, কিনা মঙ্গলময়, ও দেবগণেরও সাধন যোগ্য সেই মুক্তিপ্রদ চিরারাধ্য ধন ত্যাগ করিয়া কেন ভ্রমণ করিতেছ? বিনয় সহকারে সতত ভজ ॥৩৬৮

উত্তালোর্ম্মিভবাব্ধিভীষণভয়াৎ সন্তর্ত্তুকামস্য চ
নানাব্যাধিভবাধিবাধিতহৃদা দন্দহ্যমানস্য তে।

তাবদ্ব্যাধিনিবারণায় বিহিতং ধাত্রা মহাভেষজং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দযুগলং স্বশ্রেয়সং চিন্তয় ॥ ৩৬৯

নানাবিধ ব্যাধি জাত মনস্তাপে অংক্রান্ত হৃদয় হইয়া পুনঃপুনঃ দগ্ধ যে তুমি, এবং উত্তাল তরঙ্গমালায় আক্রান্ত যে ভব সমুদ্র, তাহা হইতে সমুৎপন্ন ভীষণ ভয়, সেই ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছ যে তুমি, তোমার তাবদ্রোগ হরণকারি মহৌষধ, বিধাতা করিয়া রাখিয়াছেন, সে ঔষধ, ঐ শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দদ্বয় আর কিছুই নহে। অতএব সেই মহৌষধই তোমার ক্ষেমঙ্কর বলিয়া চিন্তা কর ॥৩৭১

কলিসঙ্গভুজঙ্গদংশনাদ্বরমঙ্গানলসঙ্গমো মম।
ইদমঙ্গমনঙ্গরঙ্গতোহ্যব তে কৃষ্ণ দদৎ পদাম্বুজং ॥ ৩৭০

হে কৃষ্ণ! কলিসঙ্গরূপ ভুজঙ্গের দংশন হইতে অগ্নি সঙ্গও বরং ভাল। বিশেষতঃ মদনের প্রভাবে দেহ আমার জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, যেহেতু তোমার পাদপদ্ম সমস্ত তাপক্ষয় করণে সমর্থ, তাই বলি, তোমার পাদপদ্ম দিয়া আমার এই দেহকে অনঙ্গরঙ্গ হইতে রক্ষা কর। ৩৭০

অপি নাম বরাভয়প্রদং ভজরে কৃষ্ণপদং ভবান্তকৃৎ।
ইহ কালভয়ং গমিষ্যতি প্রসভং সৌরকরাত্তমোযথা ॥৩৭১

জন্মভয় দূরীকরণ সমর্থ এবং নিশ্চয় বরাভয়প্রদ কৃষ্ণপদ ভজ। হঠাৎ তোমার কালভয়, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। অতএব জন্মমৃত্যুক্ষয়কৃৎ কৃষ্ণপদ ভজ। ৩৭১

নো বারণ্যপ্রবাসৈ র্ন চ বিধিবিহিতৈঃসাত্ত্বিকৈঃ শুদ্ধভোক্ষ্যৈ
র্বৃন্দারণ্যাদিতীর্থপ্রমুখবসতিভীরূপবিত্তাধনৈর্ব্বা।
যদ্বাপট্টাদিবাসোব্যবহরণবশাদ্বুদ্ধিজালৈশ্চ তীক্ষ্ণৈ
কৈরপ্যাসাদ্যতে তদ্ভজনপথমৃতে কৃষ্ণচন্দ্রপ্রসাদঃ ॥ ৩৭২

বনবাস দ্বারা কিম্বা বিধিবিহিত সাত্ত্বিক শুদ্ধ-ভোজন দ্বারা, অথবা বৃন্দাবন প্রভৃতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে বসতি দ্বারা, কিম্বা রূপ-যৌবন-ধন প্রভৃতি দ্বারা, পট্টাদি-বসন ব্যবহার দ্বারা, ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা; কৃষ্ণকৃপা কেহ তাঁহার ভক্তিপথ ব্যতীত পাইতেই পারে না ॥ ৩৭২

নিত্যং বিত্তহরা মনোহরতরা সাধ্বী সমুন্মাদিনী
প্রেমানন্দময়ৈর্বচোভিরনিশং ব্যাপ্তা হরেঃ প্রাপিকা।
নির্ব্বেদং জনয়েৎ তথা সুখকরী কামং ভবোৎসাদিনী
কামাগ্নেঃ শমনী সদা ভগবতী বেশ্যেব বৃন্দাটবী ॥ ৩৭৩

বৃন্দাটবী গুণদ্বারা বেশ্যার ন্যায় আচরণ করিতেছেন। বৃন্দাবন বাস করিতে গেলেই, ব্রজবাসীরা তাহার ধন হরণ করেন; সুতরাং বিত্তহরা বেশ্যার ন্যায়। মনোহরতরা, উভয়েই বটে, এবং বৃন্দটবী সাধ্বী, বেশ্যা অসাধ্বী। নিরন্তর প্রেম ও আনন্দময় বাক্যের দ্বারায় ব্যাপ্তা, অর্থাৎ নানাস্থানে ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা জনিত প্রেমানন্দ ময় বাক্যদ্বারা ব্যাপ্তা হইয়া যিনি সমুন্মাদিনী, শ্রবণ পরায়ণ ভক্তচিত্তে উন্মাদ জন্মাইয়া দেন। বেশ্যা ও মৌখিক প্রেমানন্দময় বাক্যদ্বারা ব্যাপ্তা হইয়া, তদাসক্ত ব্যক্তির সম্যক্ উন্মাদ জনিকা। ইনিও হরিপ্রাপিকা, বেশ্যাও যমপ্রাপিকা। ইনি সুখকরী হইয়া নির্ব্বেদ জনিকা, বেশ্যাও

অসুখকরী হইয়া পরিশেষে চিত্তে ধিক্কার জন্মাইয়া দেন। ইনি ভবোৎসাদিনী, কিনা মোক্ষদায়িনী, আর বেশ্যাও "ভব" কিনা সংসার, তাহার উৎসাদিনী। ইনি কামাগ্নি, কিনা বাসনাগ্নি নাশিনী, বেশ্যাও মদনাগ্নিনাশিনী। ইনি ভগবতী, কিনা জ্ঞানযুক্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তবিশিষ্টা, আর বেশ্যাও অভগবতী, কিনা অকীর্ত্তিশালিনী। অতএব বৃন্দাটবী বেশ্যার ন্যায় বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। ৩৭৩

প্রভিন্নদলিতাঞ্জনদ্যুতিবিড়ম্বিনীলাম্বুদঃ
পিনদ্ধকনকাম্বরাদমিত'দামিনী' (চঞ্চলা) বিভ্রমঃ।
বিলোলবৃষভানুজানয়নচাতকাম্ভোধরঃ
স পাতু শতসুন্দরীপ্রণয়মাধুরীধোরণঃ ॥ ৩৭৪

চাকৃচিক্যশালি-ঘৃষ্টাঞ্জন সদৃশ দ্যুতিদ্বারা বিড়ম্বিত হইয়াছে নীলজলদ, এবং পরিহিত কনকবর্ণ বসনদ্বারা দমিত হইয়াছে দামিনী বা চঞ্চলার বিভ্রম যাহা কর্ত্তৃক। অনুরাগদ্বারা বিলোল হইয়াছে যে বৃষভানুনন্দিনীর নয়নরূপ চাতক, তৎসম্বন্ধে অম্ভোধর স্বরূপ। এবং শত ব্রজসুন্দরীর প্রণয় মাধুরীর বহনকর্ত্তা তোমাদের রক্ষা করুন। ৩৭৪

দলিতাঞ্জনপুঞ্জমঞ্জুলাং বপুষঃ কান্তিমতীন্দ্রিয়াং হরেঃ।
প্রসমীক্ষ্য নবাম্বুদভ্রমাচ্ছিখিভির্নৃত্যত এব নিত্যশঃ ॥ ৩৭৫

বর্ষাকালেই ময়ূরসকল নবঘন দেখিয়া প্রসারিতপুচ্ছ হইয়া সানন্দে নৃত্য করে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু বৃন্দাবনে ময়ূরগণ, কৃষ্ণের সেই দলিতাঞ্জননিভ মনোহারিণী, ও অতীন্দ্রিয়া শরীরের কান্তি দর্শন করিয়া, নবাম্বুদ ভ্রম হেতু নিত্যই প্রমুদিত হইয়া নৃত্য করিতেছে ॥ ৩৭৫

ক্বচিৎ কনকযূথিকা মৃদুসমীরণান্দোলিতা
প্রবালনবরাগভূপরিসরস্থিতা মাধবী।
স্ফুটৎকুসুমসৌরভাঞ্চিতনিকুঞ্জমঞ্জুদ্রুমো-
ল্লসন্মধুপঝঙ্কৃতিঃ স্ফুরতি যত্র বৃন্দাবনে॥ ৩৭৬

যে বৃন্দাবনে মৃদুসমীরণ স্পর্শে আন্দোলিতা কনকযূথিকা কোন স্থানে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। কোন স্থানে প্রবালের ন্যায় নূতন রক্তিমপূর্ণ ভূভাগের প্রান্ত স্থিতা হইয়া বাসন্তী, পুষ্পবিকাশচ্ছলে যেন হাস্যমুখী হইয়া শোভা পাইতেছেন। কোন স্থানে বিকশিত কুসুমসৌরভে পরিপূর্ণ যে নিকুঞ্জস্থ মনোহর দ্রুম, তাহাতে দীপ্তি পাইতেছে ভ্রমরাবলির ঝঙ্কার, এইরূপে বৃন্দাবন যেন চক্ষুঃ ও কর্ণের প্রীতি প্রদানে রত হইয়াছেন॥ ৩৭৬

রসালনবমঞ্জরীপরিমলস্ফুরন্মাধুরী
প্রমত্তমধুলিণ্মহামধুরগুঞ্জনৈস্তুন্দিলা।
বিহঙ্গগণকাকলী পিককুহূকুহূ হুঙ্কৃতি
র্বসন্তনবসম্পদা সপদি ভাতি বৃন্দাটবী॥ ৩৭৭

বৃন্দাটবী বসন্তের নবসম্পত্তি দ্বারা সহসা যেন দীপ্তি পাইতেছেন। আম্রতরুর অভিনব অঙ্কুরের পরিমল, কিনা অতি মনোহর গন্ধ দ্বারা পরিস্ফুরিত যে মাধুরী, তাহাতে প্রমত্ত যে মধুপশ্রেণী, তাহাদিগের অতিশয় মধুর গুঞ্জন দ্বারা ব্যাপ্তান্তরা। এবং বিহঙ্গগণের অস্ফুট মধুরধ্বনি ও কোকিল সকলের কুহূকুহূ হুঙ্কার যেখানে নিরন্তর হইতেছে॥ ৩৭৭

কলিন্দতনয়াতটীরুহকদম্বকুঞ্জস্থলী-
প্রচারণপরায়ণো নববিদগ্ধলীলাঙ্কিতঃ।
ররাজ মুরলীকলামধুরনিক্বণৈর্মূর্চ্ছয়ন্
দিগন্তমভিনন্দিতব্রজনিতম্বিনীমানসঃ॥ ৩৭৮

কলিন্দনন্দিনীর তীরসমুৎপন্ন-কদম্বতরুরাজিসমাচ্ছন্ন-কুঞ্জস্থলীতে অভিনব কাম পণ্ডিতের বিলাস বিশিষ্ট হইয়া প্রচার পরায়ণ, এবং মুরলীবাদনের মধুর ধ্বনি দ্বারা দিঙ্মণ্ডলকে মূর্চ্ছিত করতঃ সর্ব্বতোভাবে ব্রজাঙ্গনা-চিত্তকে আহ্লাদিত করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ দীপ্তি পাইয়াছিলেন॥ ৩৭৮

নবীননটনর্ত্তনক্বণিতকিঙ্কিণীনিস্বন-
বিদগ্ধনবলীলয়াঞ্চিতরসার্দ্রমঞ্জুস্মিতঃ।
বিলোলনয়নাঞ্চলামৃতনিতম্বিনীভূষণো
ররাজ নবনাগরীমনসিজো বপুষ্মানিব॥ ৩৭৯

নবীন নটমূর্ত্তির নর্ত্তন জন্য শব্দায়মান কিঙ্কিণীর কিনি কিনি শব্দ সহ বিদগ্ধের নব কেলি দ্বারা যুক্ত যে রস, তদ্দ্বারা আর্দ্র-মনোজ্ঞ অল্প হাস্য যাঁহার, বিলোল নয়নাঞ্চলের অমৃতস্বরূপ, ও নিতম্বিনীদিগের ভূষণ স্বরূপ এবং নবনাগরীদিগের কন্দর্প যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়াই দীপ্তি পাইয়াছিলেন॥ ৩৭৯

সকৃদুচ্চারিতং ভক্ত্যা হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তাপত্রয়ং দহত্যাশু বনানি পাবকো যথা॥ ৩৮০

ভক্তিদ্বারা "হরি" এই অক্ষরদ্বয় একবার উচ্চারিত হইলে, বনকে বহ্নির ন্যায়, তাপত্রয়কে সত্বর দগ্ধ করে॥ ৩৮০

বারাণস্যাঃ সমন্তাৎ সুললিতমধুরং তারকব্রহ্মনাম
দ্বারং দ্বারং গৃণন্ যঃ প্রতিনিয়তমজো রামরামেতি যত্নাৎ।
মগ্নানাং পাপপঙ্কে চিরবিকৃতধিয়াং মোক্ষদং সর্ব্বলোকো
জীবানাং মুক্তিহেতোর্ভ্রমতি স নিতরাং শঙ্করশ্চন্দ্রমৌলিঃ॥৩৮১

যিনি স্বয়ং জন্মরহিত ও সর্ব্বলোকের আধারস্বরূপ হইয়াও বারাণসীর চতুর্দ্দিকে লোকের দ্বারে দ্বারে যত্নপূর্ব্বক "রাম রাম" এই সুললিত, ও মধুর এবং মোক্ষদ তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করতঃ, পাপপঙ্কে নিমগ্ন, সুতরাং চিরবিকৃতবুদ্ধিদিগের মুক্তিনিবন্ধন ;—সেই অর্দ্ধচন্দ্রভাল জগতের মঙ্গলকারী শঙ্কর নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। ৩৮১

প্রফুল্লকুসুমান্বিতা পবনবেল্লিতা গুল্মিনী
ভ্রমদ্ভ্রমরগুঞ্জনস্থগিতমঞ্জুপুষ্পাবলিঃ।
শিখণ্ডিমদতাণ্ডবস্খলিতচন্দ্রকৈর্ব্যাপ্তভূঃ
স্বভাবগুণসম্পদা সপদি ভাতি বৃন্দাটবী॥ ৩৮২

লতাসকল প্রস্ফুটতকুসুমযুক্তা হইয়া মৃদু পবনহিল্লোলে দুলিতেছে৷ এবং ভ্রমণপরায়ণ ভৃঙ্গাবলির গুঞ্জন দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে মনোহর পুষ্প শ্রেণী যাহাতে, ময়ূর সকলের মত্ততা সহ যে নৃত্য, তজ্জন্য স্খলিত যে পুচ্ছের চন্দ্রক, তদ্দ্বারা ব্যাপ্তভূমি, এমন যে বৃন্দাটবী নিসর্গগুণসম্পত্তিদ্বারা সহসা দীপ্তি পাইতেছেন॥ ৩৮২

ত্রিধা বিতনুতে ক্বচিন্মধুরভঙ্গিমানং মরুৎ
ক্বচিদ্ভ্রমরঝঙ্কৃতিঃ পিককুহূকুহূহুঙ্কৃতিঃ।

ক্বচিদ্বিহগকাকলীকলকলৈর্জড়োন্মাদিভি-
র্নিকুঞ্জবনভূরিয়ং স্ফুরতি যত্র বৃন্দাবনে॥ ৩৮৩

যে বৃন্দাবনে নিকুঞ্জবনস্থলী অপূর্ব স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। কোন স্থানে পবন, শৈত্য, সৌগন্ধ্য, মান্দ্য, এই মধুর ত্রিবিধ ভঙ্গিমা বিস্তার করিতেছে। কোন স্থানে ভ্রমরের ঝঙ্কার কোকিলের কুহূ কুহূ হুঙ্কার, কোন স্থানে জড় বস্তুরও উন্মাদকারি-বিহঙ্গগণের অস্ফুট মধুর কাকলীহেতু কলকল রব বিশিষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছে। ৩৮৩

ক্বচিৎ কনকচম্পকাবলিসুসঙ্গতা গুল্মিনী
নবস্তবকদম্ভতঃ পরিণতস্তনোল্লাসিনী।
ভ্রমদ্ভ্রমরবিভ্রমচ্ছলপরিস্ফুরৎকুন্তলা
বধূরিব মধুশ্রিয়া স্ফুরতি যত্র বৃন্দাবনে॥ ৩৮৪

যে বৃন্দাবনে কোন স্থানে স্বর্ণচম্পকশ্রেণীতে মিলিত হইয়া লতা, অভিনব স্তবকের ছলে পরিণত স্তন দ্বারা উল্লাসিনী, এবং ভ্রমণশীল ভ্রমরের বিলাসচ্ছলে স্ফুরিত হইয়াছে কুন্তল যাহার, অতএব বসন্তলক্ষ্মীর দ্বারায় যেন বধূর ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে॥ ৩৮৪

বিলোলনয়নাঞ্চলস্ফুরদমন্দমঞ্জুস্মিতঃ
কপোলফলিকামিলন্মকরকুণ্ডলোন্মীলিতঃ।
নবাম্বুদমনোহরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতো
বিদগ্ধহৃদি কন্দরে স্ফুরতু বো যশোদাসুতঃ॥ ৩৮৫

চঞ্চল নয়নের প্রান্তভাগ সহ স্ফুরিত হইতেছে উত্তম মনোহর অল্পহাস্য,

ও গণ্ডস্থলমিলিত মকরকুণ্ডল, ভেদ্দ্বারা দেদীপ্যমান, এমন যে নবঘন সদৃশ মনোহর কান্তি-সমূহ, তদ্দ্বারা সম্যক্ প্রকারে উদ্ভাসিত যে যশোদানন্দন কৃষ্ণ, তিনি তোমাদের রসজ্ঞহৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৩৮৫

দোলয়ন্ মৃদু লবঙ্গবল্লরী র্মাধবীসুরভিগন্ধবান্ধবঃ।
অম্বুলেশসবিশেষশীতলো মন্দমন্দময়তে সমীরণঃ ॥৩৮৬

লবঙ্গমঞ্জরীকে মৃদুভাবে দোলিত করিয়া জলকণবাহিত্বহেতু সবিশেষ স্নিগ্ধ, এবং মাধবীলতার সুরভি সৌরভের বান্ধব যে সমীরণ, তাহা যে বৃন্দাবনে মন্দমন্দভাবে প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৩৮৬

।ন

সুমমরন্দমমন্দমলন্ধয়ন্।
ভ্রমতি তান্তনিতান্তমদোদ্ধতো
মধুকরো মধুপাননিবিষ্টধীঃ ॥ ৩৮৭

নির্জ্জন লতাচ্ছন্ন নিকুঞ্জবনে বিকসিত কুসুমের উত্তম মকরন্দ অত্যন্ত পান করতঃ নিতান্ত মদোদ্ধত মধুকর মধুপানে নিবিষ্টবুদ্ধি হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ৩৮৭

সমদচঙ্গবিহঙ্গকলস্বনৈ-
র্মধুপমঞ্জুলঝঙ্করণৈর্যুতা।
ইহ বনে প্রতিভাতি মুহুর্লতা
সকুসুমা কুসুমাকরসঙ্গতা ॥ ৩৮৮

এই বৃন্দাবনে বিকসিত কুসুমযুক্ত হইয়া লতাসমূহ বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া মদযুক্ত মনোহর বিহঙ্গগণের কলনিনাদ ও ভ্রমরের মনোহর ঝঙ্কৃতি সহ মিলিত হইয়া, চক্ষুঃকর্ণের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া দীপ্তি পাইতেছে ॥৩৮৮

হিমসুধীরসুগন্ধিসমীরণৈ-
র্বিবিধতাপবিনোদনবন্ধুভিঃ।
বপুষি সারসুখস্য নিধীয়তে
বিপুলতা কিল তাপভৃতামপি ॥ ৩৮৯

যে বৃন্দাবনে শীতল সুধীর ও সুগন্ধি পবন, বিবিধতাপবিনোদনের বন্ধু স্বরূপ হইয়া, বিরহিদিগের বিরহাগ্নিবিপ্লুষ্ট দেহে সারসুখের প্রাচুর্য্য নিধান করিতেছে ॥ ৩৮৯

সুপীতবসনদ্যুতীঃ সহচরী প্রসূনোৎকরৈ-
স্তমাল ইহ কন্দলৈর্ধরতি নীলকায়প্রভাঃ।
সুপক্কফলরোচিষাঽধরসুবিভ্রমং বিম্বিকা
হরের্দশনদীধিতীঃ স্ফুরিতকুন্দবল্লী ব্রজে ॥ ৩৯০

এই ব্রজধামে তরু ও লতা সকল যেন বিলাসপ্রিয়তা জন্য, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গশোভা হরণ করিয়া স্বীয় বিলাস চরিতার্থতা হেতু ধারণ করিতেছে। সহচরী সুবর্ণ বর্ণ পুষ্প সমূহ দ্বারা, কৃষ্ণের সুন্দর পীতবসনের কান্তি, এবং তমালতরু নবপল্লব দ্বারা:নীলাঙ্গপ্রভা, ও বিম্বিকালতা নিজের সুপক্ক ফলেরকান্তিদ্বারা, কৃষ্ণের অরুণাধরের বিলাস, এবং পরিস্ফুরিত কুন্দলতা, হরির দন্তপটলকান্তি ধারণ করিতেছে ॥ ৩৯০

প্রস্ফুরদ্ভিরভিতঃ কপোলয়োঃ কুন্তলৈর্মধুপরাজিবিভ্রমৈঃ।
যন্মুখাব্জমকরন্দলোলুপৈর্ভ্রম্যতে খলু মদোদ্ধতৈরিব ॥৩৯১

যাঁহার বদনাম্বুজের মকরন্দ লোলুপ, মদমত্ত মধুপশ্রেণীর বিলাস-বিশিষ্টের ন্যায় পবনস্ফুরিত কুন্তল সকল, গণ্ডের চতুঃপার্শ্বে ভ্রান্ত হইতেছে অর্থাৎ কৃষ্ণের মুখকমলের মকরন্দ পিপাসু মধুপগণই যেন ভ্রমণ করিতেছে, ঐগুলি কুণ্ডল নহে। ইতি ভাবার্থঃ ॥ ৩৯১

কবাটবিস্তারমুরঃ সমুন্নতং
নবাম্বুদশ্যামমনোহরং বপুঃ।
যদীক্ষমাণাম্বুধিনন্দিনী স্বকং
বিহায় চাঞ্চল্যমশিশ্রয়চ্চিরম্ ॥ ৩৯২

অত্যুন্নত ও কবাটবৎ প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, এবং নবজলধরবৎ শ্যাম, সুতরাং মনোহর দেহ, যাহা দর্শন করিয়া, চঞ্চলা হইয়াও স্বয়ং জলধি-নন্দিনী কমলা, স্বকীয় চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য আশ্রয় করিয়া আছেন ॥ ৩৯২

তমালসৎকন্দলমঞ্জুলং বপু
রুরোবিশালং কমলানিকেতনম্।
প্রশস্তবাহূ করিণঃ করোপমৌ
বিলোক্য কাসাং ন মনো বিমুহ্যতি ॥ ৩৯৩

তমালের নব পল্লবের ন্যায় মনোহর দেহ। এবং লক্ষ্মীর নিবাসস্থল

স্বরূপ বিশাল বক্ষঃ, এবং করিশুণ্ডাকৃতি বিশাল বর্ত্তুল বাহুদ্বয়, দেখিয়া, কোন্ রমণীর হৃদয় বিমুগ্ধ না হয়? ॥ ৩৯৩

অগস্ত্যবদ্‌যস্য পুনর্ম্মৃগীদৃশাং
সতীত্বদম্ভাম্বুধিশোষণে পটু।
জিতস্মরস্যাপি হরস্য চঞ্চলং
মনোবিধত্তে তদিদং হরের্ব্বপুঃ ॥ ৩৯৪

যাঁহার এই দেহ মৃগনয়নাগণের সতীত্বের গর্ব্বসমুদ্রশোষণে অগস্ত্যবৎ নিপুণ, এবং সেই দেহ, যাহা জিতকাম হরেরও মনে চাঞ্চল্য বিধান করে ॥ ৩৯৪

অনন্তলাবণ্যরসৈকসম্ভব-
মসম্ভবং যদ্ভুবি দুর্ল্লভং বপুঃ।
ব্যলোকি যৈঃ সান্দ্রনবাম্বুদোপম-
মলম্ভিতৈর্নাত্র কিমেব সৎফলম্ ॥ ৩৯৫

অশেষ লাবণ্য রসের একমাত্র উৎপত্তি স্থান, এবং পৃথিবীতে যাহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ ও অসম্ভব, অর্থাৎ অনন্যসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, নিবিড় নবঘন সদৃশ যে দেহ, যাহাদিগকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগ কর্ত্তৃক কোন্ সৎফল প্রাপ্ত না হইয়াছে? ॥ ৩৯৫

অলোকসামান্যমহোজ্জ্বলোল্লস-
ন্নবীনলাবণ্যময়ৈকবিগ্রহঃ।

মুমোহ লোকত্রিতয়ৈকমোহনো
হৃতান্তরো রাধিকয়া তথাপি সঃ ॥ ৩৯৬

অলৌকিক মহা উজ্জ্বল রস দ্বারা সমুল্লসিত হইতেছে অভিনব লাবণ্য-ময় অদ্বিতীয় দেহ যাঁহার, এবং লোকত্রয়ের একমাত্র মোহন হইয়াও, তিনি তথাপি শ্রীরাধিকাকর্ত্তৃক হৃতচিত্ত হইয়া স্বয়ং তাঁহার প্রেমে ও রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা বড়ই বিচিত্র ॥ ৩৯৬

অনন্তসন্তাপকলাপনাশনঃ
সুদীনসৌভাগ্যমহীরুহোঽপি যঃ।
স এব রাধাবিরহেণ মূর্চ্ছিতো
বিদূয়তে হন্ত বদামি কিং পুনঃ ॥ ৩৯৭

যিনি স্বয়ং দীনজনের সৌভাগ্যবৃক্ষ, এবং অনন্ত সন্তাপরাজির বিনাশ কর্ত্তা, আজ শ্রীরাধিকার বিরহদ্বারা মূর্চ্ছিত হইয়া, তিনিও বিশেষ দূয়মান-চিত্ত হইয়াছেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, আমি এতদ্বিষয়ে অধিক কি বলিব ? ৩৯৭

মন্যে আলি রতশালিবালিশো
যোষিতাং হৃদয়মোহ-মন্ত্রবিৎ।
যেন দগ্ধমহমদ্য মানসং
ধারয়ামি সখি তত্র নিস্ত্রপম্ ॥ ৩৯৮

ইহাই আমার মনে হয়, সেই রতিনিপুণ মূঢ়, রমণীগণের হৃদয় মুগ্ধ করার মন্ত্র শিখিয়াছেন, যাহাকর্ত্তৃক দগ্ধ হইলেও এই নির্লজ্জ হৃদয়

তাহাতেই অনুরক্ত হয়—সুতরাং অপমানিত হইয়াও দগ্ধ হৃদয় আমি ধারণ করিতেছি॥ ৩৯৮

কৃত্রিমার্জ্জবশতানুরঞ্জিতং
কামিনীজনবিমোহনং সখি।
শীলয়ত্যনিশমেব বাহ্যতো
নির্ম্মলং কিমিব সন্ততং বচঃ॥ ৩৯৯

কৃত্রিম সারল্যশতদ্বারা অনুরাগ বিশিষ্ট, সুতরাং অবলার চিত্ত বিমোহন, কেমন একপ্রকার বাহ্যে নির্ম্মল বাক্য, বিস্তৃতরূপে নিত্য বলিয়া থাকেন, যদ্দ্বারা মাদৃশ নারীর হৃদয় শীঘ্র ভুলিয়া যায়॥ ৩৯৯

কামমালি বনমালিবঞ্চনা
সংস্তুতাপি বনিতালিভির্ব্রজে।
চিত্রমত্র শতদুঃখদায়িনি
মাদৃশাং লগতি তাদৃশে মনঃ॥ ৪০০

হে সখি! ব্রজধামে বনমালি সম্পর্কীয় প্রবঞ্চনা, রমণীদিগকর্তৃক যথেষ্টরূপে পরিচিতা হইলেও, বড়ই বিচিত্র যে, অনন্তকষ্টদাতা এই সেই নিরন্তর বিলগ্ন হয়॥ ৪০০

মধুলিগ্নহামধুরগুঞ্জনৈস্তুন্দিলং
রসসারসস্ফুরিতসৌরভামোদিতম্

ক্বচিচ্ছিশিরতাঞ্চিতং মৃদু সমীরণস্ফূর্জ্জিতং
মনঃসহিতমিন্দ্রিয়ং মদয়তীব বৃন্দাবনে ॥ ৪০ ৷

মদমত্ত মধুপগণের মহা মধুর গুঞ্জন দ্বারা পরিপুষ্ট যে সরোবর, তাহাতে মকরন্দপূর্ণ পদ্মের পরিস্ফুরিত গন্ধদ্বারা আমোদিত, যে পবনের স্ফূর্জ্জন, তাহা ত্রিবিধভঙ্গি দ্বারা বৃন্দাবনে মনের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মাদিত করিতেছে ॥ ৪০ ৷

সম্পূর্ণ।